নটী বিনোদিনী

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক ১৩৮০ সালের
শ্রেষ্ঠ পালা-নাটক হিসাবে পুরস্কৃত

১৯৭৩ সালে নট্ট কোম্পানীতে এবং
সাঁঝের আসরে অভিনীত।

পালাসম্রাট ব্রজেন্দ্রকুমার দে

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক সংবর্ধিত ও নিখিল ভারত
বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে ১৩৮০ সালের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার
হিসাবে "বিশ্বরূপা পুরস্কার"-প্রাপ্ত এবং অপেশাদার
নাট্যগোষ্ঠীসমূহের মুখপত্র "অভিনয়" কর্তৃক ১৯৭৬ সালে
"লোকনাট্যগুরু" বিশেষণে ভূষিত।

যাত্রাশিল্পে শতবর্ষের রেকর্ড ভঙ্গকারী!!
মেগাফোন রেকর্ড ও টেলিভিশনে গৃহীত!!!

নির্মল বুক এজেন্সী

৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা

চরিত্র-পরিচয়

শ্রীরামকৃষ্ণ	দক্ষিণেশ্বরের সিদ্ধ পূজারী
হৃদয়	ঐ ভাগিনেয়
গিরিশ ঘোষ	বাগবাজারের গৃহস্থ
অমৃত বোস	অভিনেতা
দাশুচরণ নিয়োগী	রঙ্গালয়ের ব্যবস্থাপক
গুর্মুখ রায়	ধনাঢ্য যুবক
রাঙাবাবু	প্রগতিশীল যুবক
সুরৎকুমারী	গিরিশের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী
পান্না	অভিনেত্রী
লক্ষ্মী	অভিনেত্রী
আমোদিনী	গণিকা
বিনোদিনী	ঐ কন্যা

প্রথম দৃশ্য

[বিনোদিনীর বাড়ি। নাচের ঘর। স্টেজের পেছনের দিকে একটি প্লাটফর্ম, লাল রং এর কার্পেট পাতা। এক পাশে তাকিয়া, গড়গড়া ও পানীয়ের সরঞ্জাম। স্টেজের সামনের দিকে, ডানপাশে তবলা, সেতার বাদকেরা তালিম দিচ্ছে। নেপথ্যে আমোদিনীর গলা শোনা যায়]

আমোদিনী : বিনি---- বিনি। এই হতচ্ছাড়ি, কোথায় গেলিরে **[প্রবেশ করে]।** এই যে ওস্তাদজী, আপনারা এসে গিয়েছেন?

ওস্তাদ : জী, সেলাম মাইজী।

আমোদিনী : বিনি কে দেখেছেন?

ওস্তাদ : নেহি মাইজী।

আমোদিনী : আর বলবেন না। মেয়েটা আমায় জ্বালিয়ে খেলে। বিনি----বিনি সাজগোজ হলো তোর?

[বিনির প্রবেশ]

বিনোদিনী : কি? কি হলো? অমন করে চেঁচাচ্ছ কেন?

আমোদিনী : চেচাবো না তো কি কোরবো? সন্ধে গড়িয়ে গেল, কুমার বাহাদুরের আসার সময় হয়ে এলো, আর তুই এখনো তৈরী হোসনি?

বিনোদিনী : তোমাকেই তো কতবার বলেছি, আমার একাজ করতে ভালো লাগেনা।

আমোদিনী : তা কি করতে ভালো লাগে শুনি?

বিনোদিনী : তোমাকে তো বলেছি, আমি থিয়েটার করব।

আমোদিনী : হুঁ ---- থিয়েটার করলেই পেট চলবে? ক'পয়সা দেবে ওরা? ওতে ভাতের জল গরম হবে না। তোর মা, দিদিমা এই গতর বেঁচে খেয়েছে, তোকেও তাই করতে হবে। তোকে নাচ শিখিয়েছি, গান শিখিয়েছি। আরে যতদিন যৌবন ততদিনই আমাদের কদর, যা পারিস এই বেলা কামিয়ে নে, যা --যা আর দেরি করিস নে; ভেতরে গিয়ে তৈরী হয়ে আয়। কুমার বাহাদুর এলো বলে।

বিনোদিনী : এই যাচ্ছি, কিন্তূ আজই শেষ, এই বলে দিলাম **[বিনির প্রস্থান]**

আমোদিনী : আমার হয়েছে যত জ্বালা। জানিনা কি আছে ওর কাপালে।

[নেপথ্যে কুমার বাহাদুরের গলা শোনা যায়, প্রবেশ]

কুমার : বিনোদ ----- বিনি ----বিনি, এইযে মাসি একটু দেরি হয়ে গেলো। বিনি কোথায়?

আমোদিনী : ভেতরে, এক্ষুনি আসছে। আপনি বসুন, বিনি তাড়াতাড়ি কর। কুমার বাহাদুর এসে গিয়েছেন। দেখুন কুমার বাহাদুর আমার মেয়ে রূপে লক্ষ্মী গুনে সরস্বতী, যেমন মিষ্টি দেখতে তেমনি গানের গলা। আর নাচে ওর ধরে কাছে কেউ নেই।

কুমার : জানি গো জানি, বিনোদিনীর রূপ, কাজল কালো চোখের চাহনি, চলনে হরিণীর ছন্দ আর কোকিল কণ্ঠী সুরের মায়াজালে জড়িয়ে আমি তো ওর প্রেমে হাবুডুবু।

আমোদিনী : তাই তো বলি, আমাদের মাসোহারা যদি আরো দুশো টাকা বাড়িয়ে দাও তা হলে কি কুমার বাহাদুরের ভান্ডার খালি হয়ে যাবে? যাবে না গো, যাবে না লোকে শুনলে বলবে, ---- হ্যাঁ দিল বটে কুমার বাহাদুরের।

কুমার : হ্যাঁ, দিল যখন দিয়েছি তোমার মেয়েকে, তখন ওকে নিয়ে যতদূর যেতে হয় নিশ্চয় যাব।

আমোদিনী : হ্যাঁ --- হ্যাঁ, জানি ---- জানি। কত মানুষ্ এলো গেলো। কম তো দেখলাম না। বিনি কে এরা দেখে আর নিয়ে যেতে চায়। চাইবেই বা না কেন? জমিদারের রক্ত বইছে ওর শরীরে। সেই রক্ত তিল তিল করে গড়ে উঠে ও আজ হয়েছে তিলোত্তমা। আর তুমি তার দাম দেবে না, তা কি হয়?

কুমার : বাজে কথা কেন বলছ মাসি? এইতো সেদিন ওকে পাঁচশ টাকা দিলাম, দরকার হলে আরো দেবো।

আমোদিনী : সেকথা তো আমি অস্বীকার করছি না; কিন্তু আমি ওর মা। আমার পরিশ্রমের কি কোনো দাম নেই? পরম যত্নে ওকে নাচ শিখিয়েছি, ওস্তাদের কাছে গান শিখিয়েছি, - এর কি কোনো দাম নেই?

আমোদিনী : বিনিকে আমি রাজরানী করে রাখবো। তোমাদের কোনো অভাবই আমি রাখবো না মাসি।

আমোদিনী : তবু মা ত বলবে না, মাসিই বলবে। ভদ্র ঘরে জন্মালে নিদেন পক্ষে শাশুড়ি মা বলতে। তা সে সৌভাগ্য তো আর কর আসিনি যতদিন যৌবন ততদিন তোমরা। যৌবন ফুরোলে কি আর ফিরে তাকাবে ------ তাকাবে নো গো তাকাবে না।

কুমার : আমি কথা দিচ্ছি মাসি যদি কোনদিন বিয়ে করি তো বিনোদকেই করবো।

আমোদিনী : দাঁড়াও --- দাঁড়াও, হিসেবে করে দেখি বাপু। এক--দুই-- পাঁচ ---দশ ---পচিশ --- পঞ্চাশ ---আশি ---নব্বুই ---তা কম করে শ-দেড়েক তো হবে, বলেছে বিয়ে করলে বিনিকেই করবো। কথায় কি আর চিড়ে ভেজে।

কুমার : [রাগত] আমি তাদের মতো নই। আমার যেমন কথা তেমন কাজ। [পকেট থেকে টাকা বের করে]। এই নাও, এতে দুহাজার আছে।

আমোদিনী : আহা এই হলো গিয়ে আসল কথা [টাকা গোনে] । বিনি -- ও বিনি হলো তোর? দেখো কুমার বাহাদুর একটা কথা বলি --- মেয়ে আমার বড় হয়েছে, ভীষণ জেদী, বিয়ে করবে বলে কথা দিয়েছো, ওকে ভালোবেসো।

[বিনির প্রবেশ]

বিনোদিনী : আবার চেঁচাতে লেগেছো? তোমাকে তো বলেছি আমার এসব ভালো লাগেনা। আজই শেষ, এই বলে দিলাম।

আমোদিনী : থ্যাটার করে খাওয়া জুটবে না। ওস্তাদজী শুরু কিজিয়ে।

[বিনি নাচ শুরু করে, বাজনা শুরু হয়, আমোদিনী মদের গ্লাসে মদ ঢেলে দেয়। নাচ বেশ জমে উঠেছে। হঠাৎ বিনি নাচ থামিয়ে কান্না শুরু করে]

বিনোদিনী : না ---না---- না আমি এ জীবন চাই না।

আমোদিনী : [প্রচণ্ড রেগে যায় ওস্তাদদের বলে] ওস্তাদজী আপনারা এখন আসুন।

[বিনীকে] হারামজাদী, তোকে এ কাজই করতে হবে। তোর মা, দিদিমা যা করেছে তোকেও তাই করতে হবে। যতদিন যৌবন ততদিন ওর কাছে তোর কদর।

[আমোদিনীর প্রস্থান]

[স্টেজ অন্ধকার, নীল স্পট, আলো আঁধারের এক মোহজাল তৈরী হয়]

কুমার : বিনি---বিনি ---আমি তোমাকে ভালোবাসি, কথা দিচ্ছি যদি কোনোদিন বিয়ে করি তো তোমাকেই করবো। তোমাকে আমি রাজরানী করে রাখবো। আমাকে ভালোবাসতে দাও।

বিনোদিনী : ওকি, আমাকে ছাড়ুন। মা আমাকে বাঁচাও। ঠাকুর আমাকে রক্ষা করো।

কুমার : আমি তোমাকে ভীষণ ভালোবাসি বিনি।

বিনোদিনী : না ---- না--- ছেড়ে দিন আমাকে। আমি ভালোভাবে বাঁচতে চাই ; আর পাঁচটা মেয়ের মত ঘর সংসার করতে চাই; হে ঠাকুর আমায় বাঁচাও। এ পতিতা জীবন থেকে উদ্ধার করো।

STAGE DARK

দ্বিতীয় দৃশ্য

[দক্ষিণেশ্বরের কালী মন্দির। cyclorama তে মাকালীর ছবি। সামনে উঁচু বেদি]

রামকৃষ্ণ : কে গো? কে আমায় ডাকলে। এই মাঝরাতে আমায় 'রক্ষা করো' 'রক্ষা করো' বলে ডাকতে লেগেছে।

[হৃদয়ের প্রবেশ]

হৃদয় : এই মাঝ রাতে তুমি বিছানা ছেড়ে উঠে এলে কেনো

রামকৃষ্ণ : শুনিস নি সেই মেয়েটা যে ডাকলে।

হৃদয় : কোন মেয়েটা?

রামকৃষ্ণ : সেই যে গো, সেই হাতভাগিটা। আমি যে স্পট শুনলুম, বলছে ----- ঠাকুর আমায় রক্ষা করো, এই পতিত জীবন থেকে আমায় উদ্ধার করো। আহা একটু ভালোভাবে বাঁচতে চায় গো। আর ওর মা পাশের ঘরে দুকানে হাত চাপা দিয়ে বসে আছে।

হৃদয় : এই মাঝরাতে আবার কে কার সর্বনাশ করছে কে জানে?

রামকৃষ্ণ : আজ শিবরাত্রি। এই শিবরাত্রিরে ওর মা পাশের ঘরে কান চাপা দিয়ে বসে রইলে কি শিবের বাবা ও বুঝি টের পাবে না।

হৃদয় : কার কথা বলছ তখন থেকে?

রামকৃষ্ণ : দুঃ শালা। ওই মেয়েটা পাঁকে জন্মেছে, এই নরক যন্ত্রনা থেকে মুক্তি চায়। তাই সারাদিন উপোস করে শিবের পুজো করলো, শিবের পায়ে মাথা কুটে মরলো। আর মাঝ রাত্রিরে চোখের জলে ভেসে গেলো গো -----।

হৃদয় : কে ভেসে যাচ্ছে?

রামকৃষ্ণ : এ জগতে কে যে কখন ভেসে যাবে তা কি কেউ বলতে পারে রে। এ জগৎ তো কোটি কোটি নরকের কীটে ভরে গেছে গো। ----- যাক সে কথা।

তা ও হৃদে কাল যে তুই এলি না যে বড়? রাম দত্ত আসতে দেয় নি বুঝি।

হৃদয় : আমায় তুমি ক্ষমা করো ঠাকুর --- আমায় ক্ষমা করো।

রামকৃষ্ণ : ও কি রে ! ও ভাবে ফুঁপিয়ে কাঁদছিস কেনে?

হৃদয় : তুমি তো সবই জান ঠাকুর। এমন কাজ আর কখনো করবো না। কাল আমরা নরক দর্শন করে এসেছি।

রামকৃষ্ণ : তা কোথায় নরক দর্শন করলি রে?

হৃদয় : আমি আর রাখাল কাল থিয়েটার দেখতে গিয়েছিলুম।

রামকৃষ্ণ : সে তো আমিও যাই, ছেলেবেলায় আমিও কত যাত্রা থ্যাটার করেছিলুম।

হৃদয় : এ সে থিয়েটার নয় গো মামা। এ হচ্ছে বাগবাজারের গিরিশ ঘোষের পেশাদারী থিয়েটার; ওরা বেশ্যা নিয়ে থিয়েটার করে।

রামকৃষ্ণ : করুক না --- করুক না; বাগবাজারের গিরিশ ঘোষ যদি রাজা সাজতে পারে তাহলে রাধাবাজারের হরিমতি যশোদা সাজতে পারবে না কেনে?

সেও অভিনয় এও অভিনয়। আরে তোরা তো এক্ট দেখবি রে ---এক্ট, দুধে জালে মিশিয়ে দিলে রাজহাঁস দুধটুকুই টেনে নেয়, জল পরে থাকে। যাত্রা থ্যাটার হলো লোক শিক্ষের বাহন। শতেক বক্তিমে তে যা না হবে একবার এক্ট দেখলে তা মনের মধ্যে গেঁথে যাবে। যা যা মাঝরাত পেরিয়ে গেল; মনটা বড্ড খারাপ হয়ে গেলো রে হৃদে, মনটা বড্ড খারাপ হয়ে গেল। এদিকে ভোর হয়ে এলো, তুই বরং একটা গান গা।

হৃদয় : [গান শুরু করে] মনরে কৃষি কাজ জানো না,
মানব জনম রইলো পতিত
আবাদ করলে ফলত সোনা -------

রামকৃষ্ণ : বাঃ ---- বাঃ ----- বাঃ, কী শোনালি রে হৃদে, কী শোনালি
মানব জনম রইলো পতিত আবাদ করলে ফলত সোনা।

STAGE DARK

তৃতীয় দৃশ্য

[বিনোদিনীর বসার ঘর, কয়েকটি আসবাবপত্র। আমোদিনী ঝাঁটা হাতে ঘর ঝাঁট দিচ্ছে

পান্নাবাঈ এর গলা]

পান্না : মাসি --- মাসি--- মাসি বাড়ি আছো? **[পান্না প্রবেশ করে]**

আমোদিনী : কে পান্না? আয় --- ভেতরে আয়, বস।

পান্না : শুনলাম, কুমার বাহাদুর নাকি আজ দেশ হেকে ফিরছেন?

আমোদিনী : হ্যাঁ।

পান্না : মাসি কপাল করে এসেছে গো তোমার মেয়ে, বিনি।

আমোদিনী : আর কপাল ! কথা দিয়েছিলো সে বিনিকে বিয়ে করবে। তা আজ না কাল, কাল না পরশু এই করেই তিন--- তিনটা বছর কাটিয়ে দিলো।

পান্না : কিন্তু মাসি, মাসে মাসে এতগুলো করে টাকা দিচ্ছে বল, বিনিকে তো রাজরানী করে রেখেছে।

আমোদিনী : হ্যাঁ, তা রেখেছে বটে। আর বিনির আক্কেলটা দেখ, আজ কুমার বাহাদুর ফিরবে, ওকে বললাম আজ আর বের হোসনা। তা হারামজাদি কি কথা শোনে? গেছে বেঙ্গল থিয়েটারে গান গাইতে।

পান্না : তা যা বলেছো বিনি এ ভারী অন্যায়। অমন নাগর পেলে আমিতো ঘর ছেড়ে বের হতুম না। কুমার বাহাদুর যেমন দেখতে, তেমন তার পতিপত্তি। আর আমার কপালে জুটেছে এক মোদো, মাতাল, ক্যাবলাকান্ত।

আমোদিনী : এবার ওদের বিয়েটা হলেই বাঁচি।

পান্না : হবে গো, হবে। সবুরে মেওয়া ফলে। বিনিকে তো কথা দিয়েছে, বিয়ে করলে সে বিনীকেই করবে।আর সেজন্য ই তো বিনি বার বা রঙ্গাবাবু কে ফিরিয়ে দেয়।

আমোদিনী : যাই, আমার এদিকে দেরি হয়ে যাচ্ছে। বাজার থেকে কিছু ভালো মন্দ আনতে হবে। কুমার বাহাদুর কে ভালোমন্দ খাইয়ে আজই বিয়ের কথাটা পারতে হবে।

[আমোদিনীর প্রস্থান]

পান্না : বি --নো --দি --নী। কী ভাগ্যই না করে এসেছিস বিনি ! একদিকে কুমার বাহাদুর আর অন্যদিকে বর্ধমানের হবু জমিদার রাঙ্গাবাবু। তোর মতো সুন্দরী না হলেও আমার রূপ কমতি কিসে? কুমার বাহাদুরকে না পেলেও রাঙ্গাবাবুকে হাতের মুঠোয় ঠিক আনবই। যদি না পারি তো আমার নাম পান্নাবাঈ নয়।

[নেপথ্যে বিনির গলা শোনা যায়, ও প্রবেশ]

বিনোদিনী : মা---মা---ও মা তুমি কোথ -----, আরে পান্না তুই কখন এলি?

পান্না : এইতো খানিক ক্ষণ হলো।

বিনোদিনী : মা কে দেখেছিস?

পান্না : মাসি তো বাজারে গেল, কুমার বাহাদুরের জন্য ভালোমন্দ বাজার করতে। যাই, আমিও যাই---

[প্রস্থান]

বিনোদিনী : বিকালে পারলে একবার আসিস। আজ সাতদিন হলো কুমার বাহাদুর দেশে গিয়েছেন। আজ ফিরবেন। হয়তো ফিরে এসে ঠিক বলবে, এস বিনি আমরা বিয়ে করি - ঘর সংসার শুরু করি -------- আমার কী যে আনন্দ হচ্চে **[গান শুরু করে]**

সে আজ আসবে বলে ডাকে হিয়া।

পিউ পিউ বলে আজ ডাকে পাপিয়া।

রঙ্গীলা মন আমার পাগল পারা

আসবে, সে আসবে বলে ডাকে হিয়া।

সা -- রে-- গা--, মা-- পা-- ধা --

পা-- ধা---নি---, ধা ---নি--সা---

ত্বরা করে যা না তোরা, থামা না বরষা ধারা

কেমনে আসিবে মোর মরমিয়া ------ [হঠাট গান থামিয়ে]

একটু পরেই কুমার বাহাদুর এসে পড়বে আমায় জড়িয়ে ধরে সোহাগে ভরিয়ে দেবে। বলবে তোমাকে কি ভোলা যায় বিনি, তুমি যে আমার ডানাকাটা পরী গো। আমি এবার ঠিক জেদ ধরবো, এখনই বিয়ে করতে হবে, আমার যে বড্ডো স্বাদ গো, বিয়ে করে ঘর সংসার শুরু করি, আর পাঁচটা মেয়ের মতো। **[নেপথ্যে আমোদিনীর গলা ও প্রবেশ]**

আমোদিনী : বিনি --- বিনি---; আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেছে ----- এ কি সর্বনাশ হলো রে---বিনি--- বাজার গিয়ে এ কী শুনে এলাম।

বিনোদিনী : আরে কী হয়েছে খুলে বলবে তো ------ নাকি শুধুই হা -হুতাশ করেই যাবে?

আমোদিনী : ওরে, তোর কপাল পুড়েছে। কুমার বাহাদুর দেশে গিয়ে আবার বিয়ে করেছে। বৌ নিয়ে ফিরলো।

বিনোদিনী : তুমি কার কথা বলছো গো মা?

আমোদিনী : আরে আমাদের কুমার বাহাদুর।

বিনোদিনী : না---না--- এ হতে পারেনা। এ মিথ্যে --- মিথ্যে --- মিথ্যে।

আমোদিনী : নারে এ মিথ্যে নয়। আমি নিজ কানে শুনে এসেছি।

বিনোদিনী : কিন্তু সে ও কাশীতে গিয়ে বাবা বিশ্বনাথ মন্দিরে দাঁড়িয়ে আমাকে কথা দিয়েছিলো

[নেপথ্যে] "বিনি বিয়ে করলে তোমাকেই করবো।সিঁদুর পড়ালে তোমাকেই পড়াবো। সংসার শুরু করলে তোমাকেই নিয়েই করবো"। [বিনি নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে]

আমোদিনী : [বিনির কাঁধ ধরে ঝাকুনি দেয়] বিনি, করে বল বিনি চুপ করে আছিস কেন? --- কথা বল। --- কাদ রে হা হতভাগী ---কাদ ---

[নেপথ্যে অমৃতলালের গলা শোনে যায় ও প্রবেশ]

অমৃত : বিনি---বিনি---ও বিনি ------

আমোদিনী : এই যে রসরাজ অমৃতলাল, আসুন।আপনি এসেছেন, ভালো হয়েছে। আমাদের কি সব্বোনাশ হলো দেখুন।

অমৃত : সর্বনাশ ! কিসের সর্বনাশ?

আমোদিনী :আজ প্রায় তিন বছর হলো কুমার বাহাদুর বিনিকে বিয়ে করবে বলে কথা দিয়েছে; সেবার কাশীতে গিয়ে বাবা বিশ্বনাথ মন্দিরে বিনিকে নিয়ে গিয়ে শপথ নিয়ে ছিল---বিয়ে করলেই বিনীকেই করবে। এই মাত্র শুনে এলাম কুমার বাহাদুর দেশে গিয়ে অন্য আর এক মেয়েকে বিয়ে করে নিয়ে ফিরেছে।

অমৃত : আমিওতো তাই শুনে ছুটতে ছুটতে এখানে চলে এলাম।----- শালা---- বিশ্বাসঘাতক!

আমোদিনী : বিনি কথা বলছে না ; সেই থেকে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

অমৃত : [বিনির কাছে যায়] বিনি কথা বল--- কথা বল বিনি। একটু কাঁদ। আমি তোর দাদার মতো, আমি বলছি তোর জীবন সামনে পরে আছে। এভাবে চুপ করে থাকিস না।

বিনোদিনী : [বিনি হঠাৎ কান্নায় ভেঙে পরে] এ জীবন আমার আর বইতে ইচ্ছে করে না। কুমার বাহাদুর এতদিন আমাকে ওর রক্ষিতা কর রেখেছিলো, আজ উচ্ছিষ্টের মতো ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। এ ঘৃণ্য জীবন বাড়ায় দুঃসহ।

অমৃত : বিনি ওঠ। উঠে দাঁড়া চোখের জল মোছ। তোর সারাটা জীবন সামনে পরে আছে। শোন, তুই তো বেঙ্গল থিয়েটারে গান গাস। শুনেছি দু একটা ছোট খাটো অভিনয় করিস। কাল ই তোকে আমি আমার গুরুদেব নাট্যাচার্য গিরিশ ঘোষের কাছে নিয়ে যাবো।তাঁর পায়ে যদি আশ্রয় পাস তোর জীবন ধন্য হয়ে যাবে।

বিনোদিনী : আমি যাবো। আমি যাবো দাদা।আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে চলো। আমার যে বড় শখ অভিনেত্রী হবার। আমাকে এই পতিতার জীবন থেকে উদ্ধার করো---। আমি আর এ জীবন বইতে পারছি না -।

STAGE DARK

চতুর্থ দৃশ্য

**[গিরিশ ঘোষের বৈঠক খানা, কিছু আসবাবপত্র, বই ইত্যাদি,
চেয়ারে বসে গিরিশ মদ্য পানে রত]**

গিরিশ : To be or not to be, that is the question:
Whether 'tis nobler in the mind to suffer
The slings and arrows of outrageous fortune,
Or to take arms against a sea of troubles
And by opposing end them, to die to sleep,
No more; and by a sleep to say we end
Heart -ache and the thousand natural shocks,

একদিকে আমার পার্কার কোম্পানির চাকুরী, মাস গেলে বাঁধা মায়না, নিশ্চিন্ত জীবন; অন্যদিকে বাংলাদেশে রাঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা, অক্লান্ত পরিশ্রম প্রতিদিন লড়াই --লড়াই আর লড়াই। এক আদর্শ রাঙালয় প্রতিষ্ঠার জন্য সারা জীবন সংগ্রাম।

[সুরৎ কুমারীর প্রবেশ]

সুরৎ : একা একা কী বকে চলেছ। **[গ্লাসে মদ ঢেলে দেয়]** । এই নেয়।

গিরিশ। **[মদ্য পান করিয়া]** এটা কিন্তু তোমার ভুল হয় না। বাজার থেকে চাল ডাল আসুক আর না-আসুক, মদ ঠিক আসবে। লোকে স্বামীর নেশা ছাড়াবার চেষ্টা করে, আর তুমি তার যোগান দিয়ে চলেছ।

সুরৎ : এত দিনের নেশা জর করে কি ছাড়ানো যায়? বাইরে খেয়ে বেসামাল হওয়ার চেয়ে আমার হাতেই সেবা কর।

গিরিশ : সবাই ত আমায় মাতাল বলে ঘেন্না করে, তোমার ঘেন্না হয় না।

সুরৎ : না গো। আমি ত দেখেছি সবাই মাতাল। কেউ পয়সার মাতাল, কেউ প্রেমের মাতাল, তোমার ভাই আবার ভাইএর জন্য মাতাল।

গিরিশ : আশ্চর্য! তুমি মাঝে মাঝে এমন সব কথা বল যে আমি অবাক হয়ে যাই। আচ্ছা, তোমার কখনও ইচ্ছা হয় না যে আমি নেশা ছেড়ে দিই?

সুরৎ : হয় বই কি! তাই বলে আমার মাথাব্যথাও নেই। নেশা যে ছাড়াবার, সে ঠিক ছাড়াবে।

গিরিশ : ঠাকুর-দেবতার কথা বলছ? আমার জীবনে ঠাকুর-দেবতার স্থান নেই। আমিও তাদের বিশ্বাস করি না, তারাও আমায় বিশ্বস করে না। হাসছ যে?

সুরৎ : ঠাকুর যদি ঠাকুরই হন, তোমার কাছে তাঁকে আসতেই হবে।

[হৃদয়ে প্রবেশ]

হৃদয় : আপনিই কি নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ?

গিরিশ : নাট্যাচার্য্য! কে বলেছে?

হৃদয় : আমাদের ঠাকুর বললেন।

সুরৎ : কে বাবা তোমাদের ঠাকুর

হৃদয় : আমাদের ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস।

গিরিশ : তুমি কে?

হৃদয় : আমার নাম হৃদয়, আমি ওঁর ভাগ্নে।

গিরিশ : বাঃ, মামা-ভাগ্নে মিলে ভালোই ব্যবসা ফেঁদেছ দেখেছি।

গিরিশ : পরমহংস তোমাকে বুঝি এখানে পাঠিয়েছেন? থিয়েটারে ঢুকবে? বাঃ, বেশ পরমহংস ত!

হৃদয় : কি বলছেন আপনি?

গিরিশ : কেটে পড় ছোকরা। সংসার চলছে না, কেমন? বাজারে বসে কুমড়োর ফালি বিক্রি কর তবু এ পথে এস না বাপধন।

হৃদয় : আপনি এ সব কথা কেন বলছেন? আমি চাকরির জন্যে আসি নি।

গিরিশ : তবে কি? পাশ চাই? হবে না, তোমার কাঁচা মাথাটি চিবিয়ে খাবার ইচ্ছে আমার নেই। **হৃদয় :** আমার পাশের দরকার নেই।

গিরিশ : পয়সা দিয়ে দেখবে? দেখ। তুমি যদি নিজের মাথা নিজেই খেতে চাও, আমার আপত্তি নেই। হাঁ করে দেখছ কি?

হৃদয় : দেখছি, কি সুন্দর আপনার সংলাপ-রচনা!

গিরিশ : ও বাবা, এ ত এক রসজ্ঞ সমালোচক দেখছি।

সুরৎ : বল বাবা, কি বলতে এসেছ?

গিরিশ : বল, নির্ভয়ে বল। নেশাটা জমে উঠলে কান দুটো বন্ধ হয়ে যাবে।

হৃদয় : পরমহংসদেব সুরেন মিত্তির মশায়ের বাড়ীতে এসেছেন।

গিরিশ । Yes, yes, রামদত্ত আমায় নেমন্তন্ন করেছিল বটে।

হৃদয় : আপনার মনে নেই। ঠাকুর আমাকে পাঠালেন আপনাকে নিয়ে যেতে।

গিরিশ : বটে!

সুরৎ : ঠাকুর নিজে পাঠিয়েছেন ওঁকে নিয়ে যেতে? ওগো, শুনছ? তুমি এক্ষুণি চলে যাও।

গিরিশ । Why? Why do I care for those ঠাকুরস্? মানুষের ধর্মবিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে এরা তাদের পকেট কাটে, মুখের উচ্ছিষ্ট খাওয়ায়, পা টেপায়।

সুরৎ : ও কথা বলতে নেই, ছি।

হৃদয় : আপনি জানেন না, পরমহংসদেব সে রকম ঠাকুর নন।

গিরিশ : ও পরমহংস আর রাজহংস সব সমান। তুমি যাও ছোকরা। তোমার ঠাকুরকে গিয়ে বল, তার বুজরুকিতে সুরেন মিত্তির আর রামদত্ত ভুলতে পারে, but গিরিশ ঘোষ is a hard nut to crack, এ বাবা শক্ত চিজ।

হৃদয় : বেশ ত, আপনার পছন্দ না হয় যাবেন না। তাই বলে আমার ঠাকুরকে আমার সামনে গাল দিচ্ছেন কেন?

গিরিশ : No my friend, গাল আমি দিই নি। আমি মদো মাতাল, আমার মুখের ভাষাই ওই রকম,--- 'বাবা' বলতে 'শালা' বলে ফেলি। গাল দেব কেন? তোমার ঠাকুর নরদেহে নারায়ণ---

[সুরে] "যেই রাম সেই কৃষ্ণ, ভজ নিষ্ঠা করি, নামের সহিতে আছেন আপনি শ্রীহরি।"

অ্যাঁ, ওগো, এসব কি বলছি আমি? তুমি হাসছ কেন? মনে হচ্ছে যেন সাতরাজার ধন মানিক পেয়েছো।

সুরৎ : ঠিক তাই। তুমি যাবে না?

গিরিশ : কখ্খনো না। যাও হৃদয় মহারাজ, তোমার ঠাকুরকে গিয়ে বল, তাঁর হুকুম মানতে আমি অক্ষম। কারণ আমি তাঁর গোলাম নই ।

হৃদয় : বেশ, তাই বলি গে। **[প্রস্থানোদ্যোত]**

গিরিশ : এই, এই, ওহে ছোকরা, তুমি বড্ড বেরসিক, ঠাট্টাও বোঝ না। তুমি তোমার পরমহংসকে গিয়ে বল---আমার অত্যন্ত---আমার অত্যন্ত মাথা ধরেছে।

হৃদয় : যে আজ্ঞে। তাই বলব। নমস্কার। **[প্রস্থান]**

গিরিশ : শা---লা।

সুরৎ : তুমি বুঝি ভাবছ, পার পেয়ে গেলে? মোটেই তা নয়। ময়াল সাপে ধরেছে, না গিলে ছাড়বে না।

গিরিশ : আরে, যাও যাও। গিরিশ ঘোষ যমের অরুচি, ময়াল সাপে তাকে ধরলে পেট ফেটে মরবে। যাক্ সে কথা, প্রতাপ জহুরী আমায় চেপে ধরেছে, চাকরি ছেড়ে আমি তার থিয়েটারের whole-time ম্যানেজার হই। আমি মনে করেছি কালই চাকরিতে ইস্তফা দেব। শুধু তোমার মতামতের অপেক্ষা।

সুরৎ : সত্যি।

গিরিশ : ভেবে দেখ, আমার সমস্ত শক্তি যদি থিয়েটারের পেছনে ব্যয় করি, বাংলায় আদর্শ রঙ্গালয় গড়ে উঠবে। আমি অভিনয় শেখাব, অভিনয় করব, নাটক লিখব। তবু কি আমাদের সাধনা সফল হবে না?

সুরৎ : নিশ্চয়ই হবে।

গিরিশ : প্রতাপ জহুরী যদি কথা না রাখে, আমরা আর একটা মঞ্চ গড়ে তুলব। একটা নাটক যদি ফেল করে, আরও দশটা নাটক লিখব। তাতেও কি আমাদের পেটের ভাত জুটবে না?

সুরৎ : কেন জুটবে না?

গিরিশ : মাইনে কিন্তু একশো টাকা। একশো টাকায় সংসার চলবে না?

সুরৎ : চালালেই চলবে।

গিরিশ : তবে কেন আমি দু-নৌকোয় পা দিয়ে মরব?

সুরৎ : কে বলেছে তোমায়?

গিরিশ : তবে আমি চাকরি ছেঁড়ে দিচ্ছি বলে তুমি অসন্তুষ্ট কেন?

সুরৎ : আরও আগে ছাড় নি বলে।

গিরিশ : এ তুমি কি বলছ সুরৎ!

সুরৎ : তুচ্ছ কেরানীগিরি করার জন্যে তোমার জন্ম হয়নি। তুমি হবে দেশবরেণ্য নাট্যকার, তুমি হবে বাংলা রঙ্গমঞ্চের জনক, তুমি হবে এদেশের অভিনেতাদের পথের দিশারী। তোমার এত বড় প্রতিভার ভাগ তুমি ইংরেজ বেনিয়াদের দেবে কেন? সমস্ত প্রতিভা দিয়ে তুমি তোমার দেশের সেবা কর, হে নাট্যকার । গীতায় যেন কি বলেছেন ভগবান্? বল না গো, বাবা যে সেদিন বললেন। কি যেন কথাটা? **[অমৃত বোসের প্রবেশ]**

গিরিশ : "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।" যে যে-ভাবে আমার সাধনা করে, আমি তার মধ্যেই তাকে ধরা দিই।

সুরৎ : তবে আর ভয় কি? রঙ্গালয়ের সেবা করেই একদিন তুমি ঠিক জায়গায় পৌঁছে যাবে।

অমৃত : পায়ের ধুলো দিন বৌদি। আপনি বাংলার রঙ্গমঞ্চকে বাঁচালেন। ধনে পুত্র লক্ষ্মী লাভ হক।

সুরৎ : বেশ লোক ত আপনি। পায়ের ধুলোও নিলেন, আবার আশীর্বাদও করলেন?

অমৃত : অভিনেতার দুটো মুখ বৌদি এক মুখে মদ খায়, আর এক মুখে হরিনাম গান করে।

গিরিশ : কিন্তু আমার মাথাটা যে সত্যি সত্যি ধরে গেল গো। পরমহংসকে যা বলতে বললুম, তাই হল?

সুরৎ : তবু তুমি ঠাকুর-দেবতা মানতে চাও না। দাঁরাও ঠাকুরের নির্মাল্য এনে দিচ্ছি। বসুন রসরাজ, বেগুনি ভেজে নিয়ে আসছি।

অমৃত : বাঃ বেশ বেশ, আমি ততক্ষণ গুরুর সঙ্গে প্রেমালাপ করি।

সুরৎ : দেখবেন, মানুষটাকে বেশি বকাবেন না, রাত্রে আবার থিয়েটার আছে ত।

[সুরৎ -এর প্রস্থান]

গিরিশ : হঠাৎ কি মনে করে অমৃত?

অমৃত : একটি ভাল মাল এনেছি গুরু, taste করে দেখুন। যেমন গানের গলা, তেমনি নাচে পারদর্শী। শুনেছি একটু আধটু অভিনয় করে।

গিরিশ : মেয়ে এনেছ? তাই বল। ওই তোমার দোষ শ্যামবাজার থেকে সোজা বাগবাজারে আসবে, না, ধর্মতলা দিয়ে ঘুরে আসবে।

অমৃত : গুরুর কাছে আসতে হলে ধর্মের তলা দিয়েই আসতে হয়। ডাকব মেয়েটাকে? একটু দেখবেন?

গিরিশ : কত মেয়েই তুমি ত আনলে, কী তাদের ভংকর উচ্চারণ; প্রত্যুষে বলতে পারে না, বলে "পেত্যুসে", বজ্রাঘাত বলতে পারে না বলে বজ্যাঘাত; শতকরা পাঁচটাও ধোপে টিকল না।

অমৃত : এটি বোধহয় টিকবে। আপনি যদি নিজের হাতে তৈরী করে নেন, এ এক অসাধারণ অভিনেত্রী হবে।

গিরিশ : কার মেয়ে?

অমৃত : সরকারী মেয়ে।

গিরিশ : তুমি কি না-রসিয়ে কোন কথা বলতে পার না অমৃত?

অমৃত : রসিয়ে না বলতে পারলে ত বসিয়ে দেবেন। ওই একটা গুণেই করে খাচ্ছি। রাজা সাজলে লোকে হাসে, সাহেব সাজলে লোকে কুকুর লেলিয়ে দেয়, প্রেমিক সাজলে প্রেমিকা মুর্ছা যায়। কাজেই প্রেমিকদের ভাঁড় সাজি, আর বস্তিতে বস্তিতে ঘুরে আপনাদের নায়িকা কুড়িয়ে আনি। ওরে, ও বিনি, এদিকে আয়। **[বিনোদিনীর প্রবেশ।]**

[গিরিশ ও বিনোদিনী পরস্পরের দিকে চাহিয়া রহিল]

অমৃত : [স্বগত] গুরুর চোখ যে ছানাবড়া হয়ে গেল দেখছি।

গিরিশ : তুমি---

বিনোদ : আপনিই নাট্যাচার্য্য?

অমৃত : প্রণাম কর না রে। **[বিনোদিনী প্রণাম করিল]**

গিরিশ : কি নাম তোমার?

বিনোদ : আমার নাম বিনোদিনী দাসী।

গিরিশ : থিয়েটারে আসতে চাও কেন?

বিনোদ : থিয়েটার আমার বড় ভাল লাগে। তা ছাড়া আমার মনে হয় আমার মত মেয়েদের এই একটাই নিরাপদ আশ্রয়।

অমৃত : শ্রীগুরুর শ্রীচরণ আরও নিরাপদ। ক্রমে বুঝবে, গুরু কি চিজ।

গিরিশ : Please keep quiet। আর কখনও থিয়েটার করেছ তুমি?

বিনোদ : করেছি, সে তেমন কিছু নয়। বেঙ্গল থিয়েটারে মাঝে মাঝে দু' এক নম্বর পার্ট করি, আর গান গাই।

গিরিশ : ভয়-টয় করে না ত?

বিনোদ : ভয় করবে কেন? আমি কারও দিকে তাকাই না। হল্-এ যে কেউ বসে আছে, তাই আমার খেয়াল থাকে না।

গিরিশ : Thats very good। লেখাপড়া জান?

বিনোদ : কিছু কিছু জানি।

গিরিশ : কে আছে তোমার বিনোদ?

অমৃত : এক মা ছাড়া তিন কুলে কেউ নেই গুরু। মা রিটায়ার করেছে, তাই মেয়েকেই টায়ার লাগিয়ে পথে বেরুতে হয়েছে।

গিরিশ : একটু একটিং করে দেখাতে পার?

বিনোদিনী : [একটু চুপ করে থেকে শুরু করে] জানি, জানি, এই আপনারা মানে পুরুষ মানুষেরা সবাই সমান।একটু অভিনয় করে দেখাতে পারো? একটা গান শোনাতে পারো - বাঃ কি মিষ্টি গলা তোমার! এইভাবে মেয়ে দলে নিয়ে, রক্ষিতা করে, নষ্ট করে, বছরের পর বছর নর্দমার পাঁকে পঁচিয়ে মারেন।কিন্তূ না --না --না। বিনোদকে আর কেউ এভাবে থামাতে পারবে না; আপনাদের মতো পুরুষ মানুষদের ছোবল মারতে না পারি তো,ফোঁস করতে পারবো।-- [অমৃত কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো]---- আর আপনি অমৃতলাল বসু, আপনাকে বলছি, মেয়েদের সন্মান করতে না পারলেও কখনো আসমান করবেন না।

অমৃত : বিনি আমি আবার তোকে কখন অসম্মান করলাম?

বিনোদিনী : হাঁ, আপনি আমাকে মাল বলেছেন? বলেন নি?

অমৃত : বিশ্বাস কর বিনি, আমি তেমন কিছু ভেবে বলিনি।

বিনোদিনী : কি ভেবেছিলেন? বিনি বেশ্যার ঘরে জন্মেছে বলে --- বেশ্যা পাড়ায় জন্মেছে বলে, এই আপনা ---মানে ভদ্রলোকেরা যা খুশি তাই বলবেন? যেভাবে খুশি অপমান করবেন? কেন - কেন? ও পাড়ায় জন্মের জন্য কি আমি দায়ী? ও পাড়ায় জন্মেছি বলেছি কি কারো ভালোবাসা পেতে নেই? কাউকে ভালোবাসতে নেই? আর পাঁচজনের মতো আমরা ভালোবাসতে পারি না? কেন--কেন এমন হবে? **[কান্নায় ভেঙে পরে]**

[অমৃত মাথা নত করে দাঁড়িয়ে থাকে]

গিরিশ : [রেগে] এ কাকে নিয়ে এসেছো?

অমৃত : আমি ঠিক বুঝতে পারি নি।

বিনোদিনী : [হাত জোর করে গিরিশের সামনে দাঁড়ায়] আমি পারবো না মাস্টার মশাই?

গিরিশ : আরে? মানে তুমি এতক্ষন অভিনয় ------

বিনোদিনী : অভিনয় করে দেখাচ্ছিলাম। মানে যা মনে এসেছে তাই একটু অভিনয় করে দেখলাম।আপনি কিছু মনে করবেন না, মাস্টারমশাই।

গিরিশ : Excellent ! অসাধারণ !

বিনোদিনী : আমার বড্ড স্বাদ আমি, বড়ো অভিনেত্রী হবো। আমার মন বলছে আপনার হাতে পড়লেই আমার সেই স্বপ্ন সফল হবে।

অমৃত : তুই শুধু অভিনয় করিসনি বিনি, তুই আমাকেও শিখিয়েছিস। এই কান মলছি --- আর কখনও মেয়েদের 'মাল ' বলবো না।

গিরিশ : বেশ হয়েছে। এই শোনো -- কি যেন নাম বললে তোমার? বিনোদিনী, তাই না? তুমি একটি গান শোনাতে পারো? একখানা গান গাও দেখি।

অমৃত : গলাটা ঝেড়ে সামনে দাঁড়িয়ে। ধর্---গান ধর্। **[সুর করে]** "জাংলা পাখী পোষ মানে না, জাংলা পোষা দায়। আমি দেখি বেগুনী কদ্দুর হল। **[প্রস্থান]**

বিনোদিনী : ও সব গান গাইতে ভালবাসিনা বলেই ত থিয়েটার আসতে চাই।

গিরিশ : ওর কথায় কান দিও না। তোমার যা ভাললাগে তাই গাও।

বিনোদ : ও কাণ্ডয়ারি গো, আমায় কর পার,
কূলে একা বসে আছি, জগৎ অন্ধকার!
নাই পুঁজি মোর পারের কড়ি গো,
লাজে ভয়ে তাইত মরিগো,
নাইক তরী, নাইক কড়ি, জানিনে সাঁতার!
[ওই] হাঙ্গর কুমীর দিচ্ছে হানা গো,
মানছে না মোর পরাণ মানা গো,
আখের ভেবে দু'নয়নে নামছে আঁখিধার। **[কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে,গিরিশের চরণে পতিত হয়]**

গিরিশ : ওঠ বিনোদ।

বিনোদ : আমাকে থিয়েটারে আশ্রয় দিন। এ জীবন আর আমি বইতে পাচ্ছি না। আমি কিছুই জানি না। আপনি পাখী পড়া করে আমায় গড়ে তুলুন। আপনি যা বলবেন, আমি তাই শুনব।

গিরিশ : যা বলব, তাই শুনবে? বেশ, আমার যতটুকু বিদ্যে আছে, সব উজার করে তোমায় দেব। দেখি তুমি কত শিখতে পার। আজ সন্ধ্যেবেলা আমাদের থিয়েটারে যেও।

বিনোদ : আপনি আমায় বাচালেন। আমি অকৃতজ্ঞ নই, এ উপকার আমি ভুলব না। আপনার থিয়েটারের জন্যে আমার জীবন পণ রইল। **[প্রণাম করিয়া প্রস্থান]**

গিরিশ : কে জানে? এই মেয়েটার জন্যেই হয়ত একদিন থিয়েটারের মুখোজ্জ্বল হবে। কিন্তু মাথাটা যে সত্যি সত্যি বড্ড ধরে গেল। রামকেষ্ট ঠাকুর শাপ দিলে না কি?

STAGE DARK

পঞ্চম দৃশ্য

[বিনোদিনীর বসার ঘর কিছু আসবাবপত্র। আমোদিনী ঘর ঝাড় দিচ্ছে, রাঙ্গাবাবুর প্রবেশ]

রাঙাবাবু : দেখ মাসি, কাগজে তোমার মেয়ের কি প্রশংসা বেরিয়েছে। এমন অভিনেত্রী না কি বাংলার রঙ্গমঞ্চে আর নেই। কাগজওয়ালারা তাকে উপাধি দিয়েছে নটিকুলসম্রাজ্ঞী। ন্যাশনাল থিয়েটারের এবার জয়-জয়কার।

আমোদিনী : খ্যাংরা মার থিয়েটারের মুখে! খুলের সামিগ্রী! ওই মুখেই যত বারফাটটাই। সামিগ্রীর মাইনে কত জান? পঁচিশ টাকা। তুমিই বল ত বাছা, এতে দুটো প্রাণীর চলে?

রাঙাবাবু : খুঁড়িয়ে চলে।

আমোদিনী : তবু কি হুঁশ আছে? থিয়েটার থিয়েটার করেই পাগল হয়ে গেল। রেতের বেলা ত টিকি দেখবার জো নেই দিনের বেলাও মহল্লা দিচ্ছে ত দিচ্ছেই। এত পরিশ্রমের না কি এই দাম? মুখপোড়াদের কি একটু আক্কেল নেই গা? আমি হলে পেরতাপ জহুরীর মুখে ঝ্যাঁটা মেরে চলে আসতুম। [রাঙাবাবুকে তাক করিল]

রাঙাবাবু : আমি পেরতাপ জহুরী নই মাসি। থিয়েটার করতে না কি তুমিই বলেছিলে?

আমোদিনী : যখন বলেছিলুম, তখন বলেছিলুম। আমি কি জানি থিয়েটার এমন চিজ! দু বছর ত মুখে রক্ত তুলে দেখলি। এবার ওদের মুখে ঝামা ঘষে বেরিয়ে আয়। বলি, রূপযৌবন কি তোর চিরদিন থাকবে?

রাঙাবাবু : তাই কি থাকে?

আমোদিনী : তবে তুই সময় থাকতে গুছিয়ে নিচ্ছিস না কেন হতভাগা মেয়ে? অসময়ে তোর কোন্ কুটুম তোকে দেখবে।

রাঙাবাবু : কেউ দেখবে না।

আমোদিনী : কত কাপ্তেন এল আর গেল, কাউকে তোর পছন্দ হল না? থিয়েটার তোর স্বগ্গে বাতি দেবে?

রাঙাবাবু : ছাই দেবে।

আমোদিনী : তুমি একটু বুঝিয়ে বল না।

রাঙাবাবু : আমি বললে কি শুনবে?

আমোদিনী : ওর বাবা শুনবে। ছেলেবেলয় ত দেখেছি, পাড়ায় কারও কথা শুনত না, কিন্তু তুমি বললে এক পায়ে খাড়া। তুমিও হঠাৎ দেশে চলে গেলে, আর ওরও কপালে আগুন লাগল। চাকরি কচ্ছ বুঝি?

রাঙাবাবু : না মাসি। মামা মারা গেছেন, তাঁর জমিদারির এখন আমিই মালিক।

আমোদিনী : জমিদারি পেয়েছ? বেশ বেশ। সবই বরাত বাবা। ছোটখোটো জমিদারি বুঝি?

রাঙাবাবু : খুব ছোট নয়, বছরে পাঁচ লাখ টাকা আয়।

আমোদিনী : পাঁচ লাখ! ভাই-টাই ত তোমার নেই।

রাঙাবাবু : না, আমি একা।

আমোদিনী : বরাত রাঙাবাবু, সবই বরাত। বিনিকে তুমি কি চোখে দেখেছিলে, আমি তা জানি। তোমরা বাবা বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করে তোমায় নিয়ে যেতে পাঠালে। তুমি বিনিকে বিয়ে করার জন্যে ঝুলে পডলে। পাজী মেয়ে জোর করে তোমায় দেশে পাঠিয়ে দিলে। নইলে আজ---আজ যার ভাত কাক-চিলে খাবে, তার মাইনে কিনা পঁচিশ টাকা! নিজের ভাল যে বোঝে না, তার ভাল কি কেউ করতে পারে? সবই বরাত রাঙ্গাবাবু। ওই তোমাদের কুলের সামিগ্রী এল।

[বিনোদিনীর প্রবেশ]

বিনোদ : কে এসেছে মা? একি, রাঙাবাবু, তুমি! কতক্ষণ এসেছ?

রাঙাবাবু : অনেকক্ষণ।

আমোদিনী : এক ঘণ্টা ধরে বসে আছে। জোর করে বসিয়ে রেখেছি। তোর কি ফেরবার সময় হয়? থিয়েটারের রাজকাজ আর ফুরোয় না। ঝ্যাঁটা মারো থিয়েটারের মুখে। **[প্রস্থান]**

বিনোদ : কবে এসেছ?

রাঙাবাবু : আজ সকালেই এসেছি। গাড়ি থেকে নেমেই শুনি কাগজওয়ালারা চীৎকার কচ্ছে,---

নটিকুলসম্রাজ্ঞী বিনোদিনীর আশ্চর্য অভিনয়। একখানা কাগজ কিনে তোমার ছবি দেখলুম। আর মনে হল,---[সুরে] "প্রভাতেমুখ হেরিনু, দিন যাবে আজি ভালো।"

বিনোদ : সঙ্গে সঙ্গে নটিকুলসম্রাজ্ঞীকে সশরীরে দেখতে চলে এলে। তোমার রাগ হচ্ছে না?

রাঙাবাবু : না বিনোদ। ছবি দেখে একটু দুঃখ হয়েছিল। তোমাকে সশরীরে দেখে তাও জল হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে, তুমি যেন যোগাসন থেকে উঠে এলে আমায় দর্শন দিতে।

চরণে তোমার কিঙ্কিনীসম সাধ হয় মোর বাজিতে,
অঞ্জলি দিতে প্রাণ উচাটন, নাহি ফুল মোর সাজিতে।

বিনোদ : চুপ কর রাঙাবাবু। তোমার কথায় বড্ড জাদু, কণ্ঠস্বরে বড্ড মায়া। তুমি কখনও জোর করে কিছু নাও নি, না পেয়েও হাসি মুখে ফিরে গেছ, আর আমার চোখে শ্রাবণের ধারা বয়ে গেছে।

রাঙাবাবু : বিনোদ!

বিনোদ : বেশ সুখে আছ ত?

রাঙাবাবু : খুব সুখে আছি। মামা মারা গেছেন। আমিই তাঁর সম্পত্তির মালিক। অর্থ, মান, যশ, কিছুরই অভাব নেই। বিয়ে করেছি।

বিনোদ : বউ কেমন?

রাঙাবাবু : রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী। কটি ছেলে হয়েছে, দেখলে চোখ জুডিয়ে যায়।

বিনোদ : আমাকে যদি বিয়ে করতে, এসব কিছুই তুমি পেতে না।

রাঙাবাবু : কিছুই ত আমি চাই নি, শুধু তোমাকেই চেয়েছিলাম।

বিনোদ : চেয়ে পাও নি কেন জান? তোমার হাতে আমাকে তুলে দিয়ে আমি তোমায় নষ্ট করতে চাই নি রাঙাবাবু। যে মানুষ বটবৃক্ষের মত অসংখ্য অনাথ-আতুরকে আশ্রয় দিতে জন্মেছে, তাকে আমি স্বার্থপরের মত ছিনিয়ে নিতে চাই নি।

রাঙাবাবু : কিন্তু তুমি ত আমায় ভালবাসতে বিনোদ।

বিনোদ : ভুল বুঝেছ। ভালবাসা আমাদের থাকতে নেই। তুমি যা দেখেছ, সব অভিনয়। তোমার কথা আমার মনেও ছিল না। কুমার বাহদুরের কথা তোমার মনে আছে?

রাঙাবাবু : আছে বই কি । এও জানি সে গোপনে বিয়ে করে তোমায় প্রতারনা করেছে।

বিনোদ : এতদিন আমাকে রক্ষিতা করে রেখেছিল। আমাকে উচ্ছিষ্টের মত ফেলে দিয়েছে।

তার পরের ঘটনাও তাহলে তুমি জান? চোখের উপর এত কাণ্ড দেখেও তোমার ঘৃণা হচ্ছে না? বুঝতে পাচ্ছ না, তুমি যা ভেবেছিলে, আমি তা নই, আমি আজন্ম অভিনেত্রী?

রাঙাবাবু : অভিনেত্রীরা ত ঘৃণার পাত্রী নয়। এও এক সাধনার জগৎ বিনোদ। এই আনন্দের রাজসূয় যজ্ঞে যতটা পার তুমি ইন্ধন দিয়ে যাও, জীবন সার্থক হয়ে যাবে।

বিনোদ : আর বুঝি তা হয় না যাবে, আর এক মনিব আসবে।

বিনোদ : কে আসবে পঁচিশ হাজার টাকা জলে ফেলে দিতে?

রাঙাবাবু : আমি যদি আসি?

বিনোদ : তুমি থিয়েটার কিনে নেবে?

রাঙাবাবু : কিনবে তুমি। টাকা আমি দেব।

বিনোদ : কি স্বার্থ তোমার?

রাঙাবাবু : তোমার মুখের হাসি অক্ষুণ্ণ থাকবে, এটাই আমার স্বার্থ।

বিনোদ : তুমি যাও রাঙাবাবু, তুমি চলে যাও। যে দানের প্রতিদান দিতে পারব না, সে দান আমি নেব না। কত লোক এই মায়াপুরীতে আসে, কেউ ত তোমার মত পাগল নয়। তারা পাই পয়সা দিলে সুদে-আসলে তার প্রতিদান নেয়। তুমি পেলে না কিছু, তবু শুধু দিতেই চাও? যাও তুমি, আর এখানে এস না।

রাঙাবাবু : আসব বৈকি, তুমি না বললেও আসব।

বিনোদ : কেন আসবে? তোমার স্ত্রী আছে।

রাঙাবাবু : তাকে আমি অনাদর করি নি।

বিনোদ : তোমাকে আমি প্রত্যাখ্যান করেছি, তবু তোমার লজ্জা নেই?

রাঙাবাবু : ভালবাসায় লজ্জার স্থান নেই। আজ আমি চলে যাচ্ছি, আবার আসব।

বিনোদ : কথা শোন রাঙাবাবু, আগের মানুষ তুমি আর এখন নও। তোমার অনেক মানমর্যাদা আছে। এখানে এলে লোকে তোমার নামে কলঙ্ক দেবে।

রাঙাবাবু : "তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার গলায় পরিতে সুখে। **[প্রস্থান]**

[নেপথ্যে মোটরগাড়ির হর্ন বাজিল]

বিনোদ : ওই আবার কোন্ কাপ্তেন এল। এরা আমায় পাগল করবে।

[গুর্মুখ রায়ের প্রবেশ]

গুর্মুখ : তোম্হারি নাম বিনোদ বিবি আছে না?

বিনোদ : আজ্ঞে হ্যাঁ।

গুর্মুখ : তুমি বহুৎ আচ্ছা acting কোরতে পারে। দেখনে ভি বহুৎ খপসুরৎ আছে।

বিনোদ : শুনে খুশী হলুম, আপনি এখন আসুন।

গুর্মুখ : আরে ঠারো, ঠারো, হামি কম্সে কম্ আঠ রোজ তোম্হার ইয়ে তাজ্জব কি খেল্ দেখ্ল। সব কুছ বাৎচিৎ হামি সমঝাতে নারল। লেকিন তোমহারা গানা, movements and modulation হামাকে একদম বুদ্ধু বনা দিল। হামি খুশী হকে রসরাজকী মারফৎ তোমকো একঠো নেকলেস্ ভেজ দিয়েসে, তুমি কাঁহে হামকো বকশিস accept না করল বিনোদ বিবি?

বিনোদ : আপনারই নাম গুর্মুখ রায়?

গুর্মুখ : হাঁ--- হাঁ। হামি সমঝালো কি তুমি ও নেকলেস্ পছন্দ্ না করে। ওহিকা লিয়ে হামি একঠো জড়োয়া নেকলেস লিয়ে আসল। Come on, হামি আপনা হাতমে ইয়ে চিজ তোমকো পরাইয়ে দিবে।

বিনোদ : না রায়জি, নেকলেস্ অপছন্দ হয়েছে বলে আমি ফেরত দিই নি। আমি থিয়েটারে কাজ করে বেতন পাই। বেতনের উপর যা আয় তার নাম ঘুষ। বকশিশ্ যদি দিতে হয়, আপনি প্রতাপ জহুরীকে দিন।

গুর্মুখ : ও শালে পরতাপ জহুরীকা নাম হামহারা পাছ মৎ বলো। তুমি নটিকুলসম্রাজ্ঞী আছে, ন্যাশনাল থিয়েটারকা most attractive star আছে, আউর তোম্কো তলব পঁচিশ রুপেয়া?

বিনোদ : তা হক রায়জি, এতেই আমি খুশী।

গুর্মুখ : কেঁও? তোম্ থিয়েটার ছোড়কে হাম্কো বন যাও। হামি তোমাকে হাজারো রূপেয়া মাসোহারা দিয়ে, বাড়ী গাড়ি ভী দিবে।

বিনোদ : চাইনে আমি বাড়ী গাড়ি । আপনার হাজার টাকার চেয়ে আমার ওই পঁচিশ টাকার দাম অনেক বেশী। আপনি দয়া করে বেরিয়ে যান।

[আমোদিনীর প্রবেশ]

আমোদিনী : সর্বনাশ করলে মুখ পোড়া মেয়ে। ওরে, তুই কাকে কি বলছিস? ও কত

বড় লোক জানিস? কলকাতায় দশখানা বাড়ি ।

বিনোদ : পঞ্চাশখানা হক।

আমোদিনী : চার চারটে হাওয়া গাড়ি।

বিনোদ : বেল পাকলে কাকের কি?

আমোদিনী : পাঞ্জাবের আধখানাই ওর জমিদারি। ওর ভাত কাক-চিলে খায়।

বিনোদ : কাক-চিলকেই খেতে হবে, বিনোদিনী খাবে না।

আমোদিনী : দাও বাবা, আর দুশো টাকা বাড়ায়ে কে দাও।

গুর্মুখ : দুশো কেঁও? হামি আউর পানশ রূপেয়া দিবে।

আমোদিনী : জয় বাবা ষডানন! আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলুম! যা, আর দুঃখুধান্দা করতে হবে না। থিয়েটারের মুখে ঝ্যাঁটা মেরে এসে রানী হয়ে বসগে যা।

বিনোদ : চুপ কর মা।

আমোদিনী : কেন চুপ করব? আমার মেয়ে যখন রাজরানী, তখন আমি কার তোয়াক্কা রাখি? বসো বাবা, বসো, থোড়া মিষ্টিমুখ করকে যাও। দু'খানা লুচি ভাজকে আনতা হ্যায়।

বিনোদ : না। আপনি চলে যান রায়জি।

আমোদিনী : হাঁ ভাগবান!

গুর্মুখ : দেড় হাজার রূপেয়া না লিবে?

বিনোদ : না।

আমোদিনী : [কপালে করাঘাত] বরাত।

গুর্মুখ : কেতো রূপেয়া চাহি, বাতাও বিনোদ্ বিবি।

বিনোদ : এক পয়সাও চাই না। থিয়েটারের পঁচিশ টাকায়ই আমার চলবে। কারও কেনা বাঁদি আর আমি হব না। আমায় মাপ করুন রায়জি, দয়া করে আমায় লোভ দেখাবেন না। আমি আর আমার আগের জীবনে ফিরে যেতে পারব না। আপনি চলে যান রায়জি, আপনি চলে যান।

গুর্মুখ : নেকলেস্ ভি না লিবে?

বিনোদ : না না। কিছু না দিয়ে আমি কিছু নিই না।

গুর্মুখ : বহুত আচ্ছা বিনোদ বিবি। হামি ফিন আসবে। এক বাৎ শোনো। তোম্হাকে দিতে ভি হোবে, লিতে ভি হোবে। **[প্রস্থান]**

আমোদিনী : হারামজাদি, এত বড মানুষটাকে তোর গেরায্যি হল না? তোর কোন্ বাপ তোকে বাড়ি গাড়ি দেবে লা? কে তোকে দেড় হাজার টাকা দিয়ে রাখবে? থিয়েটারের ওই সওয়া ছ'গণ্ডা টাকায়ই জীবন কাটবে? রূপ-যৌবনে কি ভাঁটা পড়বে না? মুখের কথা বল, ভদ্রলোককে ডেকে আনি।

বিনোদ : তোমার পায়ে পড়ি মা, আমায় আর এ পথে টেনে নিও না। কুমার বাহাদুর চলে গেছে, এবার আমায় ভদ্রভাবে জীবন কাটাতে দাও। [পদধারণ]

আমোদিনী : ভদ্রভাবে জীবন কাটাবি? মা দিদিমা যে পথে চলেছে, সে পথে চলবি নে তুই? দূর দূর, বেরো তুই আমার চোখের সামনে থেকে।

[বিনোদকে পা দিয়ে ঠেলিয়া দিয়া প্রস্থান]

বিনোদ : আঃ---ভগবান্, তোমার রাজ্যে কি আমার ঠাঁই নেই? নেই? তুমি ত পতিতপাবন, মহাপঙ্ক থেকে এ পতিতাকে তুমি উদ্ধার কর ঠাকুর, উদ্ধার কর। **[প্রস্থান]**

[cyclo - **শ্রী শ্রী ঠাকুর রামকৃষ্ণ ছবি নেপথ্যে "যদা যদা হি ধর্ম স্য]**

Stage Dark

ষষ্ঠ দৃশ্য

[থিয়েটার কক্ষ, পান্না ও লক্ষ্মী বসে ঝগড়া করছে। অমৃত প্রবেশ করে]

অমৃত। আরে পান্না, তুই কতক্ষণ?

পাণ্না। সেই থেকে বসে আছি।

অমৃত। কাগজওয়ালাদের কাণ্ড দেখলি পান্না? তুই থাকতে বিনিকে করে দিলে নটিকুলসম্রাজ্ঞী, আর তোর নামটা একবার উল্লেখও করলে না?

লক্ষ্মী। আমিও দেখেছি। আর লিখবেই বা না কেন? বিনি এত ভাল অভিনয় করে।

পান্না : এই তুই থাম লক্ষ্মী, তুই অভিনয়ের কি বুঝিস। বিনি অভিনয়ের কি জানে?

অমৃত : ছাই জানে। তোর পায়ের নখের যুগ্যিও নয়। অবশ্য গান---

পান্না : কি এমন গান গায়? আমি গান গাইতে জানি না?

লক্ষ্মী। কেন বিনি খুবই ভাল গায়। তুই ত সব সময় বিনি কে হিংসে করিস।

অমৃত : না মানে তুই ও গান গাস? কিন্তু কি করবি বল। থিয়েটারে কি গুণী লোকের আদর আছে? তোর প্রশংসা না করে কাগজওয়ালারা বিনিকে মাথায় তুলে দিলে?

পান্না : আমার কান্না পাচ্ছে রসরাজ।

লক্ষ্মী। তাহলে আর কি পা ছড়িয়ে বসে কাঁদ।

অমৃত : জানিস পান্না আমারও কান্না পাচ্ছে। প্রতাপ জহুরির থিয়েটারের বারোটা বাজল, শুনেছিস্? এবার থিয়েটার তৈরি করে দেবে গুর্মুখ রায়।

পান্না : গুর্মুখ রায়টা কে? দুর্মুখ রায়ের ভাই নাকি?

অমৃত : না রে এ এক পাঞ্জাবী কাপ্তেন। গোটা পাঞ্জাবই ওর জমিদারি। লোকটার টাকা রাখবার জায়গা নেই। যে ওর নজরে পড়বে, তার বরাত খুলে গেল।

লক্ষ্মী। ভদ্রলোক তো আমাদের থিয়েটার দেখেতে এসেছিল।

অমৃত : দেখেই ত জমে গেছে। বিনির অভিনয় শুনে সে পাগল হয়ে গেছে। থিয়েটার সে তৈরি করে দেবে যদি বিনি তার হয়। তাকে সে দু'হাজার টাকা মাইনে দেবে।

পান্না : আমার চেয়ে বিনিকে তার চোখে সুন্দরী লাগলো?

অমৃত : এ নিশ্চয় ওই বেণী মিত্তিরের কারসাজি। সে-ই গুর্মুখের পাশে বসেছিল। কাগজওয়ালাদের সে-ই রিপোর্ট পাঠিয়েছে।

পান্না : ধর্মে সইবে না। আমার ভোগে যে কাঁটা দেবে, সে নির্বংশ হবে।

অমৃত : বংশ থাকলে ত নির্বংশ হবে?

পান্না : বিনিকে আমি আস্ত চিবিয়ে খাব।

অমৃত : পারবি নে ওর গুরু সহায়। যা বলি শোন্। তোর গুর্মুখকে ও ছিনিয়ে নিচ্ছে, তুই ওর রাঙাবাবুকে কব্জা করে ফেল। জানিস তো রাঙ্গাবাবু বিশাল জামিদারি পেয়েছে, বছরে আয় পাঁচ লাখ। **[বিনোদিনীর প্রবেশ]**

বিনোদ : পান্না, হার্মোনিয়ামটা একটু ধর না, গানটা তুলে নিই।

পান্না : যা যাঃ, আর গান তুলে কি হবে? তুই ত এখন আঙুল ফুলে কলাগাছ। তোকে আর এখন পায় কে?

বিনোদ : কি বলছিস পান্না? আমি তোর ছোট বোন। কাগজের কথা তুলে আমায় লজ্জা দিস নি ভাই। তোদের তুলনায় আমি কিছুই জানি না। আমার অভিনয় দেখে যদি কারও ভাল লেগে থাকে, সে কৃতিত্ব আমার নয়, গুরুদেব গিরিশ ঘোষেরমুস্তফী সাহেবের আর তোর।

পান্না : ঠাট্টা হচ্ছে! তা এখন ত ঠাট্টা করবিই। তোর এখন পায়া ভারি, কে তোকে আগলাবে? এ দেমাক থাকবে না লো, থাকবে না। এই আমি বলে দিলুম, হাঁ। **[পান্নার প্রস্থান]**

বিনোদ : কি হল আবার?

লক্ষ্মী। কি আর হবে। পান্না তোকে হিংসে করেই মরল।

অমৃত : বুঝতে পাচ্ছিস না? ওই যে খবরের কাগজে তোর সুখ্যাতি বেরিয়েছে, এ আর শয়তানীর সহ্য হচ্ছে না। নটিকুলসম্রাজ্ঞী বিনিকে বলবে না ত কি তোকে বলবে? শখটা দেখ না। হতভাগী 'বাক্স' বলতে পারে না, বলে 'বাস্ক'---তার স্থান দিতে হবে বিনির উপরে! বেশ করে দু'কথা শুনিয়ে দিয়েছি।

বিনোদ : কেন শোনালেন !? কারও মলিন মুখ আমার সয় না।

লক্ষ্মী। তোর এই ভালোমানুষই রাখতো। তোর আড়ালে ও তোকে যা খুশি তাই বলে। কি বলে জানিস বিনি, ও বলে, বিনি আবার গান শিখলে কবে? ও ত ফ্রক ছেড়েই বাবু ধরেছে।

অমৃতঃ ওর মনটা এত নিচু। কার ভালো ও দেখতে পারে না।

বিনোদ : মিছে ত বলে নি। আমার কথা নিয়ে আপনারা কোন আলোচনা করবেন না। আপনার দয়ায় আমি তীর্থস্থানে এসেছি সাধনা করতে। আমাকে নিশ্চিন্তমনে সাধনা করতে দিন।

অমৃত : সাধনায় তোর সিদ্ধিলাভ হয়েছে বিনি। গুর্মুখ রায় তোর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। পঁচিশ হাজার টাকা দিয়ে সে আমাদের থিয়েটার তৈরি করে দেবে। বিনিময়ে কি চায় জানিস?

বিনোদ : কি?

অমৃত : সে চায় তোকে।

বিনোদ : রসরাজ! **[কেঁদে ফেলে]**

অমৃত : কেঁদে ফেললি যে! আরে পোড়ারমুখী, আরও আছে সে তোকে দু'হাজার টাকা মাইনে দেবে, শাড়ি বাড়ী গাড়ি যা চাস্, তাই দেবে।

বিনোদ : আমি কিচ্ছু চাই না রসরাজ। আমি চাই শুধু থিয়েটারের সেবা করতে।

অমৃত : বিনি!

বিনোদ : আমার অতীতকে আমি মুছে ফেলতে চাই। আপনারা আমায় সাহায্য করুন রসরাজ। আপনাদের এই সাধনার পীঠস্থানে আমাকে চিরদিন এমনি করে আশ্রয় দিন। দোহাই আপনাদের, আমার অতীতের পঙ্কে আর আমায় ঠেলে দেবেন না। মানুষ যে হতে চায়, তাকে মানুষ হতে দিন রসরাজ, মানুষ হতে দিন। **[কান্নায় ভেঙ্গে পরে]**

লক্ষ্মী। চল বিনি ভেতরে চল। **[উভয়ের প্রস্থান]**

অমৃত : মানুষ হতে দেব! আমরা নিজেরাই যে মানুষের সমাজ থেকে দূরে সরে এসেছি। আমাদের সংস্রবে এসে মানুষ কি মানুষ থাকে রে পাগলি? চোখে আমারও জল আসছে, কিন্তু এ ছাড়া উপায় নেই। **[গিরিশের প্রবেশ]**

গিরিশ : এই যে রসরাজ অমৃত বোস, ওই মামা ভাগ্নে মিলে ঠাকুর, ঠাকুর, করে বেশ ভালই ব্যবসা ফেঁদেছ --- পুঁজি নেই, পাটা নেই, ধর্মের ভেক নিয়ে ধুনী জ্বালিয়ে বসেছ, আর মাথামোটা ব্যাটা-বেটীর দল খই-মুড়কির মত আঁচলা ভরে টাকা-পয়সা অঞ্জলি দিচ্ছে। দূর দূর, দেশটা ধর্ম ধর্ম করেই রসাতলে গেল।

অমৃত : গুরুদেব আপনি।

গিরিশ : কেন শিষ্য মলিনবদন?
রসের ভাণ্ডারী তুমি সদাহাস্যময়,
কৃষ্ণ মুখে শুভ্র হাসি চির বিরাজিত,
সমাদরে রসিকেরা তাই দিল
রসরাজ নাম। কেন আজি অমানিশা
নামিয়াছে মুখে?

অমৃত : হে গুরু, হে ভবের কাণ্ডারি,
তোমার আণ্ডারে এ মঞ্চ-ভাণ্ডারে
বহুদিন আণ্ডায় দিয়েছি তা,
গুরুপ্রেমে সুখ স্বপ্নে আছিনু বিভোর।
আজি কেন হেরি ভাবান্তর?
কেন এ সশঙ্ক দৃষ্টি,---মৃদু পদক্ষেপ?
সুদের লাগিয়া কাবুলিওয়ালা কিগো
ছুটিয়াছে পিছে?

গিরিশ : No my dear, a fakir is near। He is after me.

অমৃত : কিছু মনে করবেন না গুরু। আজ আপনি বড্ড টেনেছেন।

গিরিশ : কেন টেনেছি জান? গায়ে বিষ্ঠা মাখলে যমে ছোঁবে না বলে।

অমৃত : আমরা যমের অরুচি বাংলা রঙ্গমঞ্চের বাপে-তাড়ানো মায়ে-খেদানো অভিনেতা। বাড়িওয়ালা আমাদের বাড়ী ভাড়া দেয় না, দোকানদার ধার দিতে চায় না, মেয়ের বাপেরা আমাদের শ্বশুর হতে নারাজ। যম আমাদের কাছেও ঘেঁষবে না গুরু, আপনার বিষ্ঠা মাখবার দরকার নেই।

গিরিশ : এ সে যম নয় অমৃত। তার চেয়েও ভয়ানক।

অমৃত : যমের চেয়ে ভয়ানক ত পাঠশালার গুরুমশাই। আমরা তাঁকে সসম্মানে ডিঙ্গিয়ে এসেছি। আবার কে এল?

গিরিশ : রামকৃষ্ণ পরমহংসের নাম শুনেছ?

অমৃত : দক্ষিণেশ্বরের সেই পাগলঠাকুর ত?

গিরিশ : পাগল নয় হে, শ্যান-পাগল। লোকটা আমার পেছনে চিনে-জোকের মত লেগে আছেন। কলকাতায় ভক্তদের বাড়িতে তিনি মাঝে মাঝে লীলা করতে আসেন। দু'বার আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন, বুঝেছ? আমি যাই নি। সত্যি সত্যি ভীষণ মাথার যন্ত্রণা হল, তার পরের দিন অসহ্য পেট কামরানি।

অমৃত : অপরাধ নেবেন না গুরুদেব। বোতল খাওয়ার পর কি ছোট কল্কের টান মেরেছিলেন?

গিরিশ । You are a first class idot।

অমৃত First class বলবেন না। আমি সব সময় আপনার তলায়। একটু তেঁতুলগোলা জল আহার করবেন কি?

গিরিশ : আরে দূর, তুমি এখনও নাবালক। তুমি যদি রসরাজ অমৃত বোস না হতে, তাহলে আমি বলতুম,---তুমি একটি কায়েতের ঘরের গরু।

অমৃত : আজ্ঞে না, বাছুর। গুরুদেবই বাপ মা। পেছনে কি দেখছেন?

গিরিশ : পরমহংস আজ বলরাম বোসের বাড়িতে এসেছেন। আজও আমাকে খবর পাঠিয়েছিলেন দেখা করবার জন্য। ও দিকে না যেয়ে আমি সঙ্গে সঙ্গে থিয়েটারে আসব বলে বেরিয়ে পড়লুম। কে যেন আমায় পেছনের দিকে টানতে লাগল বলরাম বসুর বাড়ির দিকে। তারপর ছুটতে ছুটতে থিয়েটারের কাছে এসে পেছন ফিরে দেখি, সেই রামকৃষ্ণ। অমৃত,---সেই রামকৃষ্ণ পরমহংস আমায় নমস্কার করছেন।

অমৃত : করবেই ত। মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে ব্রহ্মা বিষু মহেশ্বরকেও দেখা যায় জুতো পালিশ কচ্ছে। বিজয়ার দিন আমার ছোট শালী আমায় পেট পুরে সিদ্ধি খাইয়েছিল। আমি খাটে শুয়ে স্পষ্ট দেখলুম, দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় নাচের মজলিসে বসে আছি, আর আমার বউ মানে আমার উর্বশী নাচছে আর খালি আমায় চোখ মারছে। জানেন ত আমি সৎ লোক?

গিরিশ : জানি।

অমৃত : উর্বশীর বেয়াদবি আমার আর সহ্য হল না। আমি তাকে টেনে শালা এক লাথি মারলুম। সঙ্গে সঙ্গে আমার উর্বশী মানে পাশে যিনি শুয়ে ছিলেন, খাট থেকে মাটিতে পড়ে চেঁচিয়ে উঠল,---"ড্যাকরা, তোমার মরণ হয় না?

গিরিশ : হুঁ। গুর্মুখ রায় আর কিছু বলেছে?

অমৃত : বলেছে---"হাঁ, থিয়েটার হামি তৈয়ার করিয়া দিবে,---লেকিন বিনোদ বিবিকো হামি জরুর চাহি বাবুজি।"

গিরিশ : সে-কথা আমাদের বলছে কেন? Let him go to বিনোদ।

অমৃত : গিয়েছিল গুরু। বিনিকে সে দেড় হাজার টাকা দিতে চেয়েছিল। দু'খানা বাড়ী, একখানা গাড়িও offer করেছিল। বিনি নাকি বুড়ো আঙুল দেখিয়েছে। এর উপর রাঙাবাবু আবার এসে তার ঘাড়ে চেপে বসেছে। তাকে যদি আর কারও ঘাড়ে transfer করা যায়।

[দাশুরথির প্রবেশ]

গিরিশ : তাতে কোন ফল হবে না। বিনোদকে আমি চিনেছি। সে অভিনয়কেই সাধনা বলে গ্রহণ করেছে। কোন প্রলোভনেই সে আর দেহ বিক্রি করবে না।

দাশু : আরে রাখুন মশায়, রাখুন। বলে,

"ভিক্ষা দাও গো নগরবাসী, রাধেকৃষ্ণ বল মন,
আমি বৃদ্ধ বেশ্যা তপস্বিনী এইছি বৃন্দাবন।"

কুকুরকে রাজসিংহাসনে বসালেও সে হাড় না চিবিয়ে শান্তি পায় না।

গিরিশ : বেশ ত দাশু, তুমিই তাহলে বিনোদকে গুর্মুখের হাতে সম্প্রদান কর।

দাশু : আমি রগচটা লোক, ন্যাকামি করলে চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করে দেব। তাতে হিতে বিপরীত হবে। তার চেয়ে তুমি বল রসরাজ।

অমৃত : বলেছিলাম ভায়া, এমন বরাত নিয়ে জন্মেছি, গুরুগম্ভীর কথা বললেও লোকে মনে করে রসরাজ রহস্য কচ্ছে। বিনি বার বারই বললে,---কি আপনি রহস্য কচ্ছেন? দাশুবাবু ত একবারও বলছেন না?

গিরিশ : তাহলে তুমি বরং বিনির বাড়ি যাও।

দাশু : কি বলছেন আপনি? আমি দাশুচরণ নিয়োগী যাব ওই বেশ্যার বাড়ি?

অমৃত : চট কেন বেয়াই? বিনিকে পটাতে না পারলে থিয়েটার ডকে উঠবে জেনে রেখো।

দাশু : ওঠে উঠুক।

অমৃত : তাতে তোমারই বেশী ক্ষতি। গুরুদেব নাট্যাচার্য্য, অর্ধেন্দু মুস্তফী গোলআলু---ঝালে ঝোলে অম্বলে সমান দরকারী, অমৃত মিত্তির ডাকসাইটে অভিনেতা, আর আমি ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো। আমাদের সবারই কোথাও না কোথাও চাকরী জুটবে। কিন্তু তুমি ত জান শুধু পুচ্ছে কাঠি দিতে, তোমার চাকরী ত জুটবে না।

গিরিশ : ওসব কথা থাক। গুর্মুখ বিনোদকে না পেলে টাকা দেবে না?

দাশু : আপনাকে সে গুরুর মত ভক্তি করে, আপনি গেলে হয়ত এর একটা সুরাহা হবে।

গিরিশ : হয়ত হবে। কিন্তু আমি কোন্ প্রাণে বলব দাশু? আমি তার হাতে তুলে দিলে হয়ত সে বিষ খেতেও দবি করবে না। কিন্তু আমি তো জানি, সে তার অতীত জীবনে আর ফিরে যেতে চায় না।

অমৃত : ঠিক তাই।

গিরিশ : তার এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে কোমন করে তাকে আমি বলব গুর্মুখ রায়ের মত একটা নরদানবের অঙ্কশায়িনী হতে? তুমি যাও দাশু, আমাকে রেহাই দাও।

দাশু : আমি ও-নরকে যেতে পারব না। তাতে থিয়েটার হয় হক, না হয় না হক। আমি হচ্ছি সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে। **[প্রস্থান]**

গিরিশ : শুনলে অমৃত?

অমৃত : শুনেছি। দেশো যাই বলুক, সে ঠিক বিনির বাড়ী যাবে। কিন্তু বিনিকে বাগানো দেশোর কর্ম নয়। এ কাজ আপনাকেই করতে হবে। বাংলার রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার জন্যে আপনি ত পাপ কম করেন নি। আর একটু পাপ করলেও স্বর্গের পথ আপনার কেউ আটকাবে না। রামকেষ্ট ঠাকুর যখন আপনার পিছু নিয়েছে, তখন আপনাকে সে উদ্ধার না করে ছাড়বে না। **[প্রস্থান]**

গিরিশ : গিরিশ ঘোষকে উদ্ধার করবে রামকেষ্ট ঠাকুর? জগাই মাধাইকে উদ্ধার করেছিল নিত্যানন্দ। গিরিশ ঘোষকে উদ্ধার করতে হলে স্বয়ং নারায়ণকে নেমে আসতে হবে এইখানে, এই সমাজের অবহেলিত বাংলার রঙ্গালয়ে। সাত মণ তেলও পুড়বে না, রাধাও নাচবে না।

গিরিশ : তুমি ভেবেছ পরমহংস, তুমি তু করে ডাকবে, আর আমি কুকুরের মত গিয়ে তোমার পদলেহন করব? No, no, গিরিশ ঘোষ থিয়েটারের সাধনা করে নরকে যাবে তোমাকে তার দরকার নেই। **[প্রস্থানোদ্যোগ সম্মুখে দেখেন স্মিতহাস্যে শ্রীরামকৃষ্ণ দাঁড়াইয়া]**

গিরিশ : কে? কে? পরমহংস? না না, আমি তোমাকে চাই না। **[মুখ ফিরাইলেন]** এ কি! এখানেও তুমি! কেন টানছ আমাকে? ওগো, আমি যে রঙ্গালয়ের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছি। সাধু সন্ন্যাসী আমি হব না। আমি পালাই। **[অন্যপথে পালাবার উদ্যোগ]** এও ত সেই মূর্তি। এ কি হল! আমি কি পাগল হয়ে গেলাম? হা রাম, হা কৃষ্ণ!

[গিরিশের পতন ও রামকৃষ্ণের অন্তর্ধাণ]

রামকৃষ্ণ জয় মা, জয় মা! কে গো? গিরিশ নাকি? মাটিতে কেনে? উঠে বস না। **[স্পর্শ করিলেন]।**

গিরিশ : একি! আমার সর্বাঙ্গে এমন বিদ্যুৎ-প্রবাহ ছুটছে কেন? কে আমায় স্পর্শ করলে? কে তুমি?

[রামকৃষ্ণ হাসিলেন, গিরিশ সামনে হাত জোড় কোরে দাঁড়ায়]

গিরিশ : তুমিই কি যমুনার কূলে
কদম্বের শাখে বসি বাজাতে বাঁশরী?

তুমিই কি পিতৃসত্য পালিবারে
চতুর্দশ বর্ষ লাগি গিয়াছিলে বনে? **[হৃদয়ের প্রবেশ]**
যার হরিগুণ গানে
শান্তিপুর ডুবু-ডুবু নদে ভেসে যায়,
স্পর্শ করি যে পরশমণি
ধন্য হল জগাই মাধাই,
তুমি কি সে যোগীর ধ্যানের ধন
পতিতপাবন? **[পায়ের দিকে আগাইয়া গেলেন]**

হৃদয় : পায়ে হাত দিও না বলছি। তোমার মত লোক দেবতাকে স্পর্শ যোগ্য নও

গিরিশ : Indeed! কিন্তু শাস্ত্র পুরাণ যে অন্য কথা বলে।

"আমি শুনেছি তৃষাহারি,
তুমি এনে দাও প্রেম-অমৃত-বারি।
তুমি আপন হইতে হও আপনার
যার কেহ নাই তুমি আছ তার
ব্যাথা বাজে প্রভু মরমে।
কেন বঞ্চিত হব তব চরণে?"

রামকৃষ্ণ : ঠিক ঠিক। তুমি আপন হইতে হও আপনার, যার কেহ নাই তুমি আছ তার। আপন জনটি কাছে-কাছেই আছে গো। তাকে চিনে নেওয়া চাই। গুরু না হলে চেনাবে কে? ধ্রুবকে যখন নারদ এসে মন্ত্র দিলে, তখনই সে চিনলে কে পদ্মপলাশলোচন হরি।

গিরিশ : গুরু কাকে বলে?

রামকৃষ্ণ : ঘটক গো, ঘটক ভক্তের সঙ্গে ভগবানের মিলন ঘটিয়ে দেয়। তোমার ত গুরু হয়ে গেছে।

গিরিশ : হয়ে গেছে! কই, আমি ত চাই নি।

রামকৃষ্ণ : তবে ব্যাকুল হয়ে কে তাকে খুঁজেছিল?

গিরিশ : আমি খুঁজেছিলাম? কই, কখন?

রামকৃষ্ণ : যখন গান বেঁধেছিলে।

গিরিশ : কি গান?

রামকৃষ্ণ : কি গানটা রে রাখালে?

হৃদয় : [গীত]

"জুড়াইতে চাই, কোথায় জুড়াই,
কোথা হতে আসি, কোথা ভেসে যাই?
ফিরে ফিরে আসি, কত কাঁদি হাসি,

কোথা যাই, সদা ভাবি গো তাই।
কে খেলায়, আমখেলি বা কেন?
জাগিয়া ঘুমাই কুহকে যেন,
এ কেমন ঘোর? হবে না কি ভোর?
অধীর অধীর যেমতি সমীর,
অবিরাম-গতি নিয়ত ধাই।"

গিরিশ : এ কি! এ যে আমারই গান---এখনও ত খাতায় বন্দী হয়ে আছে। আপনি জানলেন কি করে?

রামকৃষ্ণ : মৃগনাভির গন্ধ কি লুকানো যায় গো? বেশ লিখেছ। খুব লিখে যাও লোকের উৎগার হবে। সবাই বলে, তুমি খুব ভালো অ্যাক্ট কর। কর কর, চুটিয়ে থিয়াটার কর।

গিরিশ : থিয়েটার করতে বলছেন আপনি?

রামকৃষ্ণ : হ্যাঁ গো। এও ত সাধনা। থিটার যাত্রায় লোকশিক্ষা হয়। এ ফ্যালনা জিনিস নয়।

গিরিশ : থিয়েটার করতে গিয়ে কত পাপ আমরা করি জানেন?

রামকৃষ্ণ : কি যেন কথাটা রে হৃদয়? "একবার রামনামে---?"

হৃদয় : "একবার রামনামে যত পাপ হরে,
মানুষের সাধ্য নেই তত পাপ করে।"

রামকৃষ্ণ : সব সময়ে বুড়ি ছুঁয়ে থাকবি, বুঝেছিস? গায়ে হলুদ মেখে নদীতে ডুব দিলে কুমীরে ধরবে নি। থিয়েটার ত তোর সাধনপীঠ পরমপুরুষকে উচ্ছুগ্য করে দে।

গিরিশ : কাকে উৎসর্গ করবে? আমি ঠাকুর-দেবতা মানি না।

রামকৃষ্ণ : আকাশের ঠাকুরকে নেই-বা মানলি। মানুষ-ঠাকুরকে চেপে ধর। কি রে? বড় ভাবনায় পড়েছিস, না? মনে যা ভাবছিস, করে ফেল, কর্মফল তাকে সঁপে দে, কোন পাপ তোর হবে নি।

গিরিশ : আমার ভাবনার কথা তুমি কি করে জানলে?

রামকৃষ্ণ : কেনে জানবো নি? ওই যে তখন কি বলে আছাড় খেয়ে পড়েছিলি---

গিরিশ : কখন? কোথায়? ও, হ্যাঁ হ্যাঁ। মুখ থেকে আমার বেরিয়ে এসেছিল,'হা রাম, হা কৃষ্ণ।'

রামকৃষ্ণ : মিশিয়ে নে---চালে ডালে মিশিয়ে নে তোফা খিচুরি হবে। তোর জেবের মধ্যে ও কি র‍্যা? মদের বোতল না কি?

হৃদয় : ছি ছি ছি, আপনি মদের বোতল নিয়ে ঠকুরের কাছে এসেছেন?

রামকৃষ্ণ : খা না, বের করে খা।

গিরিশ : খাব না ত কি? কাকে ভয় করি? **[বোতল বাহির করিয়া খুলিলেন]** একি! এর মধ্যে তুমি! Never mind, আমি তোমায় আস্ত গিলে খাব। **[মদ্যপান]** এ কি মদ! উপরে বিয়ারের ছাপ, আর ভেতরে অমৃত! যাকে আস্ত গিলে খেলুম, সেই মানুষ সামনে দাঁড়িয়ে হাসছে!

রামকৃষ্ণ : জয় মা, জয় মা। **[হাততালি দিয়া নাচিতে লাগিল]**

গিরিশ : ব্যাপারটা কি? চালে ডালে মিশিয়ে নেব? তার মানে?

হৃদয় : বুঝতে পারলেন না? রাম আর কৃষ্ণ যোগ করে নিন। তাঁরই নামে আপনার সাধনপীকে উৎসর্গ করুন। বুড়ি ছুঁয়ে থাকলে কোন পাপ আপনাকে স্পর্শ করবে না। ধন্য আপনি, ধন্য আপনার সাধনা। **[হৃদয়-প্রস্থান]**

গিরিশ : কত কথা বলতে এলাম, কিছুই ত বলা হল না। উল্টে আমাকে গুরু ভজিয়ে দিয়ে গেল? এ ব্যাটা বুজরুক, এমনি করেই নরেন দত্তের মাথা খেয়েছে। কিন্তু মাথাটা আমার নুয়ে আসছে কেন? **[ভুলুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম]**

[রামকৃষ্ণ দাঁড়িয়ে সমাধিস্থ হইলেন। Cyclo তে **আলো ঘুরছে]**

[নেপথ্যে ধ্বনিত হইল -"মন্মনা ভব মদ্ভক্তঃ মৎ-যাজী মাং নমস্কুরু ।']

গিরিশ : ঘোরে বিশ্ব মস্তিস্কে আমার,
পদতলে ধরিত্রী করিছে টলমল।
কে তুমি আড়ালে বসি হাসিছ কৌতুকে?
আমি অভাজন,
আজীবন করিয়াছি পাপ
স্পর্শে মোর বাষ্প হয়ে উড়ে যাবে
সুরধুনী জল। মোর পাশে আসিও না
হে মহামানব! সরে যাও, সরে যাও।
হয়ত বা তুমি ভগবান,
জীবের মঙ্গল তরে ধরিয়াছ দেহ।
যত পার, কর তুমি জীবের মঙ্গল।
আমি সৃষ্টিছাড়া,
বিধি বিষ্ণুশঙ্করের সাধ্য নাই,
সাধ্য নাই কল্যাণ করিতে মোর।

STAGE DARK

সপ্তম দৃশ্য

[বিনোদিনীর বাড়ির বসার ঘর, বিনি বসে সেলাই করছে, আর গানের সুর ভাজছে, নেপথ্যে রাঙ্গাবাবুর গলা]

রাঙাবাবু : "এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ, তবু রঙ্গে ভরা।"

বিনোদ : কে, রাঙাবাবু? আবার তুমি এসেছ? বার বার বলি, তুমি কলকাতা ছেড়ে দেশে চলে যাও। এ ভাল জায়গা নয়। কথা শুনছ না কেন? কি ভাবছ তুমি?

রাঙাবাবু : ভাবছি, তুমি কী নিষ্ঠুর! কিছুই ত দাও নি। মাঝে মাঝে একবার দেখতে আসি, তাও তুমি দেবে না?

বিনোদ : না গো, না। দেখছ ত আমার কাছে কত লোক আসে।

রাঙাবাবু : আসুক

বিনোদ : তোমার লজ্জা-ঘৃণা নেই, বুঝতে পাচ্ছি। বলি, হিংসেও কি হয় না?

রাঙাবাবু : আজ্ঞে না।

বিনোদ : ভয়-ড়র ত আছে?

রাঙাবাবু : ভালবাসা ভয়-ড়র মানে না।

বিনোদ : গুর্মুখ রায়ের নাম শুনেছ? সে এক ধনকুবের। প্রতাপ জহুরীর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক শেষ হয়ে এসেছে। গুর্মুখ রায় আমাদের একটি থিয়েটার করে দিচ্ছে। পঁচিশ ত্রিশ হাজার টাকা যা লাগে, সে দেবে।

রাঙাবাবু : আনন্দের কথা।

বিনোদ : কিন্তু তার বিনিময়ে সে কি চায় জান?

রাঙাবাবু : তোমাকে।

বিনোদ : সব শুনেছ? সে আমাকে দু'হাজার টাকা মাইনে দেবে।

রাঙাবাবু : বহুত আচ্ছা।

বিনোদ : সবাই আমার সম্মতির অপেক্ষা কচ্ছে। কি বল, রাজী হব?

রাঙাবাবু : নইলে ত তোমাদের থিয়েটার হবে না। থিয়েটার না হলে গিরিশ ঘোষেরও হয়ত চলবে, কিন্তু বিনোদিনী দাসী বাঁচবে না।

বিনোদ : তাই বলে গুর্মুখ রায়ের তাতে ধরা দেব?

রাঙাবাবু : আমার টাকা যখন নেবে না, তখন গুর্মুখ হোক আর দুর্মুখ হোক, ঝুলে পড়।

বিনোদ : তুমি কি পাথরের দেবতা?

রাঙাবাবু : দেবতা আমি নই বিনোদ। পাথরও আমি নই। দুঃখে আমারও চোখে জল আসে, হিংসায় আমারও বুকটা জ্বলে যায়। এ সবই তুমি জান। কিন্তু যে কথাটা তুমি জেনেও জানতে চাও নি,

সে কথাটা এই যে আমি তোমায় ভালবাসি। এ রূপের মোহ নয়। এ শুধুই ভালবাসা। তুমি না চাইলেও আমি তোমায় ভালবেসে যাব । **[প্রস্থান]**

বিনোদ : নীচ বারাঙ্গনা আমি, আমাকে নিয়ে এ কি খেলা তোমার ঠাকুর? বিবেকের জ্বালায় জ্বলে মরছি। **[নেপথ্যে দাশু গলা খাঁকারি দিল]**

বিনোদ : কে? **[দাশুর প্রবেশ]**

বিনোদ : দাশুবাবু, আপনি এখানে?

দাশু : কি আর করব বল। তোমার কাছে শেষকালে আমাকেই আসতে হল বিনোদ।

বিনোদ : সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পদধূলিতে আমার ঘর পবিত্র হল। বসুন।

দাশু : বসার দরকার নেই, আর সে সময়ও আমার নেই।

বিনোদ : সময় থাকলেও প্রবৃত্তি নেই।

দাশু : বোঝই ত সব। আমি একজন সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে।

বিনোদ : বটেই ত। আমাদের ঘরে কি আপনার মত লোক বসতে পারেন? আপনার এখানে আসাই উচিত হয় নি।

দাশু : সে কি আর বুঝি নে? কিন্তু না এসে করব কি? কেউ আসতে রাজী হল না। অগত্যা আমাকেই তেতো ওষুধ গিলতে হল। রাস্তায় যা রোদ, এইটুকু আসতে তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে।

বিনোদ : জল ত আপনি এখানে খাবেন না। বরফ আনিয়ে দেব?

দাশু : কিছু দরকার নেই। কতক্ষণের বা মামলা? এখনি গিয়ে পানের দোকান থেকে ডাব খেলেই চলবে।

বিনোদ : পানওয়ালী বামুনের মেয়ে কি না, জিজ্ঞেস করে নেবেন দাশুবাবু। আচ্ছা, আপনি যে এখানে এলেন, কেউ টের পায় নি ত?

দাশু : পেলেই বা করা যায় কি? না এসে উপায় ছিল না। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সব কাজেই এই দাশু নিয়োগী। বার বার বললুম,---ও নরকে আমি যেতে পারব না। তবু সবাই ধরে-বেঁধে আমায় পাঠিয়ে দিলে। আমি ছাড়া না কি কারও কথাই তুমি শুনবে না।

বিনোদ : কি কথা দাশুবাবু?

দাশু : ওই সেই গুর্মুখ রায়ের কথা। আমরা তাকে বলেছি,---বিনোদ আপনার কাছে দেড় হাজার টাকা পাক, কি চার হাজার পাক, আমরা তা দেখতে যাব না আমরা তাকে বরাবর মাইনে দিয়ে যাব। লোকটা কাল থেকে কাজে লেগে যেতে চায়। জমিও আমরা দেখেছি। শুধু তোমার জবাবের অপেক্ষা। তাহলে গুর্মুখকে বলে দিই যে তুমি রাজী আছ?

বিনোদ : না।

দাশু : না মানে? দেড় হাজার টাকা উপরি-পাওনা তোমার গায়ে লাগছে না? দেখ, তুমি মনে করো না যে থিয়েটার নিয়ে মহাবিপদে পড়ে আমরা তোমার মত একটা মেয়ের শরণ নিয়েছি। তোমার দু'পয়সা উপার্জন হক---এই আমরা চাই।

বিনোদ : আমি তা চাই না।

দাশু : তোমার এই অকাল-বৈরাগ্য সাময়িক, বিনোদিনী। বৈরাগ্য যখন থাকবে না, তখন পস্তাতে হবে।

বিনোদ : তখন আপনাকে জানব।

দাশু : গুর্মুখ তখন আর থাকবে না।

বিনোদ : এই ত আমাদের জীবন দাশুবাবু। চিরদিনই আমরা আলেয়ার পেছনে ছুটেছি, আসল বস্তু কোনদিন মুঠোর মধ্যে পাই নি। এই মিথ্যে ছোটাছুটির এইখানেই শেষ হক। থিয়েটারকে আমি আমার সাধনপীঠ বলে গ্রহণ করেছি। এখানে অর্থ নেই, কিন্তু তৃপ্তি আছে, নিরাপদ আশ্রয় আছে। আমায় লোভ দেখাবেন না। আমার গত জীবনকে আমায় মুছে ফেলতে দিন। আশীর্বাদ করুন যেন অভিনয়ের সাধনায় আমার সিদ্ধিলাভ হয়।

দাশু : তা হবে বৈকি। তুমি নটিকুলসম্রাজ্ঞী,, তোমার সিদ্ধিলাভ হবে না ত হবে কার? তোমার সাধনায় স্বয়ং নটরাজ মহেশ্বর তোমার কাছে নেমে আসবেন। সেই আশায় বসে থাক। ওই রাঙাবাবুই তো মার মাথা খেয়েছে। সে চালাক ছেলে তোমাকে নিয়ে খেলাবে, কিন্তু ডাঙ্গায় কখনও তুলবে না। বিনোদিনী দাসী, কোনদিন বিনোদিনী দেবী হবে না। চলি, গঙ্গাস্নানটা করে যেতে হবে কি না। **[সন্তর্পণে পা ফেলিয়া প্রস্থান]**

বিনোদ : হা ভাগবান! নিষিদ্ধ পাড়ায় জন্মেছি বলে কি এর হাত থেকে আমার নিস্তার নেই! তুমি তো ভাল জানো যে আমার জন্মের জন্য আমি দায়ী নই। আমাকে কি সারা জীবন এই কলঙ্কের বোঝা নিয়ে বেড়াতে হবে?

[গিরিশের প্রবেশ]

গিরিশ : বিনোদ,--- বিনোদ------

বিনোদ : আসুন মাষ্টার মশাই। কোথা থেকে আসছেন?

গিরিশ : নিমতলা থেকে।

বিনোদ: মড়া পোড়াতে গিয়েছিলেন

গিরিশ : নিজের মড়াই পোড়াতে গিয়েছিলাম। আগুনে ধরল না। কাল সারারাত আমি শহরময় ঘুরেছি বিনোদ, নিজের বাড়ী আর খুঁজে পাই নি।

বিনোদ : চলুন আপনাকে বাড়ীতে রেখে আসি।

গিরিশ : না, আজ তোমার বাড়ীতে আমি অতিথি, না খেয়ে যাব না।

বিনোদ : বেশ। আমি ব্যবস্থা করি গিয়ে। **[প্রস্থানোদ্যোত]**

গিরিশ : বিনোদ!

বিনোদ : বলুন।

গিরিশ : আমায় ভুল বুঝো না, আমার অপরাধ নিও না। প্রয়োজন যুক্তি মানে না। তুমি ত থিয়েটারকে ভালবাস?

বিনোদ : প্রাণের চেয়ে বেশী ভালবাসি।

গিরিশ : প্রতাপ জহুরী আর থিয়েটার চালাতে পারবে না বিনোদ। গুর্মুখ রায়---

বিনোদ : আবার গুর্মুখ রায়?

গিরিশ : আঁৎকে উঠো না। সে আমাদের নতুন থিয়েটার তৈরি করে দেবে।

বিনোদ : কিন্তু তার সর্তও ত আপনি জানেন।

গিরিশ : বলতে আমার নিজেরই ভাল লাগছে না বিনোদ। কিন্তু আর কোন ধনী লোকও এগিয়ে আসছে না। থিয়েটারের স্বার্থে---

বিনোদ : থিয়েটারের স্বার্থ ত আমাদের সবারই মাষ্টার মশাই। তার জন্যে সব ত্যাগস্বীকারের দায় কি আমারই? আপনাকে ত আমি বলেছি, আমি আর আমার আগের জীবনে ফিরে যেতে চাই না।

গিরিশ : কি করে চলবে তোমার? থিয়েটার ত আর থাকছে না বিনোদ।

বিনোদ : আমাদের শিক্ষা ত থাকবে। গান গেয়ে ভিক্ষে করব, দিনান্তে আট গণ্ডা পয়সা কি জুটবে না? দুটি ত পেট, তাতেই চলে যাবে। দয়া করে এ লোভ আর আমায় দেখাবেন না, আমি অক্ষম।

গিরিশ : বেশ, তাহলে বাংলার রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার কল্পনা এইখানেই শেষ হয়ে যাক। চাকরির উপর শুধু আমাকেই নির্ভর করতে হবে। আমি আবার পার্কার কোম্পানির দোরে ধর্না দিয়ে দেখি চল্লিশ টাকা মাইনে দিয়েও যদি ওরা রাখে।

বিনোদ : নাট্যাচার্য গিরিশ ঘোষ চল্লিশ টাকা মাইনের চাকরি ভিক্ষে করবেন?

যে জন পূজিবে ও পদযুগল, সেই সে দরিদ্র হবে?"

গিরিশ : যাই বিনোদিনী।

বিনোদ : খেয়ে যাবেন যে বললেন?

গিরিশ : সে আর একদিন হবে। কাল থেকে বাড়ী যাই নি, পথে পথে ঘুরছি। ভুল পথে এসেছি। আর ফিরতে পারব কি না জানি না।

বিনোদ : মাষ্টার মশাই!

গিরিশ : তুমি বলেছিলে,---"আমায় শিখিয়ে পড়িয়ে মানুষ করুন। আপনি যা বলবেন, আমি তাই শুনব।" আমার সব বিদ্যে তোমায় উজোড় করে দিয়েছি বিনোদিনী। তাই বলে প্রতিদান আমি চাই না। তোমার আদর্শ নিয়ে তুমি সুখী হও। **[প্রস্থানোদ্যোত]**

বিনোদ : দাঁড়ান মাষ্টার মশাই। আমি অকৃতজ্ঞ নই। থিয়েটার আমায় অর্থ দেয় নি, কিন্ত মর্যাদা দিয়েছে। দেশে আদর্শ রঙ্গালয় গড়ে উঠুক এ আমিও চাই। তাই এতবড়ো একটা মহান যজ্ঞে আমার এই তুচ্ছ জীবন আহুতি দিলাম।

গিরিশ : বিনোদ!

বিনোদ : শুধু একটা অনুরোধ। নূতন যে রঙ্গালয় গড়ে উঠবে, সেখানে অভিনেত্রীরাও যেন অভিনেতাদের সমান মর্যাদা পায়। যান-- নিশ্চিন্তে ফিরে যান আমি প্রস্তুত। গুর্মুখ রায়কে পাঠিয়ে দিন।

গিরিশ : বিনোদ! তোমার এ ত্যাগ আর কে কি চোখে দেখবে জানি না, কিন্তু গিরিশ ঘোষ এর মাহাত্ম্য কোনদিন অস্বীকার করবে না। যাও রান্না কর গে, আমি ঘুরে আসছি। **[প্রস্থান]**

বিনোদ : এ কি অভিশপ্ত জীবন ঠাকুর? ভাল হতে চাইলেও আমি ভাল হতে পারব না? কেন?

[গুর্মুখ রায়ের প্রবেশ]

গুর্মুখ : হামি ফিন আসিয়েছে বিনোদ।

বিনোদ : এস। আমি তোমার প্রস্তাবে রাজী।

গুর্মুখ : হ্যাঁ, সে আমি শুনিয়েছে।

বিনোদ : তা হলে কাল থেকেই থিয়েটারের কাজে লেগে যাও।

গুর্মুখ : কাল কেনো? আভি কাম শুরু করিয়ে দিবে।

বিনোদ : কত টাকা লাগবে জান?

গুর্মুখ : বিশ-ত্রিশ-চল্লিশ হাজার? কুছ পরোয়া নেহি। লেকিন হামার একঠো বাৎ শুনো বিনোদ বিবি। গোসসা মৎ করো, হামি ভালো কোথা বোলছে। থিয়েটার বহুৎ ঝঞ্ঝাটকা কাম। উসমে তোম্হার কি সুবিস্তা হোবে হররোজ মহলা দিতে হোবে, রাতভোর acting কোরতে হোবে, বহুৎ তখলিফ্ কা কাম।

বিনোদ : তা হক একটা ভাল stage ত হবে আমাদের। চল্লিশ হাজার টাকা লাগবে না তোমার। পঁচিশ হাজারেই হয়ে যাবে।

গুর্মুখ : রূপেয়াকা লিয়ে হামি কুছু বলছে না বিনোদ। তুমি এক দফে হাম্সে পঁচাশ হাজার রূপেয়া লে লেও আভি চেক লে লেও। [চেক বই বাহির করিল] ব্যাঙ্কমে হামি অ্যাকাউন্ট খুলিয়ে দিবে। বাড়ী গাড়ী ভি দিবে। লেকিন তোম্ থিয়েটারকা খোয়াব ছোড় দেকে একদম হামকো বন যাও।

বিনোদ : পঞ্চাশ হাজার টাকা তুমি আমায় দেবে!

গুর্মুখ : জরুর। আভি দে দেঙ্গে। **[চেক দিল]**

বিনোদ : এত টাকা দিয়ে তুমি ত স্বর্গের ঊর্বশী কিনতে পার রায়জি।

গুর্মুখ : হামারা ঊর্বশী তো বিনোদ বিবি আছে।

বিনোদ : আমাকে যদি পেতে হয়, তোমাকে থিয়েটারই করে দিতে হবে। আমি আগে থিয়েটারের অভিনেত্রী, তারপর হব তোমার ঊর্বশী। থিয়েটার যেদিন আমার থাকবে না, সেদিন বিনোদিনীও আর তোমার থাকবে না।

গুর্মুখ : পঁচাশ হাজার রূপেয়া পসন্দ না হৈ?

বিনোদ : না। **[চেক ছিঁড়িয়া ফেলিল]**

গুর্মুখ : এ কেয়া তাজ্জবকি বাৎ! শুনো পিয়ারি,---

বিনোদ : না, শুনব না। আগে থিয়েটার, তারপর অন্য কথা।

গুর্মুখ : বহুৎ আচ্ছা বিনোদ। লেকিন তুমি সমঝাতে নারলো,--- এ তেয়াগকা দাম কোই শালে না দিবে। যানে দেও। হামি থিয়েটার তৈয়ার করিয়ে দিবে। লেকিন থিয়েটারকা নাম হোবে 'বিনোদিনী থিয়েটার'।

বিনোদ : আমার নামে!

গুর্মুখ : Yes, কোই আদমিক হামি না শুনবে। হাজার হাজার আদমি থিয়েটারমে হররোজ আসবে। They will pronounce your name। একশো বরষ বাদ---যব তোম না থাকবে, হাম ভি না থাকবে, তামাম বাংলেকা লোক মালুম করবে কি বিনোদিনী একঠো মহীয়সী জেনানা থা, ওহিকা লিয়ে গুর্মুখ রায় ইয়ে থিয়েটার বনায় দিয়া। [বিনোদকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিল] বলো পিয়ারি, তোম্ খুশী হইয়েছে?

বিনোদ : খুশী হয়েছি রায়, আমি খুব খুশী হয়েছি।

গুর্মুখ : তব্ আঁখমে পানি কেনো বিনোদ বিবি?

বিনোদ : আনন্দে রায়জি, আনন্দে। আজ আমার আনন্দের সীমা নেই। উভয়ে গান গাইতে শুরু করে ----।

STAGE DARK

অষ্টম দৃশ্য

[গিরিশের বাড়ী, লক্ষ্মীর প্রবেশ।]

লক্ষ্মী : বৌদি--- বৌদি,

[সুরতের প্রবেশ]

সুরত : কিরে হতচ্ছাড়ি, চেঁচাচ্ছিস কেন?

লক্ষ্মী : বৌদি, দাদা এটা পাঠিয়ে দিয়েছেন। তোমাকে দিতে বল্লেন।

সুরত : কি এটা?

লক্ষ্মী : পোস্টার।

সুরৎ : কিসের পোষ্টার?

লক্ষ্মী : বিনোদিনী থিয়েটারের। এই দেখ।

সুরৎ : বিনোদিনী থিয়েটারের! সে আবার কোথায়?

লক্ষ্মী : বিডন স্ট্রীটে। বাড়ী হয়ে গেছে। আগামী মাসে তার শুভ উদ্বোধন। অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র ঘোষ। থিয়েটার করে দিচ্ছে গুর্মুখ রায়।

সুরৎ : প্রতাপ জহুরী মরেছে না কি?

লক্ষ্মী : মরে নি। তার ব্যবহার ভাল নয় বলে এরা তাকে ত্যাগ করে নূতন থিয়েটার খুলছে।

সুরৎ : কি নাটক দিয়ে আরম্ভ হবে?

লক্ষ্মী : দাদার লেখা দক্ষযজ্ঞ। দাদা করবে দক্ষ, আর বিনোদিনী করবে সতী।

সুরৎ : প্রথম দিনই আমরা দেখব ঠাকুরপো। টিকিটি কেটে রেখো।

লক্ষ্মী : কি ছাই বলছ তুমি! দাদাকে তুমি বারণ কর, প্রতাপ জহুরীর চাকরি যেন না ছাড়ে। সে লোকটার বিরাট কারবার। থিয়েটার উঠে গেলেও তার অফিসে চাকরি পেতে পারে। আর এ গুর্মুখ রায় হরমিলার কোম্পানির এজেন্ট মাত্র। আজ তার শখ আছে, কাল থাকবে না। তখন কি বিনোদিনী তাকে চাকরি দেবে?

সুরৎ : তুমি ভাবছ কেন ঠাকুরপো? ভক্তের বোঝা ভগবানই বইবেন।

লক্ষ্মী : ভক্তই বা কে আর ভগবানই বা কোথায়?

সুরৎ : তা বুঝি জান না? বলরাম বোসের বাড়ী ঠাকুর রামকৃষ্ণ একদিন এসেছিলেন। তোমার দাদা বেসামাল অবস্থায় তাঁকে অপমান করতে গিয়েছিল। ঠাকুর তাকে গুরু ভজিয়ে দিয়েছেন।

লক্ষ্মী : এরপর দাদা একদিন লোটা কম্বল নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে চলে যাবেন। তুমিও সঙ্গে যাবে কি না, এই বেলা ঠিক কর। দাদা যেদিন ঠাকুরভক্ত হবেন, সেদিন আকাশে সূর্য উঠবে না।

সুরৎ : সবুর কর। কিন্তু তোমার দাদা ত এখনও ফিরল না।

লক্ষ্মী : দাদার কি এখন মাথার ঠিক আছে? আমাকে পোষ্টার দিয়ে বললে,---"বাড়ী যাও, থিয়েটারের বৈঠক বসবে আমার বৈঠকখানায়। আমি গুর্মুখ রায়কে ফোন করে যাচ্ছি।"

সুরৎ : কখন বৈঠক বসবে?

লক্ষ্মী : এই সবাই এল বলে।

সুরৎ : তাহলে মুড়ি ও বেগুনি ভেজে নিয়ে আসি ।

লক্ষ্মী : বউদি তুমি এখানে থাক , মুড়ি ও বেগুনি ভেজে নিয়ে আসি।

[**প্রস্থান**]

[দাশুরথির প্রবেশ]

দাশু : এই যে বউদি। দাদা বাড়ী আছেন ত?

সুরত ; না। উনি ত গুর্মুখ রায়কে ফোন করতে গেছেন।

দাশু : আর কেউ আসে নি? রসরাজ, অমৃত মিত্তির, হরি বোস, মুস্তফী সাহেব---কাউকেই ত দেখছি না। আজ যে থিয়েটারের নামকরণ হবে।

সুরত : নামকরণ ত হয়ে গেছে। এই দেখুন পোষ্টার। [**অমৃতর প্রবেশ**]

ওই যে রসরাজ আসছেন। আপনারা বসুন, উনি এলেন বলে। আমি ভেতরে যাই। **[প্রস্থান] দাশু :** কি? বিনোদিনী থিয়েটার?

অমৃত : কি নাম বললে?

দাশু : পাপমুখে আমি আর নামটা উচ্চারণ করব না, পড়। [**পোষ্টার দিল**]

অমৃত : বিনির নামে থিয়েটার হবে! খাসা নামটি হয়েছে। মেয়েটা যেমন অপূর্ব অভিনয় করে, তেমনি নম্র---ভদ্র, মুখে রা-টি নেই। এতদিনে বিনির কাজের একটা স্বীকৃতি পেল।

দাশু: কিন্তু আমার এতে আপত্তি আছে।

অমৃত : কিন্তু গুরুদেবের সম্পূর্ণ সম্মতি আছে।

দাশু : থামুন। গুরু---গুরু। গুরু তোমার কে?

অমৃত : "আমি আর গুরুদেব যুগল ইয়ার,
বিনির বাড়ীতে যাই খাইতে বিয়ার।
বিয়ার ফুরায় তো আরও আসে বিয়ার,
তিন বোতল মেরে দিই, তবু চাগে না চিয়ার।
ঘোষজা বলেন চেয়ে মুখপানে মোর,
তুই বাপু নিজে গিয়ে খোল ব্যাক্-ডোর।"

দাশু : আসল কথা হোক। আমি বাবা সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে, একটা বেশ্যার নামে থিয়েটার কিছুতেই সমর্থন করি না। ব্যস।

[**গিরিশের প্রবেশ**]

অমৃত : এই যে গুরুদেব --- চমৎকার নামটি হয়েছে । এতদিনে আমরা বিনোদের অসামান্য প্রতিভার স্বীকৃতি দিচ্ছি।

গিরিশ : শুধু প্রতিভার নয় রসরাজ, তার অসাধারণ ত্যাগেরও স্বীকৃতি দিচ্ছি থিয়েটারের এই নামকরণ করে।

দাশু : ত্যাগই বটে।

গিরিশ : তুমি বুঝতে পারবে না দাশু, থিয়েটারের জন্যে মেয়েটা কেমন করে আত্মবলি দিয়েছে। রঙ্গালয়ের স্বার্থরক্ষার জন্যই আমিই তার বলির মন্ত্র উচ্চারণ করেছি। একদিন ভাবের আবেগে সে বলেছিল,---আমার কথার অবাধ্য সে হবে না। আমি তার সেই দুর্বল মুহূর্তের সুযোগ নিয়ে জল্লাদের মত গুরুদক্ষিণা আদায় করেছি। এ যে কত বড় ত্যাগ, আমি ছাড়া আর কেউ তা বুঝবে না।

অমৃত : তা ছাড়া পঞ্চাশ হাজার টাকার লোভ ত্যাগ করা ত সোজা কথা নয়। পাঁচ হাজার টাকা পেলে আমি আমার স্ত্রীর আবার বিয়ে দিতে রাজী আছি।

দাশু : কিন্তু এই নামকরণের কথাটা এতদিন আমরা জানতে পাই নি কেন?

গিরিশ : আমিও জেনেছি তিনদিন আগে। অনাবশ্যক বোধে তোমাদের বলি নি। কেন, তোমার আপত্তি আছে এই নামে?

[গুর্মুখের প্রবেশ]

দাশু : আমাদের সবারই আপত্তি আছে। বেশ্যার নামে যদি থিয়েটার হয়, সে থিয়েটারে আমরা যোগ দেব না।

গিরিশ : তাহলে বিনোদিনীর নামে থিয়েটার হোক, এ তুমি চাও না?

দাশু : না।

গুর্মুখ : কেঁও?

দাশু : বল না হে অমৃত।

অমৃত : দাশু নিয়োগী বলছে কোন এজমালী মেয়ের নামে থিয়েটার হলে লোকে আমাদের নিন্দে করবে।

গিরিশ : আজই কি তারা আমাদের প্রশংসা কচ্ছে? কোন বৈঠকে আমাদের ডাক পড়ে? কোন উৎসবে আমাদের নিমন্ত্রণ হয়? কোন আত্মীয় আপন বলে আমাদের পরিচয় দেয়? নিন্দার

পসরা মাথায় নিয়েই ত আমরা কাজে নেমেছি।

গুর্মুখ : জরুর।

দাশু : কিন্তু দর্শক ত চাই। বেশ্যার নামে থিয়েটার হলে কোন দর্শক আসবে না।

গিরিশ : ভাল নাটক যদি আমরা দিতে পারি, ভাল অভিনয় যদি করতে পারি, দর্শকের অভাব হবে না দাশু।

গুর্মুখ : এক মাসকো দেখনে দিজিয়ে। আপনারা ত সব কোই বোলছে কি গিরিশ বাবুকা নয়া নাটক বহুৎ আচ্ছি হ্যায়। পোশাককে লিয়ে হামি তিন হাজার রূপেয়া খরচা কোরবে, সিন-সিনারীমে যেতো রুপয়া দরকার হোয়, হামি কসুর কোরবে না। এক মাহিনা হামি বিলকুল লোকসান দেনেকো তৈয়ার আছে। Audience যব বয়কট করবে, হামি থিয়েটারকো নাম জরুর বদল করবে।

গিরিশ : এতে তোমরা রাজী আছ দাশু?

দাশু : আজ্ঞে না।

গিরিশ : অমৃত, তুমি কি বল?

অমৃত : এতগুলো লোক যখন আপত্তি কচ্ছে, তখন risk নেবার কি প্রয়োজন?

[**বিনোদিনীর প্রবেশ**]

গুর্মুখ : শুনিয়ে দাশুবাবু। থিয়েটারকা মোকাম যব তৈয়ার না করল, হামি পহেলে বিনোদ বিবিকে কহলো,---"বিনোদ বিবি, ও ঝঞ্ঝাটকা কাম করকে কুছ ফয়দা না হোবে। তুমি থিয়েটারকা খোয়াব ছোড় দেও। হামি আভি তুম্হাকে পঁচাশ হাজার রূপেয়া দে দেই, তোম্ লে লেও। গাড়ী বাড়ি ভি হামি জরুর দিবে।" বিনোদ কি জবাব দিয়েসে, শুনবে বাবুজি? লিখা চেক্ টুটা দেকে বিবি কহলো,---"হামাকে যব নিতে হোয়, থিয়েটার কোরতে হোবে। আগারি থিয়েটার, পিছারি দোসরা বাৎ।" থিয়েটার যব কোরতে হয়, উসকা নাম জরুর 'বিনোদিনী থিয়েটার' হোবে।

বিনোদ : আমার আর তাতে মত নেই। বিনোদিনী থিয়েটারে আর যেই আসুন, বিনোদিনী নিজে কখনও যোগ দেবে না।

অমৃত : কি বলছিস্ পাগলি?

বিনোদ : রহস্য করি নি রসরাজ। আমি গণিকার মেয়ে, নাচলে দোষ হয় না, গাইলে লোকে শুনবে, অভিনয় করলেকে বাহবা দেবে। তাই বলে আমার নামে থিয়েটার, আর তাতে কাজ করবেন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকেরা, ছিঃ ছিঃ এ বড় লজ্জার কথা।

দাশু : ঠিকই ত।

গিরিশ : বিনোদ!

বিনোদ : এ হয় না, মহাপাপ হবে, সমাজের মাথায় বজ্রাঘাত হবে। [**পোষ্টার ছিঁড়িয়া ফেলিল**]

অমৃত : শোন্ বিনি, শোন্।

বিনোদ : আমার কথাই শুনুন রসরাজ। বিনোদিনীকে যদি থিয়েটারের প্রয়োজন হয় তাহলে থিয়েটারের নামের মধ্যে বিনোদিনীর চিহ্নমাত্র থাকবে না। এই আমার শেষ কথা।

[**প্রস্থান**]

[**সুরত প্রবেশ করে**]

গুর্মুখ : ব্যস ব্যস। হামকো ভি শেষ কথা শুনিয়ে বাবুলোক। হামি রূপেয়া খরচা করল, নয়া থিয়েটারকো তামাম ঝুঁকি হামি নিল। হামকো পসন্দ্ মাফিক নাম না হোবে ত থিয়েটার কোঠি হামি আভি তোড় দিবে। **[প্রস্থানোদ্যোত]**

সুরৎ : তার চেয়ে আর একটা কাজ করুন রায়জি।

দাশু : বৌদি!

গিরিশ : তুমি আবার কি গোল বাধাতে এলে?

সুরৎ : কথাটা আগে শোন।

গুর্মুখ : আপ বলিয়ে, হামি শুনবে। রায়জি। ভাঙতে সবাই পারে, সব সময়ই পারে। এত পয়সা খরচ করে একটা রঙ্গালয় যখন করেছেন, ওকে বাঁচিয়ে রাখুন, আপনারও নাম হবে, এঁরাও বাঁচবেন। ।

গুর্মুখ : লেকিন নাম---

সুরৎ : নামের জন্যে এত বড় একটা রাজসূয় যজ্ঞ ভেসে যাবে? বিনোদ ত আপনাদের বড় ষ্টার?

গুর্মুখ : One of the best stars।

সুরৎ : তবে আর কি? থিয়েটারের নাম দিন 'ষ্টার থিয়েটার'।

সকলে : 'ষ্টার থিয়েটার'?

সুরৎ : আপনি ভাববেন, ষ্টার মানে বিনোদ, এঁরা জানবেন, ষ্টার মানে এঁরা।

গুর্মুখ : হাঁ--- হাঁ, ইয়ে তো আচ্ছা বাৎ আছে।

দাশু : আমাদের এ নামে আপত্তি নেই।

অমৃত : তবে ত মিটেই গেল।

গুর্মুখ : গিরিশবাবু, ফিন সাইন বোর্ড় পোষ্টার আউর হ্যান্ডবিল করিয়ে লিন। ঠিক হ্যায়, থিয়েটারকা নাম হোবে 'ষ্টার থিয়েটার'। নমস্তে ভাবিজী, নমস্তে---নমস্তে। **[প্রস্থান]**

অমৃত : বৌদি, is বেগুনি রেডী?

সুরৎ : রেডই।

অমৃত : মুরি আছে কি?

সুরৎ : আছে।

অমৃত : চল দাশু। অনেক জল ঘুলিয়েছ। আর যেন প্যাঁচ কষো না। বৌদি পরম যত্নে বেগুনি ভেজেছেন। আমরা একটু সৎ-ব্যবহার করি গে চল।

দাশু : তাই চল। সব ভাল যার, শেষ ভাল। **[উভয়ের প্রস্থান]**

গিরিশ : বাংলার রঙ্গশালাকে তুমিই আজ রক্ষা করলে সুরৎ। আমাদের অবদান অনন্ত ভবিষ্যৎ হয়ত স্বীকার করবে। কিন্তু এত বড় সঙ্কটের যে মুশকিল আসান করলে, তার নাম কেউ জানবে না।

কিন্তু এরা কী অকৃতজ্ঞ! থিয়েটারের জন্যে এত বড় ত্যাগ যার, তার জন্মের দুর্ভাগ্যটাকে কিছুতেই এরা ক্ষমা করবে না? বেইমান!

সুরৎ : কারও বেইমানিতেই বিনোদিনীর গায়ে ফোস্কা পড়বে না। তুমি যদি কোনদিন বেইমানি কর, সেদিনই ওর হবে জীবন্তে মৃত্যু। সে কথা যাক। তুমি বার বার এত পেছনে ফিরে চাইছ কেন? কেউ তাড়া করেছে বুঝি?

সুরৎ : কার কাছে যে কি দেনা আছে, সে কি কেউ বলতে পারে?

গিরিশ : তুমি যে বড় মুচকি মুচকি হাসছ? তামাশা কচ্ছ বুঝি?

সুরৎ : না না।

গিরিশ : যাও, যাও, ভেতরে যাও কে যেন আসছে।

সুরৎ : কেউ আসবে না, সদর দরোজা বন্ধ।

গিরিশ : তাতে কিছু যায় আসে না। জানালা দিয়ে ঢুকবে, ছাদ ফুঁড়ে লাফিয়ে পড়বে। নইলে বিনা টিকিটে থিয়েটারে ঢোকে কি করে? অভিনয় করতে করতে প্রেক্ষাগারের দিকে তাকালেই দেখতে পাই, সবার মাঝখানে বসে আছে।

সুরৎ : কে?

গিরিশ : রামকৃষ্ণ পরমহংস। আবার সাজঘরে এসে দেখি, সেখানেও দাঁড়িয়ে আছে সেই একই রামকৃষ্ণ।

সুরৎ : ভালই ত সব সময় গুরুদর্শন করতে করতেই একদিন হরিদর্শন করবে।

গিরিশ : গুরু! গুরু কোন্ শালা?

সুরৎ : কেন? ঠাকুর রামকৃষ্ণ যে বলেছেন তোমার গুরু হয়ে গেছে।

গিরিশ : রামকৃষ্ণ বললেই রামকৃষ্ণ আমার গুরু হয়ে গেল? আমি রামকৃষ্ণের কি ধার ধারি? বুজরুক, ভেল্কীবাজ ওই রামকৃষ্ণ। নইলে যখন তখন যেখানে সেখানে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকে? লাফ দিয়ে ট্রামে উঠে সেখানেও দেখি সামনে বসে আছে সেই রামকৃষ্ণ!

সুরৎ : শ্রীরামকৃষ্ণকে বেশ দু' শুনিয়ে দিয়ে এলে না কেন?

গিরিশ : কি তুমি বার বার শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীরামকৃষ্ণ করছ? শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের কে?

সুরৎ : আমাদের গুরু। তুমি ত আবার পোষ্টার ছাপাতে যাবে। ওই সময় এই ছবিখানা বাঁধিয়ে নিয়ে এস, আমি মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করব। জয় শ্রীরামকৃষ্ণ, জয় শ্রীরামকৃষ্ণ !

[ছবি দিয়া প্রস্থান]

গিরিশ : [ছবি খুলিয়া] ওই যা! রামকৃষ্ণের ছবি! বাঁধিয়ে এনে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করবে? আমাকে পাগল করেছে, আবার আমার বউকেও পাগল করবে! তা হবে না। আমি এ ছবি কুচি কুচি করে নর্দমায় ফেলে দেবো।

রামকৃষ্ণ : [নেপথ্যে] "কটা রামকৃষ্ণকে তুই নর্দমায় ফেলবি? আমি যে তোর অস্থিমজ্জায় বসে আছি রে।

গিরিশ : একি? ছবি কথা কয়, ছবি হাসে! Oh God! There is no way out, there is no way out। **[ছবি মাথায় ঠেকায়]**

STAGE DARK

নবম দৃশ্য

[বিনোদিনীর বাড়ী, কমণ্ডলু হাতে সদ্যস্নাতা বিনোদিনীর প্রবেশ]

বিনোদ : 'ধর ধর আমারে।
হরিপ্রেমে সঁপিয়াছি প্রাণ,
নদীয়ার কার্য সমাধান।
চল যাই, মিছে কেন কর দেরি?

রাঙাবাবু : ভবভার করিতে খণ্ডন
প্রভু তব ধরায় জনম,
তব প্রেমে ভাসিবে সংসার।
জীবকুল হইল অভয়,
জয় জয় গৌরাঙ্গের জয়,
পাপবিমোচন---
হরিসঙ্কীর্তন রটিল ভবনময়।

বিনোদ : এসো হে নিতাই, আজি আমি লইব বিদায়''

রাঙাবাবু : আমিও বিদায় নেব। চল যাই
দুইজনে পশি গিয়া নবীন জীবনে।

বিনোদ : একি! তুমি! তুমি এতক্ষণ আমার সঙ্গে অভিনয় কচ্ছিলে? আমি ত লক্ষ্য করি নি। আশ্চর্য!

রাঙাবাবু : এর চেয়েও আশ্চর্য যে তুমি গঙ্গাস্নান করে ফিরে আসতে আসতে গাড়ি চাপা পড় নি। রোজই গঙ্গাস্নান কর নাকি?

বিনোদ : না করে কি পারি? এ পাপ দেহে কি নিমাই সাজা যায় গো? যেদিন চৈতন্যলীলা খুলেছে, সেদিন থেকে রোজই গঙ্গাস্নান করি আর হবিষ্যান্ন খাই। তবু ত ভয়ে বাঁচি না। কে আমি শ্রীচৈতন্যের ভূমিকায় রূপ দিতে যাচ্ছি? মাষ্টার মশাই জোর করে নামিয়ে দিলেন।

রাঙাবাবু : ভালই করেছেন। চৈতন্যলীলা সারা বাংলায় যে ভক্তির প্লাবন এনেছে, সে শুধু গিরিশবাবুর রচনার জন্যে নয়, থিয়েটারের অসাধারণ নিষ্ঠার জন্যে, আর সবার উপরে নিমাইয়ের ভূমিকায় তোমার আত্মভোলা অভিনয়ের জন্যে। আমি দশবার দেখেছি, দশবারই পাগল হয়ে ফিরে এসেছি বিনোদ।

বিনোদ : কতটুকু আমি করতে পেরেছি রাঙাবাবু? মাষ্টার মশাই আমায় পাখীপড়া করে শিখিয়েছেন। তিনি, মুস্তফী সাহেব, রসরাজ, অর্মতবাবু, বেলবাবু সবাই তিল তিল করে দিয়ে তিলোত্তমাকে সাজাতে চেয়েছেন। আমার কিন্তু মনে হচ্ছে, কিছুই আমি নিতে পারি নি।

রাঙাবাবু : তুমি জান না, কলকাতার লোকের মুখে মুখে আজ তোমারই নাম। খবরের কাগজগুলো প্রশংসায় পঞ্চমুখ। ষ্টার থিয়েটারের জয়-জয়কার। অসংখ্য দর্শক রোজই টিকিট না পেয়ে ফিরে যাচ্ছে। দূর-দূরান্ত লোকে চৈতন্যলীলার অভিনয় দেখতে আসছে। সব তোমারই জন্যে বিনোদ।

বিনোদ : না রাঙাবাবু, এ তাঁরই অহেতুক করুণা। আমি যখন নিমাই সেজে অভিনয় করি, কোন্ অশরীরী শক্তি যেন আমার মধ্যে ভর করে। আমি ভুলে যাই যে আমি বারাঙ্গনা বিনোদিনী, ভুলে যাই যে আমি স্টেজে অভিনয় কচ্ছি।

রাঙাবাবু : তাই বলে অভিনয়ের শেষে রোজ তুমি অজ্ঞান হয়ে যাও কেন?**বিনোদ :** শেষ দৃশ্যে আমি যখন গাই, "আমি ভবে একা, দাও হে দেখা প্রাণসখা, রাখ পায়," তখন আমার মনে হয়, সত্যই একা, এত বড় জনাকীর্ণ দুনিয়ায় আমার কেউ নেই, কেউ থাকবে না।

রাঙাবাবু : কেউ যেদিন থাকবে না, সেদিন আমি থাকব বিনোদ। দুঃখ করো না। মানুষ তোমার অভিনয় প্রতিভার স্বীকৃতি দিয়েছে, দেবতাও তোমার সাধনার স্বীকৃতি দেবেন।

বিনোদ : তুমি বলছ? দেখ আজ আমার মনে কেন জানি না, আনন্দের জোয়ার বয়ে যাচ্ছে। পায়ে হেঁটে গঙ্গায় কেন যাই জান? আমার মনে হয়, আমি সংসার ছেড়ে একা একা নিরুদ্দেশের পথে চলেছি। ওই গানটি গাইতে গাইতে যাই,--- "আমি ভবে একা, দাও হে দেখা প্রাণসখা, রাখ পায়।" আমি স্পষ্ট শুনতে পাই রাঙাবাবু, পেছনে যেন কে আসছে। কে গো রাঙাবাবু? এমন দরদী বন্ধু কে আছে আমার? তুমিই কি আমার অনুসরণ কর?

রাঙাবাবু : আমি পনরো দিন পরে এই মাত্র বাড়ী থেকে আসছি।

বিনোদ : তাইত বটে। আমার খেয়ালই ছিল না। স্ত্রীর অসুখের খবর পেয়ে বাড়ী গিয়েছিলে না? কেমন আছেন তোমার স্ত্রী?

রাঙাবাবু : ভালই আছেন, তবে ইহলোকে নয়, পরলোকে।

বিনোদ : রাঙাবাবু!

রাঙাবাবু : আমাকে শেষ-দেখা দেখবে বলেই প্রাণটা ধরে রেখেছিল। আমার কোলে মাথা রেখে পরম শান্তিতে সেই যে চোখ, সে চোখ আর চাইল না। তার মুখের সে স্বর্গীয় শান্তি দেখে একটা দুর্দমনীয় বাসনা আমারও মনে জেগেছে বিনোদ। তুমি যেখানে যার কাছেই থাক, আমি যদি মরি, মরার সময় তোমার কোলে যেন মাথা রেখে মরতে পাই।

বিনোদ : ছি রাঙাবাবু, ও কথা বলতে নেই।

রাঙাবাবু : স্ত্রীর জন্যে এক ছড়া হার গড়াতে দিয়ে গিয়েছিলাম। সে ত আর পরল না। তুমি পরবে বিনোদ?

বিনোদ : তুমি ত জান, না দিয়ে আমি কিছু নিই না।

রাঙাবাবু : তবে থাক যেদিন দেবে, সেদিনই নিও। বাঙালীকে তুমি অনেক দিয়েছ। বাঙালীর হাত থেকে শুধু এই তুলসীর মালাটি নাও গোরাচাঁদ।

বিনোদ : তাই দাও। **[অঞ্জলি পাতিয়া মালা নিল এবং গলায় পরিল]** আমাকে ত তুমি স্পর্শও কর না। তবু এখানে আসা চাই? পনরো দিন আগে স্ত্রী মারা গেছে, এর মধ্যেই তাকে ভুলে গেলে রাঙাবাবু?

রাঙাবাবু : মারা সে যায় নি বিনোদ, তোমার মধ্যে আত্মগোপন করেছে। আমি তার নাম দিয়েছিলাম বিনোদিনী। বিনোদ বলে তাকে ডাকতুম, বিনোদ ভেবেই তাকে ভালবাসতুম। যাবার সময় সে বলে গেছে,---আবার তুমি বিয়ে করো।

বিনোদ : করবে না বিয়ে?

রাঙাবাবু : করব, যেদিন তোমার সময় হবে। **[প্রস্থান]**

বিনোদ : উপায় নেই বন্ধু। সব থাকতেও আমি সর্বহারা।

[সুরে] "আমি ভবে একা, দাও হে দেখা
প্রানসখা, রাখ পায় । **[গুর্মুখের প্রবেশ]**

গুর্মুখ : বহুৎ আচ্ছা, জিন্দা রহো মেরে পিয়ারি।

বিনোদ : কবে এলে?

গুর্মুখ : কাল সামকো আসিয়েছে। হামারা সরকার হামকো দেখলায় দিল---আংরেজী আউর বাংলা, সব কোই কাগজ তোম্হার ভুরি ভুরি তারিফ করল। তোম্ দেখ?

বিনোদ : না রায়। ওসব দেখবার আমার সময় নেই, সাধও নেই।

"তিরস্কার পুরস্কার কলঙ্ক সবই কণ্ঠের হার,
তথাপি এ পথে পদ করেছর্পণ,
রঙ্গভূমি ভালবাসি, হৃদে সাধ রাশি রাশি,
আশার নেশায় করি জীবন যাপন।

গুর্মুখ : দেখো বিনোদ, তোম্হারি লিয়ে দো মাহিনামে ষ্টার থিয়েটার বিশ হাজার রূপেয়া মুনাফা করল, চৈতন্যলীলা দেখনেকো ওয়াস্তে, হাজার হাজার লোক হররোজ ষ্টার থিয়েটারকে আসতে থাকল, still থিয়েটারকা নাম বিনোদিনী থিয়েটার হতে না পারল। হামি দাশুবাবুকো বরখাস্ত্ করবে।

বিনোদ : না না, কারও অভিশাপ কুড়িও না রায়জী। যে গরু দুধ দেয়, মারুক না সে লাথি।

গুর্মুখ : হামি শুনিয়েছে উ লোক হরবখৎ তোম্কো public woman বলকে indirectly হেনস্থা করে। ইয়ে বেয়াদপি হামি বরদাস্ত্ না করবে।

বিনোদ : কি করতে চাও তুমি?

গুর্মুখ : At least হামি উ লোককো আখেরি বাৎ দিবে।

বিনোদ : না, আমার কথা নিয়ে তুমি যদি কাউকে অপমান কর, তারপরে আর আমার সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্কই থাকবে না। হুঁশিয়ার। **[প্রস্থান]**

গুর্মুখ : আরে বাপ্! এ কেইসা জেনানা, হামি কুছু সমঝাতে নারল। কেতো বকশিশ দিল, বিলকুল refuse করল!

[পান্নার প্রবেশ]

পান্না : কে, রায়জি এসেছেন? ওমা, আপনাকে বাইরের ঘরে ফেলে বিনোদ হুট করে ঘরে ঢুকে গেল? ছি ছি ছি, আর কেউ হলে আর ওমুখ দেখত না।

গুর্মুখ : হাঁ। সে তুমি ঠিক বলি পান্না বিবি।

পান্না : রাগে আমার সর্বাঙ্গ জ্বলছে। আপনি অন্নদাতা মনিব, আপনাকে দু'পায়ে থেৎলে যাবে আপনারই ইয়ে?

গুর্মুখ : দেখো এ কেয়া তাজ্জবকি বাৎ।

পান্না : আপনার গোসসা হচ্ছে না?

গুর্মুখ : জরুর। লেকিন কি করবে, হামি সমঝাতে লারছে।

পান্না : কাঁহে? উসকো ছেঁড়া জুতকা মাফিক ছোড়কে বেরিয়ে আসুন। আপনি ত রাজাধিরাজ হ্যায়। ফুর্তি করতে চাতা হ্যায়,---লোকের অভাব কি হ্যাঁয়? বিনির কেতনা বয়স জানেন? ছত্রিশ বছর।

গুর্মুখ : My God!

পান্না : হাঁ করে চেয়ে রইলেন কেন? বিশ্বাস হল না বুঝি? আরে মশায়, আমি ওর নাড়ি নক্ষত্র জানি। আমার চেয়ে ও সাত বছরের বড়।

গুর্মুখ : লেকিন বিনোদ বিবি বহু খুবসুরৎ আছে।

পান্না : ঘোড়ার ডিম আছে।

গুর্মুখ : গানা ভি বহুৎ আচ্ছা।

পান্না : আমার চেয়ে যে ভাল গান করে সে তা র মায়ের গভভে আছে। ওর ত সব আমার কাছে শেখা। ওর মন কোথায় পড়ে আছে জানেন?

গুর্মুখ : থিয়েটারকা উপর।

পান্না : থিয়েটার না গুষ্টীর মাথা, ওর মাথা খেয়েছে ওই রাঙাবাবু। রাঙাবাবুর কথা শুনেছেন?

গুর্মুখ : জী হাঁ, বহুৎ শুনিয়েছে।

পান্না : ওই ছোকরা রোজ সকালে এসে বিনির সঙ্গে গালগল্প করে। এই একটু আগেই এসেছিল। আপনার সাড়া পেয়েই পালিয়ে গেল। আপনি হয় বিনিকে ছাড়ুন, না হয় রাঙাবাবুকে তাড়ান।

গুর্মুখ : কুছ দরকার নেহি পান্না বিবি। বাগিচামে গোলাপ ফুল যব ফুটবে, বহুত মুসাফির হাজারো আঁখ মেলিয়ে উস্কো রূপসুধা পিয়ে হোবে। উস্মে গোলাপকা পাপড়ি- উপরি কোই টুট না যাবে, মালিককো কুছ ক্ষেতি ভি না হোবে। বিনোদ বিবি হামকো ভি নেহি, রাঙাবাবুকো ভি নেহি, উ থিয়েটারকা চিড়িয়া, আদমি উস্কো দিলকা হদিশ না পাবে।

পান্না : তবু ওকে আঁকড়ে ধরে থাকতেই হবে? বলি, বিনি ছাড়া কি আর কেউ নেই?

গুর্মুখ : পান্না বিবি, চাতক চিড়িয়া দেখা? তিয়াসমে ও মর যায়ে গা, লেকিন 'ফটিকজল' নেই মিলনেসে তালাওকা পানি কভি পিয়েগা নেহি। **[প্রস্থান]**

পান্না : গুয়োর ব্যাটার কথা শুনলে? বিনি হল ফটিকজল, আর সবাই পুকুরের পানি! দূর ঝ্যাঁটামুখো, তোর মুয়ে আগুন।

STAGE DARK

দশম দৃশ্য

[Main Screen closed। পর্দার সামনে অভিনয়]

হকার। জোর খবর, জোর খবর। নাট্যাচার্য গিরিশ ঘোষের দক্ষযজ্ঞ, ধ্রুব চরিত্র, নল দময়ন্তি নাটকে বিনোদিনীর অতুলনীয় অভিনয়ের পর দেখুন চৈতনলীলা। সব রেকর্ড ছারিয়ে গেছে। সারা কোলকাতা আজ উপছে পড়েছে star theater-এ। আসুন---- দেখুন--- নাট্য সম্রাজ্ঞীর নুতন নাটক চৈতনলীলা । Statesman পাত্রিকায় যাকে Moon of the Star Theater বলে আখ্যা দিয়েছে। --- দেখুন চৈতনলীলা।------

অমৃত : জান দাশু, আজও অন্ততঃ হাজার দেড়েক লোক টিকেট না পেয়ে ফিরে গেছে। বইটা খুবই ভাল চলছে।

দাশু : ও আমি জানতাম।

অমৃত : দক্ষযছঞ, ধ্রুবচরিত্র, নলদময়ন্তী---গিরিশবাবুর এই তিনখানা নাটকেই খুব দর্শক আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু এই চৈতন্যলীলা সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে।

দাশু : না যাবে কেন? যেখানে যেমনটি দরকার, ঠিক তেমনটি ব্যবস্থা করেছি।

অমৃত : বিনি যা নিমাইয়ের অভিনয় করে,---অতুলনীয়।

[গিরিশের প্রবেশ]

গিরিশ : দাশু, মাধাই সাজতে পারবে?

দাশু : কেন, আজ আবার মাধাইয়ের কি হল?

গিরিশ : এইমাত্র খবর এল তার বউয়ের অসুখ।

দাশু : বউটা শালা মরেও না? রোজ অসুখ, আর রোজ ফিট হয়?

গিরিশ : সাজতে পারবে কি না বল।

দাশু : না মশাই, আমি ওসব সাজাঢালার মধ্যে নেই। আমি সাজলে ম্যানেজ করবে কে?

[হৃদয় প্রবেশ করে]

হৃদয় : ও গিরিশবাবু, শীগগির আসুন পরমহংসদেব থিয়েটার দেখতে এসেছেন।

সকলে : সে কি!

গিরিশ : ঠাকুর রামকৃষ্ণ এসেছেন এই নরকদর্শন করতে!

দাশু : থামুন না।

গিরিশ : তুমি তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে যাও হৃদয়।

হৃদয় : সে চেষ্টা অনেক করেছি, ঠাকুরকে পারলে সে বেঁধে রাখতাম। ঠাকুরের ওই এক কথা,---"গিরিশ চৈতন্যলীলা কচ্ছে, আর আমি দেখব নি?"

গিরিশ : দেখ দেখি, আমি এখন কি করি? আজ যে আমার মাধাই আসে নি।

অমৃত : তুমি উপায় করবার কে হে? নিরুপায়ের উপায় যিনি, তিনিই ত এসেছেন।

গিরিশ : ঠিক ঠিক।

"মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্
যৎ-কৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ-মাধবম্।।"

রামকৃষ্ণ : চল চল, ঠাকুরকে নামিয়ে আনবে চল।

গিরিশ : কেন? তিনি এইটুকু পথ আসতে পারবেন না?

[স্মিতহাস্যে রামকৃষ্ণের প্রবেশ]

রামকৃষ্ণ : কি গো, বলেছিলুম না, থিয়াটারে লোকশিক্ষা হয়? দেখ দেখি, কত লোক এসেছে, তোমার চৈতন্যলীলা দেখতে। ঘাটে পথে খালি চৈতন্য আর চৈতন্য।

অমৃত : দেখবেন, বিনোদ যা চৈতন্য করে---

দাশু : আঃ---

রামকৃষ্ণ : তাই ত দেখতে এলুম। দাও গিরিশ, আমাদের বসিয়ে দাও। ও হৃদে, আয় না রে।

গিরিশ : দাশু, হৃদয়কে সামনের সীটে বসিয়ে দাও।

দাশু, : আর ঠাকুর?

গিরিশ : ঠাকুরের টিকেট লাগবে।

অমৃত :এ আপনি কি বলছেন গুরুদেব?

দাশু : আপনি কি পাগল হয়েছেন?

গিরিশ : হ্যাঁ। ঠাকুরের পয়সা লাগবে।

রামকৃষ্ণ : ও হৃদে, শালা বলে কি রে? আমি সন্ন্যিসী মানুষ, পয়সা কোথায় পাব?

অমৃত : ঠাকুরকে থিয়েটার দেখতে দেবে না?

গিরিশ : নিশ্চয়ই দেব। টিকেটের পয়সা চাই।

রামকৃষ্ণ : দেখ হৃদে, গিরিশের কাণ্ড দেখ। সন্ন্যিসীর কাছে পয়সা চাইছে।

অমৃত : এই নাও কত পয়সা চাই তোমার। **[পয়সা মেলিয়া ধরিলেন]**

দাশু : ওতে না কুলোয়, আরও কিছু নিন। **[টাকা বাহির করিল]**

গিরিশ : আর কারও পয়সা নেব না। যাঁর টিকেট, তাঁকেই দাম দিতে হবে।

রামকৃষ্ণ : তবে আর কি করব? ফিরেই যাই। ও রাম, আমাকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে আয়।

গিরিশ : গেট বন্ধ হয়ে গেছে, এখন বেরুতে পারবেন না।

রামকৃষ্ণ : যেতেও দিবি নি, বসতেও দিবি নি? তবে কি বেঁধে রাখবি?

গিরিশ : হ্যাঁ, বেঁধেই রাখব।

হৃদয় : হয়েছে? বলি, আক্কেল হয়েছে তোমার?

রামকৃষ্ণ : দেখ হৃদে, গিরিশ আমায় কি রকম কচ্ছে।

হৃদয় : এত অপমান সয়েও এখনও তুমি দাঁড়িয়ে আছ?

রামকৃষ্ণ : অপমান কচ্ছে না কি? ও রাম,---গিরিশ কি আমায় অপমান কচ্ছে?

হৃদয় : বার বার তোমায় বারণ করলুম, এসব জায়গায় তুমি যেও না। কথা শুনলে আমার? তাই যদি এলে, বিনা টিকিটে বসতে চাইছ কোন বিবেচনায়? পয়সা কি আমি আনি নি ভেবেছ?

রামকৃষ্ণ : তোর কাছে আছে? তবে থিয়াটারটা দেখেই যাই।

হৃদয় : আর দেখে না। চল, ঘরের ছেলে ঘরে যাই।

গিরিশ : গেট বন্ধ।

রামকৃষ্ণ : ওই শোন। বলে,---বেঁধে রাখবে।

হৃদয় : তুমি চলে এস আমাদের সঙ্গে। দেখি কার কত হিম্মৎ।

রামকৃষ্ণ : ওসব হ্যাঙ্গামে কাজ নেই। এসেছি যখন, দেখেই যাই। তুই গেঁজেটা বার কর কত আছে দেখ। তোদের ত পয়সা নেবে না। যা আছে, আমার জন্যে দিয়ে দে।

হৃদয় : ঢের ঢের বেহায়া সন্ন্যিসী দেখেছি, তোমার মতো আর একটিও দেখি নি।

[গেঁজে বাহির করিয়া পয়সা ঢালিল]

রামকৃষ্ণ : হয়ে যাবে, হয়ে যাবে, তুই গুনে দেখ।

দাশু : গিরিশবাবু, সেকেণ্ড বেল বেজে গেছে। এখনও আপনি ঠাকুরকে দাঁড় করিয়ে রাখবেন? বলুন, আমি ওঁদের বসিয়ে দিই।

গিরিশ : না।

হৃদয় : চার চার আটআনা, আর দু আনা দশ আনা, এগারো, বারো, তেরো, চোদ্দো, পনরো, ষোলো।

রামকৃষ্ণ : ষোলো আনা হয়েছে? দে, **[ঠাকুরকে পয়সা দেয়] নে** ধর শালা, ধর, তোকে আমি ষোলো আনাই দিলুম।

গিরিশ : [**নতজানু**] তাই দাও ঠাকুর, ষোলো আনাই আমাকে দাও। আমি গুণহীন-ভক্তিহীন-চরিত্রহীন মাসাতাল, নিজের সাধনায় তোমার কাছে কোনোদিন পৌঁছুতে পারব না। তুমি নিজে আমায় টেনে নাও ঠাকুর।

রামকৃষ্ণ : গিরিশ!

গিরিশ : সভ্যসমাজের অবহেলিত, আত্মীয়বান্ধবের পরিত্যক্ত এই অভাগাদের মাঝখানে নিজের গুণে এসেছ যদি, অহেতুককৃপাসিন্ধু, বাংলার এই রঙ্গশালার প্রত্যেক ইট-কাঠ-পাথরের মধ্যে তুমি অক্ষয় হয়ে বিরাজ কর।

অমৃত: আসুন ঠাকুর, আসুন দেখে যান নিমাইয়ের অভিনয়।

দাশু : আরে ধেৎ। নিমাই, নিমাই--- আর যেন সবাই ভেরেণ্ডা ভাজতে এসেছে। হরি, ঘণ্টা দে

রামকৃষ্ণ : চল। বসি গিয়ে।

হৃদয় : পাগলের বেহদ্দ। **[রামকৃষ্ণ ও হৃদয় চেয়ারে বসে]**

[ছোট STAGE-**র পর্দা ওঠে। চৈতন্যলীলা নাটক শুরু হয়]**

মাধাই : নিমাই পণ্ডিত ক্ষেপে গিয়েছে, বাড়ীই থাকে না। চল জগা, ওর বাড়ী লুট করি গে।

জগাই : না ভাই। আমি দুদিন ওৎ পেতেছিলুম। ব্যাটার বাড়ীর পাশে দুটো সাপ আছে। দুদিনই সাপের ছোবল খেতে খেতে বেঁচে গেছি।

মাধাই : তো-শালার যেন ননীচোরা শরীর হয়েছে। সাপে খাবে!

জগাই : চল, কেত্তন শোনা যাক। ব্যাটারা বেড়ে খোল বাজায়--- চাকুম চুকুম ভুশ ভুশ ভুশ।

মাধাই : তুই দেখছি বৈরাগী হবি।

জগাই : তোর চোদ্দোপুরুষ বৈরাগী হোক।

মাধাই : চোদ্দোপুরুষ তুলে গাল দিলি রে শালা?

জগাই : রাগ করিস নি। মদ দেব তোর গাল ভরে, আয় ছুটে আয় হাঁ করে।

মাধাই : ওই রে, ওই এক ব্যাটা গান গাইতে গাইতে হেলে দুলে আসছে। আয় ঘাপটি মেরে বসে থাকি, আজ নির্ঘাৎ মারব। হাতের কাছে যে লাঠিসোটা পাচ্ছি নে। ঠিক আছে, এই তাড়ির ভাঁড়টাই ছুঁড়ে মারব।

জগাই : ভাঁড়সুদ্ধু মারিস নি, মরে যাবে।

মাধাই : মরুক, তোর বাবার কি? আমরা বেঁচে থাকতে ন্যাড়া শুয়ারেরা নদের দফা রফা করবে? দিন নেই, রাত নেই, খালি হরিবোল হরিবোল করে ছেলেবুড়ো আর ডবকা ছুঁড়িগুলোকে ঘর থেকে টেনে বার করবে? এ সব কি ভাল?

জগাই : খুব খারাপ।

মাধাই : আমরা দুভাই জগাই মাধাই নদে উদ্ধার করতে জন্মেছি। জন্মেছি কি না বল।

জগাই : ঠিক, ঠিক বলেছিস।

মাধাই : তবে বসে পড়। আজ আমরা নদে উদ্ধার করব। এক কংসকে বধ করলেই অঘাসুর বকাসুর সব দেশ ছেড়ে পালাবে। আয়।

[জগাই ও মাধাইয়ের উপবেশন]

[গীতকণ্ঠে নিতাইয়ের প্রবেশ]

নিতাই : **[গীত]**

"কেশব কুরু করুণা দীনে কুঞ্জ কাননচারি।
শ্রীরাধা মনোমোহন মোহনবংশীধারি।।
হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল মন আমার।"

[হৃদয় ঘুরিয়া বসিল মাধাই উঠি-উঠি করে, জগাই টানিয়া বসায়]

নিতাই : **পূর্ব-গীতাংশ**

"বজ্রকিশোর কালীয়হর কাতরভয়ভঞ্জন,
নয়ন বাঁকা, বাঁকা শিখী পাখা রাধিকাহৃদিরঞ্জন,"

[রামকৃষ্ণ ভাবাবেগে উঠিয়া নাচিতে লাগিলেন, হৃদয় তাঁহাকে টানিয়া বসাইল]

নিতাই : **পূর্ব-গীতাংশ**

"গোবর্ধন ধারণ,
বনকুসুম ভূষণ,
দামোদর কংসদর্পহারি।
হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল মন আমার।"

[মাধাই ও জগাই উঠিয়া দাঁড়াইল]

মাধাই : কে রে ব্যাটা হরিভজা?

নিতাই : বাবা, আমি অবধূত।

মাধাই : আমি তোর যমের দূত। হুঁ হুঁ, আজ আর যাবে কোথায় শালা? সেদিন বড় পালিয়েছিলি।

নিতাই : তুমি যেই হও, একবার হরি বল।

মাধাই : শালা, আজ আবার হরি ভজাতে এসেছ?

[কলসীর কানা মারিয়া প্রহার]

রামকৃষ্ণ : উঃ---

জগাই : মাধা!

নেপথ্যে নিমাই : নিতাই,---নিতাই---

নিতাই : প্রভু! অপরাধ কর হে মার্জনা।

জানে না জানে না
জ্ঞানহীন সন্তান তোমার।
দয়াময়, নিজগুণে পতিতে নিস্তার কর
বল হরিবোল, বল হরিবোল।

মাধাই : আবার?

জগাই : কেন তুই ওকে মারলি?

মাধাই : আলবৎ মারব।

রামকৃষ্ণ : না না, মেরো নি।

জগাই : কখখনো মারতে দেব না।

নিতাই : **গীত**

"প্রাণ ভরে আয় হরি বলি,
নেচে আয় জগাই-মাধাই।
মেরেছ বেশ করেছ, হরি বলে নাচ ভাই।"

রামকৃষ্ণ : হরিবোল।

[উঠিয়া নাচিতে লাগিলেন, হৃদয় তাঁহাকে বসাইয়া দিল]

জগাই : **গীত**

"বল রে হরিবোল,
প্রেমিক হরি প্রেমে দিবে কোল,
পাওনি প্রেমের স্বাদ, ওরে হরি বলে কাঁদ,
হেরিবি হৃদয়চাঁদ
ওরে প্রেমে তোদের নাম বিলাব, প্রেমে নিতাই ডাকে তাই।"

জগাই : মেধো, হরি বল, নইলে তোর সর্বনাশ হবে।

মাধাই : রেখে দে তোর সর্বনাশ। তুই হরি বল আমি হরি বলব না, কিছুতেই হরি বলব না। কেন হরি বলব?

[নিমাইয়ের প্রবেশ]

নিমাই : এ কি নিতাই? কে তোমার এ দশা করলে? কোন নরাধম তোমায় আঘাত করেছে?

নিতাই : ত্যজ ক্রোধ, ব্যথা লাগে নাই,
ভিক্ষা চাই তোমার চরণে,
কৃপা কর জ্ঞানহীন দীন দুইজনে।
দুটি ভাই জগাই মাধাই
মোহঘোরে ফেরে অন্ধকারে।
প্রেমদান কর হে দোঁহারে।

নিমাই : আয় রে জগাই,
তুমি কিনেছ আমারে
নিতায়েরে রক্ষা করে।
আয় আয়, লহ আলিঙ্গন।
কৃষ্ণ তোরে করিবেন কৃপা।

জগাই : প্রভু, দয়া কর আমি নরাধম।

নিমাই : তুমি মম প্রাণের দোসর।

হরিময় হবে তব প্রাণ।
পাবে পরিত্রাণ, কর হরিগুণগান।

জগাই : হরি, দয়া কর হরি, দয়া কর। ওরে মেধো, পায়ে ধর।

মাধাই : প্রভু, আমার কি উপায় হবে?

নিমাই : যার কাছে অপরাধী তুমি,
তার ক্ষমা বিনা তব নাহিক নিস্তার।
মহাজনে করেছ আঘাত,
শত বজ্রাঘাতে নাহি হবে প্রতিশোধ।
উপায় কেবল তার পায়।

মাধাই : [নিতাইকে] প্রভু, দয়া কর। আমি অধম, রক্ষা কর।

নিতাই : হরিনাম গুণে যদি পুণ্য থাকে মোর,
তোরে আমি করি সমর্পণ।
ধর নূতন জীবন,
হরিপ্রেমে হও মাতোয়ারা।

মাধাই : ওরে জগাই, কোন নরকে আমি ঠাঁই পাব? আমার অন্তরে আগুন জ্বলছে।

নিতাই : মাধাই, যে হরি বলে, তার কোটি জন্মের পাপ ক্ষয় হয়। তোকে আমার পুণ্য দিয়েছি আর তোর ভয় নাই।

নিমাই : আরে আরে জগাই মাধাই,
হরিনাম বল
হরিনামে পাপ ভস্ম হয়
হরি বলে ডাক রে অভয়ে।

জগাই ও মাধাই : হরিবোল, হরিবোল হরিবোল।

[জগাই ও মাধাইয়ের প্রস্থান]

রামকৃষ্ণ : হরিবোল।

নিমাই : ধর ধর নিতাই আমারে।
প্রাণ যে কি করে, কি কব তোমারে আর?
দুস্তর এ ভবপারাবার,
কিসে জীব হইবে নিস্তার,
প্রাণ মম হতেছে ব্যাকুল।
আমি আর গৃহে নাহি রব,
হরিনাম দেশে দেশে বিলাইব

জীবের দুর্গতি আর সহিতে না পারি।

নিতাই : প্রভু!

নিমাই : মিলে দুটি ভাই দেশে দেশে যাই,
হরিনাম চল রে বিলাই।
হরিপ্রেমে সঁপিয়াছি প্রাণ
নদীয়ার কার্য সমাধান,
চল যাই, মিছে কেন বিলম্ব করি?

নিতাই : জয় জয় গৌরাঙ্গের জয়।

নিমাই : এস ভাই, মার পায়ে লইব বিদায়।

[শচীর প্রবেশ]

শচী : কি শুনি, কি শুনি,
ও আমার প্রাণের নিমাই,
তুই না কি গৃহ ত্যাগ করি হইবি সন্ন্যাসী?

নিমাই : দেহ মাতা অনুমতি।

শচী : বাছা, তোরে আমি ছেড়ে নাহি-দিব।
যাস যদি মাতৃঘাতী হবি।

নিমাই : মাগো, সংবর ক্রন্দন।
দেবকার্যে কি হেতু নিষেধ কর?
পৃথিবীর কত লক্ষ জন
নানা দেশ করিয়া ভ্রমণ
আনে নানা রত্নধন
কৃষ্ণধন এনে দিব।
বুঝ মনে জননি আমার,
দেবকার্যে করিও না পথরোধ।

শচী : কি নিয়ে সংসারে রব বল।
আছে মোর একটি বন্ধন,
কেন তাহা করিবি ছেদন?
তোমা বিনা গৃহ মোর অরণ্যসমান।
বজ্রাঘাত করো না হৃদয়ে।

নিমাই : কৃষ্ণ বলে কাঁদ মা জননি,

কেঁদ না নিমাই বলে।
কৃষ্ণ বলে কাঁদিলে সকলি পাবে,
কাঁদিলে নিমাই বলে নিমাই হারাবে।
হরিনামে পূর্ণ হইবে সংসার,
হেন কার্যভার পুত্রেরে কেন দিতে নার?

শচী : নিমাই!

নিমাই : এই ছিল, এই নাই, কোথায় লুকাল?
দেখা দাও শ্রীরাধাবল্লভ।

গীত

হরি, মন মজায়ে লুকায়ে কোথায়?
আমি ভবে একা, দাও হে দেখা প্রাণ সখা, রাখ পায়।
কালশশি, বাজালে বাঁশী,
ছিলাম গৃহবাসী, করলে উদাসী,
কূল ত্যজি হে অকূলে ভাসি,
হৃদবিহারী, কোথায় হরি,
পিপাসী প্রাণ তোমায় চায়।"

[নিমাই-বেশিনী বিনোদিনী অচেতন হইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল; শচীরূপিণী পান্না তাহার শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইল।]

[গিরিশ, অমৃত ও দাশুর প্রবেশ]

[শ্রীরামকৃষ্ণ ও হৃদয় ষ্টেজে উঠিয়া আসিলেন।]

রামকৃষ্ণ : হরি গুরু, গুরু হরি।

গিরিশ : কেমন দেখলেন?

রামকৃষ্ণ : আসল নকল একাকার করে ফেলেছ গো। সব রূপেই তিনি খেলা কচ্ছেন। বড় ভাল লিখেছ। আর তোমাদের অ্যাক্টোও খুব ভাল হয়েছে।

অমৃত : আপনার আগমনে বাংলার রঙ্গশালা আজ পবিত্র হয়ে গেল, সমাজের অবজ্ঞাত নট-নটীরা কৃতার্থ হল।

রামকৃষ্ণ : তোমরা ত সাধনা কচ্ছ গো। সাধনার পথে কাঁটা থাকবে নি? নিত্যানন্দ মহাপ্রভুকে কলসীর কানা মেরেছিল, আর তোমাদের দুটো গালাগালও দিবে নি? কর, ভাল করে থিয়াটার কর।

গিরিশ : আপনি খুশী হয়েছেন?

রামকৃষ্ণ : কেনে হব নি? আমি ফের আসব। ও হৃদে, ভাল থিয়াটার হলে ফের আমায় নিয়ে আসবি। ওই ষোলো আনা দিয়ে টিকিট কাটব।

দাশু : গিরিশের এর পরের নাটক "প্রহ্লাদ-চরিত্র"।

রামকৃষ্ণ : তবে ত দেখতেই হবে। নিমাই কে সেজেছিল গো?

অমৃত: আজ্ঞে আমাদের বিনোদ। রোজ ওই গানখানা গেয়ে অজ্ঞান হয়ে যায়।

দাশু : [*স্বগত*] ন্যাকামো!

অমৃত : ও বিনোদ,---বিনোদ,---ওঠ, ওঠ, ঠাকুরকে প্রণাম কর।

বিনোদ : [উঠিয়া] অ্যাঁ! ঠাকুর এসেছেন? দয়াল ঠাকুর,---**[প্রণাম]**

রামকৃষ্ণ : এই ছেলেটি নিমাই সেজেছিল?---বেশ ছেলে, বেশ ছেলে।

গিরিশ : ছেলে নয়, মেয়ে।

রামকৃষ্ণ : মেয়ে! খুব ঠকিয়েছিস ত। **[বিনোদের মাথায় দুই হাত রাখিয়া]** বল, হরি গুরু, গুরু হরি।

বিনোদ : হরি গুরু, গুরু হরি।

রামকৃষ্ণ : হরি গুরু, গুরু হরি।

বিনোদ : হরি গুরু, গুরু হরি।

রামকৃষ্ণ : চৈতন্য হোক।

বিনোদ : এত দয়া তোমার অহেতুক কৃপাসিন্ধু? আমি মহাপাপী--- আমাকেও তোমার এত কৃপা?

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুঃ গুরুদেব-মহেশ্বরঃ।
গুরুরেকঃ পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ।।

STAGE DARK

একাদশ দৃশ্য

[Main screen –এর সামনে অভিনয়]

হকার : জোর খবর, জোর খবর,---- নাট্যাচার্য গিরিশ ঘোষের নুতন নাটক, 'প্রল্লাদ চরিত্র' নাম ভুমিকায় শ্রী শ্রী ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেবের আশীর্বাদ ধন্যা, বাংলা নাটমঞ্চের উজ্জ্বল তারকা বিনদিনী দাসী। দেখুন ----- দেখুন----

[Main screen খুলে যায়, ছোট stage বন্ধ। দাশুর প্রবেশ]

দাশু : বিনি, বিনি---, আঃ, সব গেল কথায়? কাজের সময় কাউকে পাওয়া যায় না।

[অমৃত-র প্রবেশ]

এই যে অমৃত, বিনি কোথায়?

অমৃত : ওরা ত সব সাজঘরে ।

দাশু : এখনো হল না, এদিকে সময় হয়ে যাচ্ছে । **[প্রস্থান]**

[রামকৃষ্ণ ও হৃদয়ের প্রবেশ]

রামকৃষ্ণ : অ--- গিরিশ । অ--- বিনি। এইযে অমৃতলাল --- গিরিশ কোথায়? আর আমার নিমাই --- নিমাই কোথায়? নিমাই --- নিমাই----

অমৃত : সবাই সাজঘরে। আপনি বসুন, আমি ডাকছি । বিনি তাড়াতাড়ি আয়, ঠাকুর এয়েছেন।

রামকৃষ্ণ : অ হৃদে পয়সা এনেছিস ত, সেবার গিরিশ কি হেনস্থাই না করলে ।

অমৃত : তুমি তো ওঁকে ষোলোআনা দিয়ে বসে আছ। আর কি দেবে?

[বিনির প্রবেশ]

বিনোদিনী : থাকুর আপনি এসেছেন । আপনার অসীম দয়া। এই পাতিতাকে আপনার শ্রীচরণে স্থান দিয়েছেন।

রামকৃষ্ণ : তুই যে পদ্ম ফুল গো – পাঁকে জন্মেছিস । আমি যে তোকে নিজহাতে পাঁক থেকে তুলে এনেছি। যা – যা ভাল করে থাটার কর। আমি ত তোর অ্যাক্ট দেখতে এয়েছি।

[গিরিশের প্রবেশ]

গিরিশ : ঠাকুর তুমি এসেছ । তোমার পদধূলিতে বাংলার নাটমঞ্চ আবারও পবিত্র হল

[সুরতকুমারীর প্রবেশ]

সুরত: ঠাকুর থিয়েটার শেষ হলে একটু মিষ্টিমুখ করে যাবেন।

রামকৃষ্ণ : বাঃ বাঃ, ঠাটাড়ের পর আবার মণ্ডা মিঠাই!

দাশু : হরে ঘণ্টা দে।

[প্রল্লাদচরিত্র নাটক শুরু হয়]

ঋষি : নারায়ণ---- নারায়ণ ----

সম্রাট : কহ ঋষি, কি হেতু আগামন তব?

ঋষি : আসিয়াছি রাজ দরশনে।

সম্রাট : জান কি মোর যুদ্ধরত ভ্রাতার সংবাদ?

ঋষি : জানি, জানি মহারাজ। অবধাণ কর, অমঙ্গল বার্তা। ভাগবান শ্রী হরি বরাহ রূপ ধরি, ছলনা করি লইল লুকায়ে, ক্রোধে দ্বেইতশ্বর আক্রমন করিল বরাহে, দৈব বিড়ম্বনায় দ্বেইত্য রাজ নিহত।

সম্রাট : রণে মোর ভ্রাতা নিহত ! এ বেদনা সহিব কেমনে?

ঋষিঃ যুদ্ধ জয়।

সম্রাট : কি কৌশলে জিনি লব তারে?

ঋষি : শ্রী হরি সর্বদাই মমতায় প্রতিপালন করেন তাঁর ভক্তদের । ত্রিভুবনে যত আছে হরি ভক্ত পীড়ন করহ তাদের। ভক্তের রক্ষণে আপনি আসিবেন হরি, কালবিলম্ব না করি বধ করহ তাঁরে। নারায়ণ , নারায়ন------ **[প্রস্থান]**

সম্রাট : সাজো -- সাজো, কে আছো কোথায়। বাজাও দামামা, করহ শঙ্খধ্বনি, প্রতিশোধের আগুন জ্বালো। ভ্রাতার অতৃপ্ত আত্মা তৃপ্ত করিব আজ বধ করি বরাহ অবতার। **[প্রস্থান]**

[প্রল্লাদ ও শ্যামের প্রবেশ]

প্রহ্লাদ : [গান শুরু করে] আমার বংশীবদন শ্যাম
নেচে নেচে শ্যাম বাজায় বাঁশরী [২]
ধেয়ে ধেয়ে আয় দেখবি যদি
ধেয়ে ধেয়ে আয় দেখবি তোরা [২]
নেচে নেচে শ্যাম বাজায় বাঁশরী
আমার বংশীবদন শ্যাম **[সম্রাটের প্রবেশ]**

সম্রাট : কোথা শত্রু করি অন্বেষণ । শত্রু নিজ গৃহে আপন সন্তান। কহ পুত্র, কে তোকে বলিল স্মরিতে হরিনাম?

প্রহ্লাদ : পিতা বুঝি মনে মনে, ব্রম্হার সৃষ্টি এই সসাগরা ধরত্রীরে স্বযত্নে পালন করেন ভগবান শ্রী হরি। তারই গুণ গানে আমি বিভোর ।

সম্রাট : ওরে কুলাঙ্গার সন্তান ! স্মরণ করেছে তোরে যম। দেখি, হরি তোকে রক্ষা করে কেমনে? এই কে আছো বধ করো কুমারে কুক্কুর সম। আনো তিক্ষ্ণ তরবারি, আঘাতে আঘাতে ছিন্ন করো অঙ্গ, বলো পুত্র যদি মার্জনা চাও --- "হরি মিথ্যা " দ্বৈত্যকুলেশ্বর শ্রেষ্ঠ।

[ঘাতকের প্রবেশ]

পিতা : বৃথা চেষ্টা তব। " দ্বৈত্যকুলেশ্বর শ্রেষ্ঠ " এ সত্য নহে। সত্য নহে। সত্য নহে।

সম্রাট : আঘাত করো নির্দয় ভাবে। এই আঘাতে আঘাতে ছিন্ন করো অঙ্গ প্রত্যঙ্গ।

[ঘাতক আঘাত করে, প্রহ্লাদ অক্ষত]

সম্রাট : কহ পুত্র, জানো কি কৌশল। তোরে আঘাত করলে অস্ত্র হয় চূর্ণ।

প্রহ্লাদ : পিতা এ নহে কৌশল, নহে অন্য কোনো বল। হরি হরি বলে আমি রাখি কৃষ্ণের রাঙ্গা পা দুখানি এ হৃদয় কমলে। তাই মোর দেহ রহে অক্ষত।

সম্রাট : বল -- বল কোথা তোর হরি, কোথা তোর কৃষ্ণ? স্বহস্তে বধিব তারে।

প্রহ্লাদ : পিতা, তিনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সর্বত্র বিরাজে।

সম্রাট : সে কি আছে এই প্রাসাদে?

প্রহ্লাদ : নিশ্চয়

সম্রাট : সে কি বিরাজে এই স্তম্ভে

প্রহ্লাদ : পরখ করুন পিতা।

সম্রাট : আমি স্বহস্তে চূর্ণ করিব ; **[গদার আঘাতে চূর্ণ হয় স্তম্ভ, নরসিংহের প্রকাশ]**

সম্রাট : এ কি ! এই কি হরি? এ যে নরসিংহ। বুঝি বৃথা হয় শিবের বর। তবু আমি বীর, বীরের ধর্ম রণ। শিবের বরে আমি অমর দিবা রাত্র কিংবা জলে স্থলে কেহ না পারিবে বধিতে আমায়। কি করিবি রে পামর, নরসিংহ রূপ ধরি?

নরসিংহ : [নেপথ্যে] এখন সন্ধ্যাকাল --- এ নহে দিবা নহে এ রাত্রি, নহে জলে, নহে স্থলে। মোর জানু পরে করিলাম স্থাপন, এবার বধিব তোরে।

[জানু পরে স্থাপন করে সাম্রাটকে বধ করে]

[ঋষির প্রবেশ]

ঋষি : শান্ত করো। শান্ত করো --- হে প্রলহাদ; নরসিংহের পদভরে ধরা বুঝি যায় রসাতলে।

প্রহ্লাদ : প্রভু, এ রূপ হেরি আমি সভয়ে ; হৃদয় মোর ভীত। নাহি পারি সহিতে আর। মদন মোহন রূপে দেখা দাও -- দেখা দাও প্রভু।

[গান] বদন ভরে বলরে হরি, হরি হরি বল।
আমার বংশী বদন শ্যাম
নেচে নেচে শ্যাম বাজায় বাঁশরী
আমায় বংশী বদন শ্যাম **[ছোট স্টেজের পর্দা পরে]**

রামকৃষ্ণ : আমার বংশী বদন শ্যাম
নেচে নেচে শ্যাম বাজায় বাঁশরী
আমায় বংশী বদন শ্যাম

রামকৃষ্ণ : বাঃ, বাঃ, আমার বংশী বদন শ্যাম। কি গাইলে আমার নিমাই। কেমন লাগলো রে হৃদে।

হৃদয় : চমৎকার!

[সুরত মিষ্টি ও লুচি থালা নিয়ে প্রবেশ করে]

সুরত : একটু মিষ্টি মুখ করে যান ঠাকুর।

রামকৃষ্ণ : গিরিশ কে ত দেখছি নে। সে গেলো কোথায়?

সুরত : উনি সাজ পরিবর্তন করে আসছেন, আপনারা শুরু করুন।

রামকৃষ্ণ : বেশ বেশ ; আয় হৃদে বসে যা।

সুরত : কেমন দেখলেন ঠাকুর।

রামকৃষ্ণ : মধুর, মধুর। গিরিশ আমার রত্নাকর। উপরে কত ঢেউ, কত ফেনা, কত ময়লা ভাসছে, আর তলায় মণিমুক্তোর ছড়াছড়ি। যে ডুবুরী ডুব দিয়ে তলায় পৌঁছুতে পারবে, তার অভাব কিছু থাকবে নি।

[সুরে] "ডুব দে রে মন কালী বলে---"

হৃদয় : গীত

"ডুব দে রে মন কালী বলে---
হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে।
রত্নাকর নয় শূন্য কখন, দুচার ডুবে ধন না পেলে,
[তুমি] দমসামর্থ্যে এক ডুবে যাও কুল-কুণ্ডলিনীর কূলে।
কামাদি ছয় কুম্ভীর আছে, আহারলোভে সদাই চলে,
বিবেকহলুদ গায়ে মেখে যাও, ছোঁবে না তার গন্ধ পেলে।
রত্নমানিক কত শত পড়ে আছে জলের তলে,
প্রসাদ বলে ঝম্প দিলে মিলবে রতন ফুলে ফুলে।"

রামকৃষ্ণ : জয় মা, জয় মা!

তা কি হয়? লুচিমণ্ডা খেয়ে যাচ্ছি, আর গেরস্থের সঙ্গে দেখা না করেই চলে যাব?

গিরিশ : কেমন লাগল ঠাকুর?

রামকৃষ্ণ : তোর কলমে সরস্বতী। তোর লেখা কি খারাপ হয় রে? যেমন চৈতন্যলীলা, তেমনি পেহ্লাদ-চরিত্র। তাক লাগিয়ে দিয়েছিস।

গিরিশ : [জড়িত কণ্ঠে] সব আপনার আশীর্বাদ।

রামকৃষ্ণ : খুব ভাল, খুব ভাল। আমি যেমনটি চেয়েছিলুম, তাই।

গিরিশ : আপনি খুশী হয়েছেন? তাহলে বর দিন।

রামকৃষ্ণ : জয় মা, জয় মা! বর ত দিয়েই রেখেছি রে। আবার কি বর দেব?

গিরিশ : পরের জন্মে তুমি আমার ছেলে হয়ে জন্মাও ঠাকুর।

রামকৃষ্ণ : দূর শালা! আমার কি বয়ে গেছে তোর ছেলে হতে?

[জলযোগে মন দিলেন]

গিরিশ : কেন হবে না? Why not? আমি কায়েত বলে? তুমি বামুন, আর আমি কায়েত। আমার ছেলে হলে তোমার জাত যাবে? এত তোমার বামনাই!

অমৃত : চুপ করুন গুরুদেব।

গিরিশ : কেন চুপ করব? কথাটা শুনছেন না? তোমাদের গায়ে লাগছে না? বামুন নই বলে আমরা পচে গেছি? একই ভগবান কায়েতকে আর বামুনকে সৃষ্টি করেন নি? বল, করেছেন কি না?

অমৃত : কথাটা বুঝতে পারছেন না।

গিরিশ : Shut up। গিরিশ বোঝে না, বোঝে অমৃতলাল।

অমৃত : আপনি ঠাকুরকে---

গিরিশ : Walk out you urchin।

রামকৃষ্ণঃ তুই চটে উঠলি কেনে?

গিরিশ : তোমার আক্কেল দেখে। সংসার ছেড়েছ তবু বামনাই ছাড়তে পার নি? পৈতে ফেলে দিয়েছ, তবু পৈতের এত দর্প? মুখে ত খুব বক্তৃতা কর,---যত্র জীব, তত্র শিব। কায়েতরা জীব নয়? Are they cats and dogs?

বামুন নই বলে এতই যদি আমি ছোট হয়ে থাকি, ছোটলোকের দেওয়া ছাইপাঁশ তোমায় খেতে হবে না। ওঠ, ওঠ বলছি--- **[হাত ধরিয়া ঠাকুরকে তুলিয়া দিলেন]**

রামকৃষ্ণ: তুই আমায় খেতে বসিয়ে তুলে দিলি? এমন ফুলকো লুচি, মোটে দেড়খানা খেয়েছি, আর খেতে দিলি নি? **[আঙুল চুষিলেন]**

গিরিশ : No, no। বাকীটা দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে খাও। ভণ্ড তপস্বী। বেরিয়ে যাও।

হৃদয়: ও ঠাকুর, শীগগির বেরিয়ে আসুন। উনি রাগে ফুঁসছেন।

রামকৃষ্ণ : মারবে না কি রে?

হৃদয় : মারাই উচিত। তোমার মান নেই, ইজ্জৎ নেই, লজ্জা-শরমের বালাই নেই। যা তোমাকে বারণ করব, তাই তুমি করবে? সেদিন অপমান করেছে, তবু তুমি থিয়েটার না দেখে নড়লে না। আজ আবার এসেছ প্রহ্লাদ-চরিত্র দেখতে। প্রহ্লাদ-চরিত্র উচ্ছন্ন যাক!

রামকৃষ্ণ : বড় ভাল বই রে। গিরিশ লিখেছে।

হৃদয় : গিরিশ! গিরিশ! যে তোমাকে উঠতে বসতে অপমান করে, তুমি তারই গুণ গাও! অপমান না হলে তোমার ভাত হজম হয় না বুঝি?

গিরিশ : বুজরুকির জায়গা পাও নি? চাইনে তোমার বর।

রামকৃষ্ণ : দেখ, তোরা দেখ দেড়খানা লুচি খাইয়ে গিরিশ আমায় কি রকম হেনস্তা কচ্ছে। আমি রাগতে পাচ্ছি নি বলে ও আমায় যা খুশি তাই বলছে।

গিরিশ : একশোবার বলব।

হৃদয় : নরেন যদি আজ সঙ্গে থাকত, তার ঠাকুরের অপমানের শোধ তুলে নিত।

গিরিশ : Get out।

রামকৃষ্ণ : আবার Get out বলছে। Get out মানে কি রে? **[সুরৎকুমারীর প্রবেশ]**

হৃদয় : get out মানে বেরিয়ে যাও। এত তোমার সাহস? ঠাকুরকে তুমি বেরিয়ে যেতে বলছ?

গিরিশ : ঠাকুর? কে ঠাকুর? ও ভণ্ড তপস্বী।

সুরৎ : কি বলছ সর্বনাশ হবে! আকাশ ভেঙ্গে মাথায় পড়বে! এমন কাজ মানুষে করে? এমন যার লেখা, তার এই প্রকৃতি! তোমার কি বিষয়বুদ্ধি কোন কালে হবে না? যাঁর কৃপায় সমাজের পরিত্যক্ত তোমরা আজ মর্যাদার উচ্চশিখরে উঠেছ, যাঁর পদধূলিতে ধুলো হয়েছে সোনা, তাঁকে তুমি আপন ঘরে পেয়ে অপমান করলে! তোমার জন্যে আমার যে মরতে ইচ্ছে হচ্ছে।

রামকৃষ্ণ : কাণ্ডটা দেখ মা। দেড়খানা লুচি খাইয়ে তার দাম উশুল করে নিলে। আর খেতে দিলে নি। তার উপর বলছে গেট আউট। কাজটা কি ভাল হচ্ছে?

সুরৎ : [নতজানু] অহেতুক কৃপাসিন্ধু, নিজের গুণে ধরা দিয়েছ যদি, আমাদের তুমি ত্যাগ করো না। চল, বাড়ী চল।

[বিনোদের প্রবেশ]

গিরিশ : আগে এই বকধার্মিককে বের করে দাও। তারপর আমি যাব।

বিনোদ : ছি ছি ছি, এ আপনি কি বলছেন মাষ্টার মশাই! আপনি কি পাগল হয়ে গেলেন?

গিরিশ : কি, আমি পাগল? Girish Ghosh has gone mad! কে বলেছে আমি পাগল?

বিনোদ : আমি বলছি।

সুরৎ : তুমি যাও বিনোদ, তুমি যাও।

বিনোদ : না, কেন যাব? থিয়েটার কি ওঁর একার? এ আমাদের সকলের পূজামন্দির। ঠাকুর আমাদের সবারই অতিথি। তাঁকে অপমান করে উনি আমাদের সবাইকেই অপমান কচ্ছেন।

গিরিশ : অপমান! হারামজাদি বেশ্যা, তোর আবার অপমান!

সুরৎ : কাকে কি বলছ তুমি । কিছু মনে করো না বিনোদ।

বিনোদ : না বৌদি। উনি ঠিকই বলেছেন। সত্যই ত, আমার কিসের মান-অপমান? কাউকে কিছু বলবার অধিকারও আমার নেই। আমি অস্পৃশ্য নরকের কীট। **[রামকৃষ্ণকে]** তুমি আমায় জাতে তুলতে চেয়েছিলে ঠাকুর। যাদের জন্যে জীবনপাত করলুম, তারাই আমায় নিলে না।

সুরৎ : দাঁড়িয়ে রইলে যে? যাবে না তুমি? কথা যদি না শোন, তাহলে এই মুহূর্তে আমার মরা-মুখ দেখবে।

গিরিশ : অ্যাঁ! কি বলছ? এ আমি কোথায়? ও---হ্যাঁ, চল সুরৎ, বাড়ী চল।

[গিরিশ ও সুরৎ প্রস্থান]

রামকৃষ্ণ : চৈতন্যলীলা আবার কবে হবে রে? সেদিন আবার আসব। লুচি আর সেদিন খাব নি।

হৃদয় : আবার তুমি আসবে এই মাতালের বই দেখতে?

রামকৃষ্ণ : কোকিল কালো বলে তার গান ত কালো নয়।

হৃদয় : ধিক্ তোমাকে!

রামকৃষ্ণ : আচ্ছা গিরিশ খামোকা আমার সঙ্গে এরকম ব্যাভার করলে কেনে জানিস?

বিনোদ : কেন?

রামকৃষ্ণ : শ্রীকৃষ্ণ কালীয়কে বলেছিলেন,---"তুমি ত দেখছি আমার ভক্ত তবে আমায় বিষদাঁত বসালে কেন?"

বিনোদ ; কালীয় কি বললে?

রামকৃষ্ণ : বললে,---"আমাকে তুমি বিষ ছাড়া আর ত কিছু দাও নি। তাই বিষ দিয়েই তোমার সেবা করলুম।"

বিনোদ : আমার না আছে বিষ না আছে অমৃত, আমি কি দিয়ে তোমার সেবা করব? কি দিয়ে তোমার সেবা করব? **[কান্না]**

রামকৃষ্ণ : কেনে থাকবে না? না থাকলে গনদেবতারা থাটার দেখে বাহবা দেয় কেনে? যা যা মন দিয়ে থাটার কর। চল যাই। গিরিশ গাড়ীতে উঠেছে রা?

হৃদয় : গিরিশ মরুক তোমার কি?

রামকৃষ্ণ : বলছি। পড়ে টড়ে না যায়। কালী কৈবল্যদায়িনী মা, সব তোমারই হে চ্ছা।

[সকলের প্রস্থান]

STAGE DARK

দ্বাদশ দৃশ্য

[গিরিশের বাড়ী। একটি চেয়াড় ও টেবিল। গিরিশ বসে মদ্য পানে রত। হাতে একটি চিঠি]

গিরিশ ; আজ আমি একা --- নিঃসঙ্গ। সবাই আমাকে ছেড়ে চলে গেল। সামনে গভীর অন্ধকার, এক অভিশপ্ত জীবন। বাংলা রঙ্গমঞ্চের সারা আকাশ আজ হতাশার কালো মেঘ সারা ছেয়ে গেছে, but I know from the bottom of my heart:

"Life is real, life is earnest,
And the grave is not its goal,
Dust thou art, to dust returnest,
Was not spoken of the Soul.

কোথা থেকে কি যে হয়ে গেলো ।

[সুরতের প্রবেশ]

সুরত : কি গো এমনি চুপ করে বসে আছো। খাবে এস অনেক রাত হয়ে গেছে।

গিরিশ: আর খাবো না সুরত। এই দেখো বিনোদের চিঠি। সে অনির্দিষ্ট কালের জন্য থিয়েটার থেকে ছুটি নিচ্ছে।

সুরত : আমি তো তোমাকে একদিন বলেছিলাম পৃথিবীর অন্য সবই ওকে যা খুশি বললে ওর কিছুই আসবে যাবে না। কিন্তু তুমি ওকে গাল দিলে ওর মনে নিদারুন আঘাত লাগবে। সে যাক, ও নিয়ে তুমি কিছু ভেবো না। বিনোদকে তুমি আমি দুজনে মিলে ওকে ফিরিয়ে আনবই। ও আমাদের কথা ফেলতে পারবে না। তুমি দেখো। এস, খাবে এস।

গিরিশ : না সুরত, আমি আর খাবো না।

সুরত : সে আবার কি কথা। বাঁচতে হবে না।

গিরিশ : না সুরত --না। আমি আর বাঁচতে চাই না। যাঁর করুনা আমার জীবন কৃতার্থ করছিল নিজের দোষে আমি তাঁকে জন্মের মত হারিয়েছি। এর পরেও বেঁচে থাকতে হবে?

সুরৎ : কে বলেছে তুমি তাঁকে হারিয়েছ? সে রত্ন কি হারায় গো? সে যে মহামূল্য চুম্বক, তাকে দূরে সরিয়ে দিলেও সে নিজের গুণেই লোহাকে কাছে টেনে নেবে।

গিরিশ : আমাকে তোমার ঘৃণা হচ্ছে না সুরৎ?

সুরৎ : না গো।

গিরিশ : এমন কোন দুষ্কর্ম নেই, যা আমি করি নি।

সুরৎ : সে কথা তাঁর চেয়ে বেশী কে জানে? তোমার সব জেনেই ত তিনি তোমায় কাছে টেনে

নিয়েছেন। তাঁর স্নেহের ষোলো আনা তুমিই ত পেয়েছ, আর কেউ পায় নি।

গিরিশ : সত্য সুরৎ। আমার মতো মহাপাপীকে তিনি ষোলো আনাই দিয়েছিলেন। আর আমি তাঁকে কি দিয়েছি?

সুরৎ : দিয়েছ অখণ্ড বিশ্বাস। এই বিশ্বাসই তাঁকে রঙ্গালয়ে টেনে এনেছে। আর তাঁকে হারাবার ভয় নেই। এসো, খাবে এসো।

গিরিশ : খাব সুরৎ, খাব বই কি? এখনি খাব। তবে ভাত নয়, এই অমৃতের বড়ি। তারপর অনন্ত নিদ্রা, সব জ্বালার অবসান।

সুরৎ : ওকি! কি খাচ্ছ তুমি?

গিরিশ : সরে যাও। জয় রামকৃষ্ণ **[বড়ি মুখে ফেলিবার উদ্যোগ করিলেন]**

রামকৃষ্ণ : **[নেপথ্যে]** গিরিশ রে, গিরিশ, ও গিরিশ,---

গিরিশ : কে?

সুরৎ : ওগো, এ যে ঠাকুরের কণ্ঠস্বর! হ্যাঁ গো, ওই দেখ ঠাকুরই এসেছেন।

[রামকৃষ্ণ আসিয়া স্মিতমুখে দাঁড়াইলেন]

রামকৃষ্ণ : কি রে, ঘুমোস নি?

গিরিশ : **[চোখ রগড়াইলেন]** তাই ত, আমি কি স্বপ্ন দেখছি? এই রাত্রি তৃতীয় প্রহরে আপনি আমার ঘরে!

রামকৃষ্ণ : তুই যে আমায় ডাকলি!

সুরৎ : আমিও ডেকেছি ঠাকুর। সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে আমি তোমারি পদধূলি কামনা করেছিলাম ভগবান। আমি জানতাম, আমাদের মতো আজ তোমার চোখেও ঘুম নেই। তোমার অবুঝ সন্তান তোমাকে আঘাত করেছে, তাতে তোমার ব্যথা বাজে নি ঠাকুর তার অনুতাপের বেদনাই তোমার চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছে।

রামকৃষ্ণ : হেঃ হেঃ, সব তাঁর খেলা গো।

সুরৎ : এস বাঞ্ছাকল্পতরু, এসো অহেতুক কৃপাসিন্ধু ভগবান, আমার কুটীরের প্রতি মৃত্তিকাকণায় তোমার পদধূলির চিহ্ন রেখে যাও। নিজগুণে এসেছ যখন, আমার ঘরে তুমি অক্ষয় হয়ে বিরাজ কর। ওরে, ওঠ্ ওঠ্, শাঁক বাজা, দেখে যা, আমাদের ভাঙা ঘরে চাঁদ নেমেছে। **[প্রস্থান]**

রামকৃষ্ণ : কি রে, কাঁদছিস কেনে? **[উত্তরীয় দিয়া গিরিশের চোখ মুছাইয়া দিলেন]**

গিরিশ : ঠাকুর, এত তোমার দয়া! এমন কোন পাপ নেই, যা আমি করি নি। ভয়ে আমি গঙ্গাস্নান করি না, পাছে আমার স্পর্শে পতিতপাবনী গঙ্গা বাষ্প হয়ে উড়ে যায়। সব জেনেও নিজে এসে তুমি আমায় পায়ে টেনে নিয়েছ। সমাজের ঘৃণিত জীবদের নিয়ে আমি নাটমঞ্চ গড়ে তুলেছি, তুমি তোমার দুর্লভ পদরেণু দিয়ে সে নাটমঞ্চ পবিত্র করেছ, প্রাণ ঢেলে আশীর্বাদ

করেছ এই শ্রীহীন মর্য্যাদাহীন অভাগা-অভাগীদের। আমি তার যোগ্য প্রতিদান দিয়েছি তোমাকে অপমান করে।

রামকৃষ্ণ : অপমান করেছিলি না কি? মা যে বললে,---ওতে অপমান হয় নি, অবুঝ শিশু ত বাপকে নাথি মারে, তাতে কি বাপের জাত যায়? হ্যাঁরে, এই কথা বললে মা।

গিরিশ : সত্যি আমি অবুঝ শিশু। নিজেকে আর আমি বিশ্বাস করি না। বল, কিসে আমার চৈতন্য হবে।

রামকৃষ্ণ : সকাল-সন্ধ্যে নাম ধ্যান করবি।

গিরিশ : সকালে ঘুম ভাঙ্গে না, সন্ধ্যেয় থিয়েটার।

রামকৃষ্ণ : তবে চান করে করবি।

গিরিশ : চান করলেই ক্ষিধে পায়।

রামকৃষ্ণ : খাওয়ার পরে করবি।

গিরিশ : খেলেই ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসে। নামধ্যান আমি করতে পারব না।

রামকৃষ্ণ : তবে আমাকে বকল্মা দে।

গিরিশ : তাই নাও ঠাকুর **[নতজানু হইলেন। অতুল, সুরৎ, ও হৃদয় আসিয়া দাঁড়াইলেন।]**

গিরিশ : তোমাকেই আমি বকল্মা দিলাম। আমার হয়ে তুমিই জপ তপ কর। আমার পুণ্য নাও, পাপ নাও দেহ নাও, মন নাও জ্ঞান নাও, বুদ্ধি নাও ভাল নাও, মন্দ নাও। আমায় শুধু তোমাকে দাও, শুধু তোমাকে দাও। **[সাষ্টাঙ্গে প্রণাম, সুরৎও নতজানু হইলেন]**

রামকৃষ্ণ : **[গিরিশের মাথায় হাত রাখিয়া সমাধিস্থ হইলেন]**

লক্ষ্মী : **[নেপথ্যে গান শুরু করে]**

"অকৃতি অধম বলে কম করে কিছু দাও নি,

তার অযোগ্য বলিয়া কেড়েও ত কিছু নাও নি।

[তব] আশিসকুসুম ধরি নাই শিরে,
পায়ে দলে গেছি, চাহি নাই ফিরে,
তবু দয়া করে কেবলি দিয়েছ, প্রতিদান কিছু চাও নি।'

STAGE DARK

ত্রয়োদশ দৃশ্য

[বিনোদের বাড়ি। বসার ঘর । বিনোদ গুণ গুন করে সুর ভাছছে]

বিনোদ : [সুরে] "হরি, মন মজায়ে লুকায়ে কোথায়?
আমি ভবে একা, দাও হে দেখা, প্রাণসখা, রাখ পায়।"

অমৃত : [নেপথ্যে] বিনি আছিস?

বিনোদ : আসুন রসরাজ। **[অমৃতর প্রবেশ]**

অমৃত : সব শুনেছিস বিনি? ষ্টার থিয়েটারের বারোটা বাজল।

বিনোদ : কে বলেছে?

অমৃত : গুর্মুখ রায় বলেছে, থিয়েটারে আগুন ধরিয়ে দেবে।

বিনোদ : ও একটা কথার কথা রসরাজ।

অমৃত : ও গোঁয়ার পাঞ্জাবীকে তুই চিনিস না বিনি।

বিনোদ : কেন, আবার কি অঘটন ঘটল?

অমৃত : কে তাকে বলে দিয়েছে, সেদিন গিরিশবাবু তোকেও অপমানের একশেষ করেছেন।

বিনোদ : সর্বনাশ! কথাটা ত আমরা গোপন করে রেখেছিলাম।

অমৃত : শত্রুর অভাব নেই বিনি। ষ্টারের এত যশ এত সমৃদ্ধি দেখে কোন শত্রু তার কানে বিষ ঢেলে দিয়েছে। আর যায় কোথায়? এইমাত্র সে লোকজন নিয়ে থিয়েটারে আগুন ধরাতে গিয়েছিল।

বিনোদ : তারপর?

অমৃত : আমরা অনেক কষ্টে তাকে আপাততঃ ঠেকিয়ে রেখেছি। কিন্তু সে জেদ ধরেছে, এখানে চাকরি যদি আমাদের করতে হয়, তোর অধীনেই চাকরি করতে হবে।

বিনোদ : তার মানে?

অমৃত : মানে, ষ্টার থিয়েটারের মালিক আর গুর্মুখ রায় থাকবে না মালিক হবে বিনোদিনী দাসী।

বিনোদ : তাই যদি হয়, আপনাদের কাছে মনিব আমি কোনোদিন হব না দাসী চিরদিন দাসীই থাকবে।

অমৃত : আমি তা জানি দিদি। আমার বা গিরিশবাবুর এতে কোনো আপত্তি ছিল না।

[দাশুর প্রবেশ]

দাশু : তুমি ত ধারেও কাট, ভারেও কাট। এ রকম ব্যবস্থা হলে থিয়েটার যে তিনদিনের মধ্যে ডকে উঠে যাবে, সেটা বোঝ?

অমৃত : ডকে উঠবে কেন? সে কথাটাই আমি বুঝতে পাচ্ছি না।

দাশু : বেশ্যার থিয়েটারে লোক আসবে?

অমৃত : মেয়েটাকে আর কত অপমান করবে দাশু?

দাশু : অপমানের কি হল? মেথরকে মেথর বললে কি অপমান করা হয়?

অমৃত : হয় দাশু, হয় কিন্তু এ তত্ত্ব তুমি বুঝবে না। কি বলতে এসেছ, তাই বল।

দাশু : বলছি, একটা গণিকা থিয়েটারের মালিক হওয়ার চেয়ে থিয়েটার পুড়ে ছাই হয়ে যাক।

বিনোদ : না না না আমরা নিজের হাতে এ থিয়েটার গড়ে তুলেছি, মাথায় করে ঝুড়ি ঝুড়ি মাটি বয়েছি। ওইখানে ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাঁর পুণ্যপদধূলি রেখে গেছেন, সমাজের অবহেলিত জীবগুলোকে দু'হাত ভরে আশীর্বাদ দিয়ে গেছেন। ওই ষ্টার থিয়েটার যে আমাদের তীর্থভূমি। ওর ধবংস আমি দেখতে পারব না। আমি কথা দিচ্ছি দাশুবাবু, এই ঘৃণিতা গণিকা কখনও ষ্টার থিয়েটারের মালিক হবে না। রায়জি যদি থিয়েটার ছেড়ে দেয়, আপনারাই কিনে নিন।

দাশু : আমরা অত টাকা কোথায় পাব? থিয়েটারের দাম হাজার চল্লিশেক হবে।

বিনোদ : ত্রিশ হাজার দিতে পারবেন ত? না পারেন, বিশ হাজার যোগাড় করুন গে।

দাশু : আমরা বড় জোর বারো হাজার টাকা যোগাড় করতে পারি।

বিনোদ : তাই নিয়ে আসুন। আমার গা-ভরা গহনা আছে, সব তাকে ফিরিয়ে দেব। তবু আমাদের থিয়েটার বেঁচে থাক।

[দাশুর প্রস্থান]

অমৃত : কেউ তোকে চিনল না বোন। সংসারে তুই শুধু দিয়েই গেলি, কিছুই পেলি না।

বিনোদ : পেয়েছি ঠাকুরের আশীর্বাদ।

অমৃত : তাই নিয়েই থাক বিনোদ। যত শীগগির পারিস, এই বেইমানের লীলাভূমি থেকে তুই সরে আয়। তোর দান দু'হাতভরে নিয়ে যারা তোকেই করে ঘৃণা, তাদের সংস্রবে তুই আর থাকিস নে বোন। চোখের জল ফেলিস নে, দুঃখ কিসের?

"নদী কভু পান নাহি করে নিজ জল।
বৃক্ষগণ নাহি খায় নিজ নিজ ফল।"

[প্রস্থান]

গুর্মুখ : *[নেপথ্যে]* বিনোদ বিবি,---

বিনোদ : উঃ---আমি পাগল হয়ে যাব।

[গুর্মুখ রায়ের প্রবেশ]

গুর্মুখ : বিনোদ বিবি, তুমি ত হামাকে কভি ন কহল কি মাষ্টারজি তোমহাকে insult করিয়েছে?

বিনোদ : বলবার কি আছে? তিনি আমাকে গড়েপিঠে মানুষ করেছেন, আমার অন্যায় হলে তিরস্কার করবেন না?

গুর্মুখ : হাঁ, হাঁ, জরুর। লেকিন তোমহাকে বেইজ্জৎ করনেকো এক্তিয়ার হামি কৌন শালেকো দিয়েছে?

বিনোদ : মুখ খারাপ করো না তিনি আমার গুরু।

গুর্মুখ : গুরু তোমহাকে বেশ্যা বলিয়ে গালি দিবে?

বিনোদ : বেশ্যাকে বেশ্যা বলবে না ত কি মা-গোঁসাই বলবে?

গুর্মুখ : হামি শুনিয়েছে, দাশুবাবু আর হরিবাবু তোমহাকে হরবখৎ taunt করে, তব ভি তোমহার হুঁশ না আছে। তুম কেইসা জেনানা? No, no ---no more। I will demolish the theatre।

বিনোদ : না না রায়জি, ও আমাদের পুণ্যভূমি, বাংলা দেশের এক পবিত্র সাধনপীঠ। ওকে তুমি ধবংস করো না। বহু লোকের বুকের পাঁজর দিয়ে গড়া ষ্টার থিয়েটার হিমালয়ের মতো অক্ষয় হয়ে থাক। নিজে না রাখ, আর কাউকে বিক্রি করে দাও।

গুর্মুখ : বিক্রি কেঁও? তোম লে লেও।

বিনোদ : রায়জি,--- আমি থিয়েটার নিই, আর দেনার দায়ে আমার বাড়ী নিলেম হয়ে যাক।

গুর্মুখ : হাঁ, ও বাৎ ঠিক হ্যায়। তব কি কোরবে বাতাও।

বিনোদ : দাশুবাবুরা কজনে মিলে যদি কিনে নেয়?

গুর্মুখ : চল্লিশ হাজার রুপেয়া দেনে পড়েগা।

বিনোদ : তার মানে, তুমি থিয়েটার ধবংস করতেই চাও। মনে রেখো, ষ্টার থিয়েটার যদি যায়, বিনোদও মরবে।

গুর্মুখ : নেহি নেহি, তুমি কেনো মরবে? লে আও পঁচিশ হাজার।

বিনোদ : আমাকে যদি তুমি ভালবাস, তাহলে আমি যা বলি, সেই দামেই তোমায় বিক্রি করতে হবে। নইলে আমি বুঝব, ভালবাসা তোমার মুখের কথা।

গুর্মুখ : নেহি বিনোদ বিবি। ভগোয়ান জানে,---মেরে মোহব্বৎ ঝুটা নেহি।

বিনোদ : তবে থিয়েটারকে বাঁচাও, কম দামে ওদের বিক্রি কর।

গুর্মুখ : বিশ হাজার?

বিনোদ : না।

গুর্মুখ : পন্দরো হাজার?

বিনোদ : তাও নয়। এগারো হাজার টাকার বেশী এক পয়সাও পাবে না।

গুর্মুখ : তুমি খুশী হোবে?

বিনোদ : ভগবানও খুশী হবেন। যতদিন থিয়েটার থাকবে, ততদিন বাঙ্গালীরাও তোমায় ভুলবে না রায়জি।

গুর্মুখ : আর সবকইকো বাৎ ছোড় দেও। তুমি খুশী হোবে, ইসমেই হমকো ষোলো আনা লাভ। বহুৎ আচ্ছা বিবি, হামি রাজী আছে। তোম খুশী হো যাও, তোম খুশী হো যাও।

[প্রস্থান]

বিনোদ : ছলনা। জীবনভর শুধু ছলনাই করে গেলাম। এই লোকটাকেই বেশী বঞ্চনা করেছি। কূল পাব না ঠাকুর? এখনও কি কূল পাব না? অন্তর্দাহের অবসান কর ঠাকুর, অবসান কর।

রাঙাবাবু : *[নেপথ্যে]* বিনোদ, বিনোদ, ও বিনোদ,---

[রাঙাবাবুর প্রবেশ]

রাঙাবাবু : শীগগির এস বিনোদ। মাহেন্দ্র যোগ এসেছে। আজ আর ঠাকুরের কাছে যেতে বাধা নেই। ঠাকুর কল্পতরু হয়েছেন।

বিনোদ : কল্পতরু!

রাঙাবাবু : তাঁর কাছে যে যা চায়, তাকে তিনি তাই বর দিচ্ছেন। চল, চল।

বিনোদ : না।

রাঙাবাবু : ঠাকুরকে দেখবে না?

বিনোদ : দেখব, আজ নয়, পরশু।

রাঙাবাবু : কিছু চাইবে না তাঁর কাছে?

বিনোদ : না চাইতে সবই ত দিয়েছেন। আর কিছু চাইবার নেই।

রাঙাবাবু : গোটা কলকাতা সেখানে ভেঙ্গে পড়েছে, আর তুমি যাবে না?

বিনোদ : যাব---তাঁকে দর্শন করতে, বর চাইতে নয়।

রাঙাবাবু : আমি কিন্তু বর চাইতেই যাব বিনোদ।

বিনোদ : কি বর? আর একটা জমিদারি?

রাঙাবাবু : না, স্ত্রী।

বিনোদ : জমিদারের স্ত্রীর অভাব হবে না।

রাঙাবাবু : সে স্ত্রী নয়। আমি যাকে চাইব, সে দুর্লভ রত্ন। তার নাম বিনোদিনী দাসী। **[প্রস্থান]**

বিনোদ : এও কি সয় ঠাকুর? এও কি সয়?

STAGE DARK

চতুর্দশ দৃশ্য

[কাশীপুর উদ্যানবাটী শ্রী শ্রী ঠাকুর আরাম কেদারায় বসে আছেন।
হৃদয় পায়ের কাছে বসে আছে। গিরিশের প্রবেশ]

হৃদয় : আপনি এসেছেন । ঠাকুরের অবস্থা ভাল নয়। ডাক্তার মহেন্দ্র সরকার জবাব দিয়ে গেলেন। বললেন,---আর ওষুধ দিয়ে কি হবে? বিজ্ঞান এখানে নিষ্ফল। আর আমি ওষুধ দেব না, ঠাকুরকে বলো তাঁর মা'র কাছে ওষুধ চাইতে।

গিরিশ : আমার পাপের বোঝা নিয়ে তুমি চলে যাবে, আর আমি চিরদিন অন্তর্দাহে জ্বলব, তা হবে না। হয় এখনি তোমার রোগ সারুক, না-হয় আমার বকল্মা ফিরিয়ে দাও।

রামকৃষ্ণ : কে? গিরিশ এছেছিস?

গিরিশ : হ্যাঁ। চল।

রামকৃষ্ণ : কোথায়?

গিরিশ : মন্দিরে। মা'র কাছ থেকে ওষুধ চেয়ে নেবে চল।

রামকৃষ্ণ : মা কি ডাক্তার না কি?

গিরিশ : ডাক্তারের বাবা। তুমি শুধু বলবে, -- মা, আমায় ওষুধ দে। চল। বসলে কেন? Come on।

রামকৃষ্ণ : তুই 'কাম অন' 'কাম অন' করিস নি। এই তুচ্ছ কথা মাকে বলা যায়?

গিরিশ : তুচ্ছ কথা? এত কষ্ট পাচ্ছ, তবু তুমি ভাল হতে চাও না? ওঠ, শীগগির ওঠ।

রামকৃষ্ণ : আমি এখন যাব নি। মা আমায় বকেছে। তোর কথায় আমি মাকে গিয়ে বললুম,---'মা, আমি খেতে পাচ্ছি নি, আমার খাবার ব্যবস্থাটুকু করে দে।' মা বললে,---'বিশ্বজগতের মুখ দিয়ে খাচ্ছিস, তবু তোর ক্ষিদে মিটল নি?' লজ্জায় মাথা হেঁট করে পালিয়ে এলুম, আর আমি মা'র কাছে কিছু চাইব নি।

গিরিশ : চল ত আগে, তারপর দেখা যাবে।

রামকৃষ্ণ : আমি এখন যেতে পারব নি।

গিরিশ : না পার, আমি তোমায় চ্যাংদোলা করে নিয়ে যাব। না না, আর আমি তোমায় ছোঁব না। আমারই জন্যে তোমার নিষ্পাপ দেহে রোগ বাসা বেঁধেছে।

রামকৃষ্ণ : ওরে, না রে, ওরে, না। তুই কাঁদিস নি।

গিরিশ : অমর হয়ে তুমি আস নি জানি। কিন্তু আমাকে উপলক্ষ্য করে তুমি আমাদের ছেড়ে চলে যাবে, এ দুঃখ আমার রাখবার স্থান নেই ঠাকুর। তুমি না হয় এখানে থেকেই হাতখানা বাড়িয়ে বল,---'মা, আমায় ওষুধ দে।'

রামকৃষ্ণ : এত বিশ্বাস তোর! বেশ, বেশ। কিন্তু ওষুধ আমি চাইতে পারব নি।

গিরিশ : তবে আমার বকল্মা ফিরিয়ে দাও। আমার জন্যে তুমি এতো যন্ত্রণা নিয়ে মরবে, এ আমার সয় না ঠাকুর।

রামকৃষ্ণ : তোর জন্যে নয় রে। জীবের কল্যাণের জন্যে রক্ত ঢেলে গেলুম। মরুভূমি সরস হক।

গিরিশ : ঠাকুর!

রামকৃষ্ণ; কাঁদিস নি গিরিশ। শোন গণিকাদের নিয়ে নাটক লেখ। তুই দেখিয়ে দে, ওই আবাগীদেরও প্রাণ আছে। হ্যাঁ রে, এত লোক এল, তোদের নিমাই ত একবার এল নি।

গিরিশ : তুমি যখন তার নাম করেছ, তখন সে নিশ্চয়ই আসবে।

রামকৃষ্ণ : আজ কত তারিখ রে?

গিরিশ : ২৭ শে শ্রাবণ।

রামকৃষ্ণ : সাতাশ, আটাশ, উনত্রিশ, ত্রিশ, একত্রিশ। **[আঙ্গুল গুনিলেন]**

গিরিশ : ৩১শে শ্রাবণ কি?

রামকৃষ্ণ : হাঁড়ি হাঁড়ি খিচুড়ি খাব, হাঁড়ি হাঁড়ি খিচুড়ি খাব।

গিরিশ : আবার কোথাও মহোৎসবের নিমন্ত্রণ আছে বুঝি? দু'হাত তুলে নাচবে, আর গলা ছেড়ে গাইবে, কেমন? আসুক দেখি কে তোমায় নিতে আসবে। মাথা ভাঙব, আমি ওসব ভক্ত-ফক্ত মানব না। তোমাকেও বলিহারি যাই। গলা দিয়ে স্বর বেরোয় না, তবু কেত্তনের শখটি ত ষোলো আনা আছে।

রামকৃষ্ণ : ৩১শে শ্রাবণ, মনে রাখিস।

গিরিশ : দুর তোমার ৩১শে শ্রাবণের নিকুচি করেছে। তোমাকে আমি বিছানার সঙ্গে বেঁধে রাখব, দেখি তুমি কেমন করে পা বাড়াও। তুমি যেমন বুনো ওল, আমি তেমনি বাঘা তেঁতুল।

রামকৃষ্ণ : হেঃ হেঃ হেঃ। গিরিশের ভক্তিতেও জোড়া নেই, দস্যিপনায়ও জোড়া নেই।

[সুরে] "পার কর গো আমায় শ্যামা!
অপারে পড়েচি দুর্গা, চরণ দুটি বাড়িয়ে দে মা।।

[শ্বেতাঙ্গ যুবকের বেশে বিনোদিনীর প্রবেশ]

বিনোদ : ঠাকুর! **[দূর হইতে প্রণাম]**

রামকৃষ্ণ : কি রে নিমাই, খুব ঠকিয়েছিস ত। ওরা আসতে দেয় নি বুঝি?

বিনোদ : তিন দিন আপনার শ্রীচরণ দর্শন করতে এসে ফিরে গেছি। ভক্তরা আমায় প্রবেশ করতে দেন নি। তাই ছলনার আশ্রয় নিয়েছি ঠাকুর। কিন্তু দেখামাত্রই আপনি আমায় চিনলেন কি করে?

রামকৃষ্ণ : যাবার সময় চৈতন্যকে না চিনলে কি চলে গো? সেই গান খানা এক কলি গা ত, শুনি।

বিনোদ : গীত

"হরি, মন মজায়ে লুকালে কোথায়?

আমি ভবে একা, দাও হে দেখা প্রাণসখা, রাখ পায়।
কালশশি, বাজালে বাঁশী, ছিলাম গৃহবাসী, করলে উদাসী
হৃদবিহারি, কোথায় হরি, পিপাসী প্রাণ তোমায় চায়।।"

রামকৃষ্ণ : মধুর, মধুর।

বিনোদ : ঠাকুর, আমাদের ছেড়ে আপনি চলে যাবেন?

রামকৃষ্ণ : কাঁদছিস কেনে? জন্মালেই মরতে হবে।

বিনোদ : তাই বলে শরীরে জ্বালা, এত যন্ত্রণা নিয়ে?

রামকৃষ্ণ : এও ত মায়ের দয়া। যিশুর মতো ক্রুশে বিঁধিয়ে ত মারে নি। দেহ থাকলেই রোগ হবে।

বিনোদ : কিন্তু আপনি ত শুনেছি কিছুই খেতে পারছেন না ঠাকুর।

রামকৃষ্ণ : সারাজীবন ত মা গলায় গলায় খাইয়েছে। দুটো দিন উপোস করলে কি হয়? সে কথা যাক। কল্পতরুর কাছে কত লোক নাকি এয়েছিল। তুই এয়েছিলি?

বিনোদ : না।

রামকৃষ্ণ : কেনে গো?

বিনোদ : না চাইতে যিনি সব দিয়েছেন, তাঁর কাছে চাইবার কিছু নেই।

রামকৃষ্ণ : এই দেখ ওই শালা গিরিশ কেবলি আমায় বলছে,---'মা'র কাছে ওষুধ চেয়ে নাও।' ওর কথা আমি আর শুনব নি। ও আমায় মা'র কাছে বেইজ্জৎ করিয়ে ছেড়েছে। তুই ঠিক বলেছিস মা, ঠিক বলেছিস সব দেবার জন্যে যে হাত বাড়িয়ে আছে, তার কাছে চাইতে যাব কেনে? চাইলে যে কম পড়ে যাবে! এই ত তোর চৈতন্য হয়েছে।

বিনোদ : ঠাকুর!

রামকৃষ্ণ : যা, আর ভয় নেই। গায়ে হলুদ যখন মেখেছিস, তখন আর কুমীরে ধরবে নি।

গান শোনা গেল :

"মন, চল নিজ নিকেতনে"]

রামকৃষ্ণ : ওই শোন, ওপার থেকে ডাক এসেছে।

হৃদয় ও লক্ষ্মী: **[গান শুরু করে]**

"মন, চল নিজ নিকেতনে।
সংসারবিদেশে বিদেশীর বেশে মিছে ভ্রম অকারণে।।
বিষয় পঞ্চক আর ভূতগণ সব তোর পর, কেহ নয় আপন,
পরপ্রেমে কেন হয়ে অচেতন ভুলিছ আপন জনে?
লোভ মোহ আদি পথে দস্যুগণ পথিকের করে সর্বস্ব শোষণ।
পরম যতনে রাখ রে প্রহরী শম দম দুই জনে।।"

বিনোদ : পাপীরে তরিতে হরি অবনীতে অবতরি
ধরেছিলে রামকৃষ্ণ নাম।
পতিতে করুণা করি সর্বপাপ অঙ্গে ধরি
পুরালে পাপীর মনস্কাম।।

গিরিশ : অহেতুক কৃপাময়, ধন্য হল রঙ্গালয়
তোমার করুণাকণা লভি।
নররূপে নারায়ণ, বুকে ধরি শ্রীচরণ
মরু হল পুষ্পিত অটবী।।

বিনোদ : অন্তে দিও পদে স্থান রামকৃষ্ণ ভগবান,
শেষ কর ত্রিতাপের জ্বালা।
সমাজের ঘৃণ্য যারা, সুখী হক সবে তারা,
পূত হক বঙ্গ-রঙ্গশালা।

STAGE DARK

পঞ্চদশ দৃশ্য

[বিনোদের বাড়ী। আমোদিনী বসে কাপড় সেলাই করছে, গুর্মুখ প্রবেশ করে]

গুর্মুখঃ মাসি।

আমোদিনী : হ্যাঁ বাবা, কি হয়েছে তোমার বল দেখি, এতদিন আস নি কেন?

গুর্মুখ : হামি মাতাজীকা সাথ মোলাকাৎ করতে গিয়েছিল মাসি।

আমোদিনী : আহা, তা যাবে বই কি? মায়ের ব্যাটা মায়ের কাছে যাবে না?

গুর্মুখ : লে লেও মাসি, ইসমে সাত হাজার রূপেয়া আছে।

আমোদিনী : [টাকার তাড়া অলক্ষ্যে গুণিতে গুণিতে] টাকার জন্যে নয় বাবা। টাকা ত হাতের ময়লা। তোমার মুখখানা অনেকদিন দেখি নি কিনা, তাই বলছিলাম।

গুর্মুখ : বিনোদকো বোলাও মাসি।

আমোদিনী : সে কি একদণ্ড ঘরে থাকে? ঠাকুর দেহরক্ষা করার পর থেকে কি যে হয়েছে সেই জানে।

গুর্মুখ : ঠাকুরজি নেহি?

আমোদিনী : না বাবা। তাঁর যাবার পর থেকে হতভাগা মেয়ে যেখানে যত ঠাকুর দেবতা আছে, ঘুরে ঘুরে দেখবে, তিনবার করে গঙ্গাস্নান করবে, আর অনাথ আতুর রাস্তা থেকে ধরে ধরে এনে খাওয়াবে। এই হাসছে, এই কাঁদছে, এই গান গাইছে। তুমি নেই, কাকে বলি? মেয়েটা কি পাগল হয়ে গেল বাবা?

গুর্মুখ : কাঁহা গিয়েসে বিনোদ?

আমোদিনী : আর ব'লো না। সকালে উঠে ফস ফস করে কিসের দরখাস্ত লিখলে, তারপরই থিয়েটারে চলে গেল। কখন ফিরবে, কে জানে। **[বিনোদিনীর প্রবেশ]**

বিনোদ : মা,---

আমোদিনী : কোথায় ছিলি হতচ্ছাড়ি মেয়ে? কাল থেকে পেটে ভাত নেই, আজ এতখানি বেলা হল, তবু তোর থিয়েটারের ঝঞ্ঝাট ফুরোয় না?

বিনোদ : আর কোন ঝঞ্ঝাট নেই মা। সব ঝঞ্ঝাট শেষ করে দিয়ে এসেছি। আজ আমার মুক্তি। আমি থিয়েটার ছেড়ে দিয়ে এসেছি মা। ইস্তফা দিলাম। আজ থেকে প্রাণভরে ঠাকুরের নাম গান করব, পেটভরে খাব, আর চোখভরে ঘুমোব।

আমোদিনী : বেশ করেছিস। কবে থেকেই ত আমি বলছি। এবার সুস্থ হয়ে ঘরে এসে ব'স, গান বাজনা আমোদফুর্তি কর। কোন্ দুঃখে তুই থিয়েটার করবি? আমার রাজা বাবা থাকতে তোর ভাবনা কি? বসো বাবা, বসো, মিষ্টি মুখ না করে যেও না। **[প্রস্থান]**

বিনোদ : তুমি!

গুর্মুখ : বিনোদ, ঠাকুর রামকিষেণ জিন্দা নেহি?

বিনোদ : না রায়জি, আমাদের আরাধ্য দেবতা পতিতপাবন শ্রীরামকৃষ্ণ ৩১শে শ্রাবণ দেহত্যাগ করেছেন। সন্ন্যাসীরা তাঁদের গুরুদেবকে হারিয়েছেন, বাংলাদেশ হারিয়েছে তার পরমপুরুষ পরমহংসকে। কিন্তু নটনটীরা হারিয়েছে তাদের জীবনসর্বস্বকে। এ দুঃখ সইবার শক্তি আমার নেই।

গুর্মুখ : হামার ভি না আছে বিনোদ।

বিনোদ : তোমার চোখেও জল রায়জি!

গুর্মুখ : ঠাকুরজিকে একদিন হামি দর্শন করিয়েসে বিনোদ। বহুৎ বহুৎ সাধু সন্ত হামি দেখলো, লেকিন এইসা আপনা আদমি আউর কভি হামি নেহি দেখা। ঠাকুরজি হামকো বোলা,---আচ্ছি কাম করো, পাপতাপ বিলকুল দূর হো যায়েগা। হামি মুল্লুকমে যা-কর পিঁজরাপোল হাসপাতাল আউর অন্নছত্তর করলো।

বিনোদ : বেশ করেছ। চল, ভেতরে চল।

গুর্মুখ : নেহি বিনোদ। আউর হামি না যাবে। হামার মাতাজী বলেছে এ কালকাত্তা ছোড়কে মুলুকমে চলে যেতে। নেহি তো হামার সাথে কোনো রিলেশন রাখবে না।

বিনোদ : এ তুমি কি বলছ রায়জী?

গুর্মুখ : ইয়ে সাচ বাত। হামকো তো কালকাত্তা ছোড়কে যানা পড়েগা।

বিনোদ : রায়জি!

গুর্মুখ : এ কাম ছোড় দেও বিনোদ। ঠাকুর রামকিষেণ তোমকো কৃপা করলো, আউর ভাবনা মৎ করো। হামসে তোম দশ হাজার রূপিয়া লে লেও। উসমেই তোমকো জীবনভর চলিয়ে যাবে। পূজা করো, নামকীর্তন করো, কেতাব পড়ো, লেকিন পরমহংসকা বরপুত্রী তোম আউর কভি রূপকা বেবসা মৎ করো।

বিনোদ : টাকা থাক, ও আমি নেব না।

গুর্মুখ : হামি জানে, তুমি লিবে না। হামার এক বাৎ শুনো বিবি। রাঙাবাবু তোমকো পেয়ার করে, তোমকো সাদি কোরতে ভি তৈয়ার আছে। তুমি উনকো সাদি করো, ইয়ে জাহান্নামকি শহর ক্যালকাত্তাসে আভি নিকাল যাও।

বিনোদ : কি বলছ তুমি?

গুর্মুখ : বিনোদ বিবি, আউর হামি না আসবে। যো কুছ কসুর হুয়া, মাপ করো বিনোদ বিবি। ঠাকুর রামকিষেণ তোমকো কৃপা করলো, তুমি ইয়ে মহাপাপীকো কৃপা করো, কৃপা করো।

[প্রস্থান]

বিনোদ : এ কি হল? আজ আমার মুক্তির আনন্দে নাচবার কথা তবু এত একা একা মনে হচ্ছে কেন?

[রাঙাবাবুর প্রবেশ]

রাঙাবাবু : বিনোদ।

বিনোদ : রাঙাবাবু!

রাঙাবাবু : মুখের দিকে চেয়ে রইলে যে?

বিনোদ : তুমি কি অন্তর্যামী? কাল থেকে আমার মনটা তোমারই দর্শন কামনা কচ্ছিল।

রাঙাবাবু : তাই আমি এসেছি।

বিনোদ : কোথা থেকে এলে?

রাঙাবাবু : থিয়েটার থেকে আসছি। অমৃতবাবু বললেন,---তুমি নাকি থিয়েটার ছেড়ে দিয়েছ। শুনেই ঊর্ধশ্বাসে ছুটে এলাম। পথে গুর্মুখ রায়ের সঙ্গে দেখা। সে বললে,---সেও তোমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গেছে। এবার তবে কাছে এস বিনোদ!

বিনোদ : কখনও ত তুমি আমায় স্পর্শ করনি। আজ ব্রত ভঙ্গ করলে কেন?

রাঙাবাবু : আজ যে তুমি আমার।

বিনোদ : তোমার!

রাঙাবাবু : সব দোর তোমার বন্ধ হয়ে গেছে। তাই আমার দোর খুলে দিয়েছি। এইবার এস আমার ঘরে।

বিনোদ : রাঙাবাবু এখনও তুমি চাও আমায় ঘরে নিয়ে যেতে? চোখে ত দেখলে আমার গায়ে কত ধুলো লেগেছে।

রাঙাবাবু : সব আমি চোখের জলে ধুয়ে দেব। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ যাকে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করেছেন, তার চেয়ে বড় পরিচয় কার?

বিনোদ : আমাকে নিয়ে তুমি সুখী হবে না রাঙাবাবু। তোমার সমাজ আমায় গ্রহণ করবে না।

রাঙাবাবু : টাকা যার আছে, সমাজ তারই কথা কয়।

বিনোদ : কিন্তু তোমার আত্মীয়স্বজন---

রাঙাবাবু : আমায় ত্যাগ করবে? ধনীকে কেউ ত্যাগ করে না, ত্যাগের হুল শুধু গরীবের জন্যে।

বিনোদ : রাঙাবাবু, এ মোহ থাকবে না।

রাঙাবাবু : মোহ যদি এ হত, সবার চোখ এড়িয়ে গেলেও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে সে ফাঁকি দিতে পারত না। তাঁর কাছে যাবার আগেই আমি গাড়ী চাপা পড়ে মরতুম, নয়ত তাঁর চোখের আগুনে দগ্ধ হয়ে যেতুম। কল্পতরুর কাছে আমি তাঁর মানসকন্যাকে বর পেয়েছি।

বিনোদ : ছি ছি ছি, এত জিনিস থাকতে কল্পতরুর কাছে তুমি এই কীট চাইতে গেলে ?

রাঙাবাবু : অন্যের চোখে যে কীট, আমার চোখে সে কৌস্তুভ রত্ন। আর দূরে সরে থেকো না, পারবে না আর দূরে থাকতে। আমি জানি, ওরা শুধু ছিবড়ে নিয়ে কামড়াকামড়ি করেছে, আসল রত্ন আমার জন্যই সঞ্চিত আছে।

বিনোদ : আঃ আমি আর পারছি না রাঙাবাবু। বারো বছর অভিনয় করেছি, আজ আমার অভিনয়ের শেষ। আমাকে তুমি চরণে স্থান দাও। **[পদতলে পতন]**

[আমোদিনীর প্রবেশ]

আমোদিনী : নিয়ে যাও বাবা, আর এখানে ওকে রেখো না। কত গাড়ী এসে দরোজায় ভিড় করেছে। মেয়েটা আর পাঁচ মিনিট এখানে থাকলে পাগল হয়ে যাবে। যা মা, যা নিজে কেঁদে আর আমাকে কাঁদাস নি। **[বিনোদের মাথায় ঘোমটা তুলিয়া দিল]**

বিনোদ : মা!

আমোদিনী : কত বকেছি, কত হেনস্থা করেছি, কিছু মনে রাখিস নে মা। আমার ঘরে কোনোদিন শান্তি পাস নি। এবার তুই সুখী হ।

বিনোদ : আমাকে ছেড়ে তুমি কি নিয়ে থাকবে মা?

আমোদিনী : ঠাকুরের ছবিখানা রইল, ওই নিয়েই থাকব।

রাঙাবাবু : তোমার যখনি ইচ্ছে হবে, মেয়েকে দেখতে যেও মাসি।

আমোদিনী : না না, তা কি হয়? তোমরা সুখে থাক। এতেই আমার সুখ।

রাঙাবাবু : চল বিনোদ।

বিনোদ : মা---

আমোদিনী : কাঁদিস নে রে! এতদিন কেঁদেছিস, আজ ত তোর হাসির দিন। হাসতে হাসতে চলে যা, আমি দেখি।

রাঙাবাবু : চল--- **[বিনোদের হাত ধরিয়া প্রস্থানোদ্যোগ]**

আমোদিনী : প্রণাম কচ্ছি ঠাকুর। তুমি ওদের দেখো। **[গিরিশের প্রবেশ]**

গিরিশ : বিনোদ!

বিনোদ : আসুন মাষ্টার মশাই।

গিরিশ : থিয়েটার ছেড়ে দিচ্ছ বিনোদ?

বিনোদ : আজ্ঞে হ্যাঁ।

গিরিশ : কেন?

বিনোদ : এ আর আমার ভাল লাগছে না মাষ্টার মশাই।

গিরিশ : কটা বছর অভিনয় করলে? বয়সই বা কত তোমার? মাথায় করে মোট বয়ে এই ষ্টার থিয়েটার তুমি গড়ে তুলেছ, থিয়েটারের জন্যে পঞ্চাশ হাজার টাকার প্রলোভন ত্যাগ করেছ। এর মধ্যেই সব আকর্ষণ ফুরিয়ে গেল? চব্বিশ বছরের একটা অভিনেত্রীর পক্ষে যে যশ প্রতিপত্তি দুর্লভ, তাই তুমি পেয়েছ। যশের তুঙ্গ শিখরে উঠে তুমি রঙ্গজগৎ থেকে চলে আসবে, এ যে কেউ ভাবতেই পাচ্ছে না।

বিনোদ : কেউ না পারুক, আপনার ত পারা উচিত। অমৃতের স্বাদ যে পেয়েছে, তার কি শুক্ত ভাল লাগে?

গিরিশ : আমার ত ভাল লাগছে।

বিনোদ : আপনি নাটকের মধ্যে দিয়ে ঠাকুরকে প্রচার কচ্ছেন আপনার দুদিকের সাধনা একসঙ্গে এসে মিলেছে। আমার ত তা নয়।

গিরিশ : বেঙ্গল থিয়েটার বোধহয় তোমায় প্রলোভন দেখিয়েছে।

বিনোদ : প্রলোভন যদি আমায় জয় করতে পারত, তাহলে আমার বাড়ী আজ রাজপ্রাসাদ হত।

গিরিশ : তোমার এ সঙ্কল্প স্থির? মতো বদলাবে না?

বিনোদ : না মাস্টারমশাই, আমার সংকল্প ছিল যতদিন থিয়েটার করবো আপনার স্নেহ-ছায়ার তলেই করবো। আজ আমার থিয়েটারের জীবন শেষ হলো। বিদায় নিচ্ছি ---

গিরিশ : তোমার তো মাত্র চব্বিশ বচ্ছর বয়স। কি করবে ঠিক করছো?

বিনোদ : নুতন করে জীবন শুরু করবো। রাঙ্গাবাবু আমায় বিয়ে করবেন। ঠাকুর দেহ রাখার আগে রাঙ্গাবাবু দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে কল্পতরুর কাছে আমাকে সহধর্মিনী করে নেবার জন্য বর চেয়েছিলেন। শ্রী শ্রী ঠাকুরের আশীর্বাদ ও পেয়েছেন। মাস্টারমশাই, এবার আমায় যেতে দিন আমার নুতন পথে।

গিরিশ : না -- না। আমি আর তোমার পথের বাঁধা হয়ে দাঁড়াব না। শুধু আমার একটাই অনুরোধ, তোমার জীবন সায়াহ্নে, তুমি তোমার কথা লিখে যেও। আগামী দিনে বাংলার অগণিত দর্শক তোমাকে সত্যিকারের মূল্যায়ন করতে পারে।

গিরিশ : আমি আর তোমায় বাঁধা দেব না বিনোদ। তুমি যাই বল, আমি বুঝতে পাচ্ছি, নিদারুণ অভিমান নিয়েই তুমি রঙ্গজগৎ থেকে সরে যাচ্ছ। আমার স্ত্রী বলেছিল,---'কারও বেইমানিতেই বিনোদের গায়ে ফোস্কা পড়বে না। তুমি যেদিন বেইমানি করবে, সেইদিনই হবে তার জীবন্তে মৃত্যু।' সেদিনের কথা কি তুমি ভুলতে পার নি?

বিনোদ : ঠাকুরের দেহত্যাগের পর আর আমার কিছু ভাল লাগছে না।

গিরিশ : থিয়েটারের জন্যে তুমি যে ত্যাগ স্বীকার করেছ।

বিনোদ : ওসব কথা থাক।

গিরিশ : তোমার এক বছরের বেতন তুমি ফেলে রেখেছ। তাও আমি নিয়ে এসেছি। নাও বিনোদ।

বিনোদ : ও আর আমি নেব না। দুঃস্থ অভিনেত্রীদের জন্যে যেন ওই টাকাটা খরচ করবেন। আশীর্বাদ করুন মাষ্টার মশাই, বাকী জীবনে যেন সুখী হই।

গিরিশ : শ্রীরামকৃষ্ণ তোমায় আশীর্বাদ করে গেছেন, আর আশীর্বাদে তোমার প্রয়োজন নেই বিনোদ। প্রার্থনা করি, তাঁর চরণে ঠাই পাও ।

আমোদিনী : মাস্টারমশাই মেয়েটা সারা জীবন অনেক দুঃখ পেয়েছে। শ্রী শ্রী ঠাকুরের আশীর্বাদ নিয়ে ও এগিয়ে যাক। আসুন ওকে আপনি সম্প্রদান করুন।

গিরিশ : সম্প্রদান তো শ্রী শ্রী ঠাকুর পরমহংসদেব করে গেছেন। এর থেকে আর বড় সম্প্রদান কি হতে পারে ! তোমরা কাছে এস। **[বিনোদ ও রঙ্গাবাবু কাছে যায়]** আপনিও আসুন

[আমোদিনী কাছে যায়, গিরিশ ও আমোদিনী
দুজনে মিলে ওদের চার হাত এক করে দেয়]

আমোদিনী : [ঠাকুরের উদ্দেশ্যে প্রণাম করে] ঠাকুর আমার পাপের জন্য মেয়েটা যেন আর দুঃখ না পায়। **[বলতে বলতে প্রস্থান]**

[বিনোদ রাঙ্গাবাবুর হাত ধরে ধীরে ধীরে প্রস্থান করে]

[গিরিশের উপর স্পট]

গিরিশ : হে মহীয়সী রমণী। থিয়েটারের জন্যে তুমি যে ত্যাগ স্বীকার করেছ, আমরা কেউ তার এতটুকু মর্যাদা দিই নি। বার বার তুমি আমাদের সঙ্কট থেকে ত্রাণ করেছ, বার বারই আমরা তা ভুলে গেছি। তোমার হাতে যে ক্ষমতা ছিল, ভুলেও তুমি তা ব্যবহার কর নি। থিয়েটারের মালিক বলে আজ যারা গর্বে স্ফীত হয়ে উঠেছে, তাদের মালিকানাও তুমিই নাম-মাত্র মূল্যে কিনে দিয়েছ।

তোমার একটাই মাত্র দাবি ছিল, নটীদের যেন কেউ অবহেলা না করে। এ দাবিও কেউ পূরণ করে নি।

স্বয়ং পরমহংসদেব তোমাকে আশীর্বাদ করে গেছেন। আর কারো আশীর্বাদের প্রয়োজন নেই। আমাদের এই বেইমান ন্যাশানাল থিয়েটারের দল হয়ত তোমাকে ভুলে যাবে। ভুলবে না আগামী দিনের অমৃতলাল বসু—আগামী দিনের গিরিশ ঘোষেরা, আর ভুলবে না বাংলার অগণিত বিদগ্ধ নাট্যমোদী জনগণ।

[গিরিশের উপর থেকে স্পট fed out **হয়।]**

[নেপথ্যে ভাষ্যকার]

এরপর বিনোদিনী রাঙ্গাবাবুর সাথে দৈনন্দিন জীবনের অনেক হাসি কান্না, সুখ দুঃখ, মান অভিমান, মধ্যে দিয়ে দীর্ঘ্য ৩১ বছর অবিবাহিত করেন।তারা একটি কন্যা সন্তান ও লাভ করেন। আদর করে নাম রাখলেন শকুন্তলা। কিন্তু ভাগ্য বিড়ম্বনায় মাত্র এগারো বছর বয়সে সেও ইহলোকের মায়া কাটিয়ে চলে যায়। এর বেশ কয়েক বছর পর রাঙ্গাবাবুও চলে যান। এরপর তিনি একা ---- নিঃসঙ্গতাই এই মহীয়সী নারীর জীবনের সাথী। কয়েকটি বছর কেটে যায়, মাস্টারমশাই-র অনুরোধে লিখতে বসলেন তাঁর আত্মজীবনী -----"আমার কথা"। শেষ পর্যায়ে তিনি লিখলেন...

এখন আমি একা পৃথিবীতে, আমার আর কেহ নাই, শুধুই আমি একা। এখন আমার জীবন শূন্য মধুময় ! আমার আত্মীয় নাই, স্বজন নাই, ধর্ম নাই, কর্ম নাই, কার্য্য নাই, কারণ নাই !এই শেষ জীবনে ভগ্নহৃদয়ে জ্বালাময়ী প্রাণ লইয়া অসীম যন্ত্রনার ভার বহিয়া আমি মৃত্যু পথপানে চাহিয়া

বসিয়া আছি। ওগো, পৃথিবীর ভাগ্যবান লোকেরা শুন, আর ওগো অনাথিনীর আশ্রয়-তরু স্বর্গের দেবতা, তুমিও শুন ! দেবতাই হোক আর মানুষই হোক ; মুখে যাহা বলা যায়, কার্য্যে করা বড়ই দুষ্কর ! ভালোবাসায় ভাগ্য ফেরেনা গো, ভাগ্য ফেরেনা। ওই দেখ আমার চিতাভস্ম গুলি দূরে দূরে চলে যাচ্ছে, আর হায় হায় করিতেছে। এখন আমি আমার ভাগ্য লইয়া শ্মশানের যাতনাময় চিতাভস্মের উপর পড়িয়া আছি ! --- যাহার যে দেবতার আশ্রয় তিনি তাঁহাকে স্মরণ করিয়া এই মহা পাতকীর পাপ কথাকে বিস্মিত হউন। ভাগ্যহীনা, পতিতা, কাঙালিনীর এই নিবেদন। ইতি ১৭ই বৈশাখ, ১৩১৯ সাল, বুধবার।

বিনোদিনী দাসী।

[**বিনোদ লেখা শেষ করে খাতা বন্ধ করে, গিরিশ ঘোষের ছবির সামনে খাতা রেখে প্রনাম করে উঠে দাঁড়ায়। তারপর ধীরে ধীর স্টেজের পিছনের দিক দিয়ে প্রস্থান করে। ইতিমধ্যে নেপথ্যে গান শুরু হয়**]

রবীন্দ্রসংগীত : দিনান্ত বেলায়, শেষের ফসল নিলেম তরী পড়ে

দিনান্ত বেলায় -----

এ পাড়ের হিসেব হলো সারা,
যাবো ওপারের ঘাটে
হংস বলাকা যায় উড়ে, দূরে
তারই ডানায় ধ্বনি বাজে
বাজে মোর অন্তরে
ভাঁটার নদী ধায় সাগর পানে
কলতানে
ভাবনা মোর ভেসে যায় তারি টানে।
যা কিছু নিয়ে চলি শেষ সঞ্চয়
সুখ নয় সে, দুঃখ সে নয়
নয় সে কামনা
শুনি শুধু মাঝির গান আর পাড়ের ধ্বনি
তারই স্বরে---

ধীরে ধীরে পর্দা পরে।

সমাপ্ত